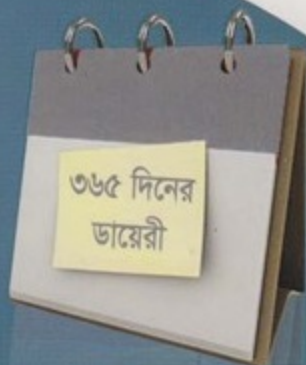


৩৬৫ দিনের ডায়েরী

কুরআন, হাদিস ও দু'আ





# ৩৬৫ দিনের ডায়েরী কুরআন, হাদিস ও সুন্না

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

৩৬৫ দিনের ডায়েরী

সংকলিত

হাদিস সংগ্রহ: আরবি হোসাইন

বি.এ. (সি.এস.) এম.এ. এম.এম.

পিএইচ ডি গবেষক, জামি:

আরবি প্রভাষক

মওনাও প্রকল্পেরা কবিলা কালমাগা, মহলার, ঢোলপুর।

শরিফ আল-মুহাম্মাদি, আল-মুহাম্মাদি

শরিফ আল-মুহাম্মাদি

হাদিস মোঃ হাদিস মোঃ হাদিস মোঃ হাদিস

শরিফ আল-মুহাম্মাদি



শিলা পাবলিকেশন্স

৩৬/৫, কম্পিউটার মার্কেট,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

শান্তি-সিঁদুর-আমেরী  
কৃষ্ণকবি, বাক্সি ও দু'খা

প্রকাশক

ডঃ রফিকুল ইসলাম

শান্তি পাবলিকেশন্স

৩০১/৩, উল্লাসবিল্ডিং সার্কেট (২৪ তলা), বাগ্মাঝার, ঢাকা

ফোন: ৯৬৬২০২, ১০২-৯৫৭১০৯২

ফ্যাক্স: ৯৬৬২০২, ডিলেটর - ২০১৩ ইং

ইমেইল: [shantipublication@gmail.com](mailto:shantipublication@gmail.com)

ডিস্ট্রিবিউটর: সানিয়া বুক বাইন্ডার্স, মুরাদপুর

স্বত্বস্বত্ব: ডিজিটেল প্রিন্টার্স

মূল্য: ১০০.০০ টাকা।

[www.peacepublication.com](http://www.peacepublication.com)

ইসিএন: ১৭৮-৯৮৪-৮৮৮৫-৭১-০

২০১৩



## সম্পাদকীয়

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَا بَعْدُ.

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মহান নেতা, শিক্ষক ও পদপ্রদর্শক। কুরআন আমাদের জীবন বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীস আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করেছেন- **كَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**- প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ-২২৪)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থার নাম। নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত যেমন ফরজ, তেমনি রোজগার নীতি, ব্যয়নীতি, ব্যাংকনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বনীতিসহ সব নীতিই ইসলাম মোতাবেক পরিচালনা করা ফরজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো নামাজ, রোজা ও হজ্জ ইত্যাদির ফজিলত নীতিই কেবল আমরা ইসলাম থেকে নিচ্ছি অথচ বাকী নীতিগুলো ইসলাম থেকে না নিয়ে মানব রচিত মতবাদ থেকেই গ্রহণ করছি। যার প্রধান কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী না হওয়া। ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের অধীনে যারা থাকার কথা তাদের অধীনে মুসলিমরা আজ চরম লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ অবস্থায় পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।

কিন্তু বাস্তবতা বড় কঠিন ও দুঃখজনক যে, প্রতিদিন আমাদের কেউ কেউ খবরের কাগজ পড়ার জন্য ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ব্যয় করে আর ইন্টারনেট ব্রাউজ করলে তো আর কথাই নেই অথবা প্রতি ঘণ্টার খবর, বিশেষ বুলেটিন, টকশোর মত টিভি প্রোগ্রাম বা নাটক দেখার জন্য হিসাব করলে দেখা যাবে দৈনিক ৪-৫ ঘণ্টা ব্যয় করছে। অথচ কুরআন, হাদীস বা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য আমরা দৈনিক এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করতেও রাজি নই। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদেরকে কুরআন, হাদীস ও দু'আমুখী করার জন্য আমরা ৩৬৫ দিনের ডায়েরী কুরআন, হাদীস ও দু'আ নামক গ্রন্থটি সংকলন করেছি। ৩৬৫ দিনের আয়াত কমপক্ষে প্রায় ৩৬৫×৩ = ১০৯৫টি, ৩৬৫ টি হাদীস, এবং ৩৬৫টি দু'আ সম্বলিত এবং বিশেষ সংযোজন কুরআন ও হাদীস কেন্দ্রিক কিছু বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি চয়ন করা হলো।

এ বইতে সহীহ হাদীস নেয়ার চেষ্টায় ক্রটি করিনি। আর সাধারণ ও পরিচিতি আয়াত নেয়া হয়েছে এবং দু'আর ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অধ্যায়ন ও সূত্র খুজে পাওয়ার সুবিধার্থে প্রত্যেক হাদীসের তথ্যগুলো মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে নেয়া হয়েছে।

এ গ্রন্থটিতে দু'আর ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চারণ দিয়েছি। যা একেবারে সাধারণ পাঠকের জন্য। একটি ভাষার উচ্চারণ আরেকটি ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

এ মূল্যবান গ্রন্থটিকে ডায়েরির মত করে সাজিয়েছি যাতে পাঠকরা তা দৈনিক ডায়েরির মত করে ব্যবহার করতে পারে। সাধারণ পাঠকদের জন্য ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬৫ দিনের একটি সাধারণ রুটিন দেয়া হয়েছে। সময় কম থাকলে ৮ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যেই তা শেষ করা যাবে। হাতে মোটামুটি সময় থাকলে একটু সময় নিয়ে আয়াত, হাদীস ও দু'আগুলো শুদ্ধ করে মুখস্থ করার চেষ্টা করা দরকার। বিশেষ কোনো কারণে যদি কোনো একদিন যেমন- ১মার্চ তারিখের রুটিন পড়া আদায় করা গেল না তাহলে ২মার্চ তারিখে কাজা আদায় করে চলমান রুটিন আদায় করার মাধ্যমে পড়া অব্যাহত রাখলে উপকারিতা পাওয়া যাবে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- উত্তম কাজ ঐটাই যা কম হলেও সর্বদা পালন করা হয়। (বুখারী)

এ ক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয়, আমি (সংকলক) যখন হজ্জ যাই তখন মরক্কোর এক ভাইয়ের সাথে কথা প্রসঙ্গে সে বলল, তাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কুরআন ও হাদীস না পড়লে ঐ রাতে খাবার দেয়া হয় না। সুতরাং এটা যদি আমরাও পালন করেত পারি তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরাও ছোটকাল থেকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে আদর্শ নাগরিকের ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রন্থটি প্রকাশে যাদের Method বা পদ্ধতি অনুসরণে সাজিয়েছি তারা হলেন-কানাডা প্রবাসী আমির জামান ও নাজমা জামান এবং ISE=Institute for social Engineering canada, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অসাধারণ এ গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং সর্বোপরি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের চাহিদা কিছুটা হলেও মিঠাতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। গ্রন্থটি নিখুত ও নির্ভুল করার জন্য আমরা আশ্রয় চেষ্টা করেছি। এরপরেও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুল ভ্রান্তি পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়লে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন ॥



# ১. জানুয়ারী



## ০১ জানুয়ারি

কুরআন : জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমলের পরীক্ষা করা

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْغَفُورُ.

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।

(৬৭-আল মূলক : আয়াত-২)

হাদীস : যে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও অক্ষম

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ  
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ.

অর্থ : শাদদাদ ইবনে আওস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কু-প্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে (জান্নাত), সে-ই অক্ষম। (তিরমিযী : ২৪৫৯)

দু'আ : রাসূল صلى الله عليه وسلم যে আয়াতটি পড়ে উম্মতের জন্য দু'আ করতেন

إِنْ تَعَدَّيْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-১১৮)



০২ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞান অর্জন করা কুরআন ও শরীয়াতের প্রথম নির্দেশ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

১. পড় [জ্ঞান অর্জন কর] তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, ২. মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে
৩. পড়, তোমার প্রতিপালক যিনি মহা মহিমান্বিত,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬-আল আলাক : আয়াত-১-৫)

হাদীস : যেমন নিয়ত তেমন ফল

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে বলতে শুনেছি-কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে। (বুখারী হাদীস : ১)

দু'আ : আদম ও হাওয়া আলাইহিমা সালামের দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা জ্বলামনা আনফুসানা ওয়াইল্লাম তাগফির লানা ওয়াতার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : ওগো পরওয়ারদিগার! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না কর, তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২৩)



০৩ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞান ও অজ্ঞতা সমান নয়

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

১৯. আর সমান নয় অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি ।

২০. এবং সমান নয় অন্ধকার ও আলো ।

২১. এবং সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র ।

২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত । নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান । যারা কবরে আছে আপনি তাদের শুনাতে পারবেন না ।

(৩৫-ফাতের : আয়াত -১৯-২২)

হাদীস :- ইলম অর্জন করা নর-নারী সবার জন্য ফরজ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । রাসূলে কারীম صلى الله عليه وسلم বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য । (ইবনে মাজাহ : ২২৪)

দু'আ : নূহ আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

উচ্চারণ : রাবিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়ালিল মু'মিনান ওয়াল মুমিনাত ওয়ালা তাজিদিজ জ্বায়ালিমীনা ইল্লা তাবারা ।

অর্থ : হে প্রভু! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিন হয়ে আমার ঘরে যারা প্রবেশ করবে এমন সব লোককে এবং মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও । আর যালেমদের জন্যে ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করো না ।

(৭১-নূহ : আয়াত - ২৮)



## ০৪ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অর্থ : আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত গ্রহণ করে থাকে।

(৩৯-যুমার : আয়াত- ৯)

হাদীস : নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় সেটা অন্যের জন্যও পছন্দ করা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেন- তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

(বুখারী হাদীস : ১৩)

দু'আ : নূহ (আঃ)-এর দু'আ {নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে চলার দু'আ}

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়ামুর সাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামেই এর গতি আর আল্লাহর নামে এর স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১১-হুদ : আয়াত : ৪১)





## ০৫ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানীদের মর্যাদা সুউচ্চ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণরূপে অবহিত। (৫৮-আল মুজাদালা -আয়াত-১১)

হাদীস : রাসূল ﷺ -কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন- তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (বুখারী হাদীস : ১৫)

দু'আ : সাইয়িদুল ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দু'আ)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَأَلْتُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি আমায় সৃজন করেছ, আমি তোমার দাস, আমি আমার সামর্থ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি যা ভুল করেছি তার ক্ষতিকর পরিণাম হতে রেহাই পাবার জন্য তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমার উপর তোমার অগণিত নি'আত আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আমায় ক্ষমা কর, যেহেতু তুমি ব্যতীত ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। (বুখারী ৬৩০৬, ইবনে মাজাহ ৩৮৭২, নাসায়ী ৫৫২২, তিরমিযী ৩৩৯৩)



০৬ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর পথে আহ্বানে সুন্দরভাবে কথা বলা চাই

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيسِّرْ لِي امْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي .  
يَفْقَهُوا قَوْلِي .

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ (হৃদয়) খুলে দাও । আমার কাজকে সহজ করে দাও । আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও । যাতে ওরা (লোকে) আমার কথা বোঝে । (২০-ত্ব-হা : ২৫-২৮)

হাদীস : ইলম অর্জনের পথ সহজ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করে পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন । (মুসনাদে আহমদ : ৩৬৯৯)

১. দু'আ : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী নাজ্জানা মিনাল ক্বওমিজ জোয়ালিমীন ।

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি যালেমদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন । (২৩-মুমিনুল : ২৮)

২. দু'আ : আখিরাতের লাঞ্চিত না হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّنا وَأَتِنا ما وَعَدْتنا على رُسُلِكَ ولا تُخزنا يومَ القِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخلفُ المِيعادَ .

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াদতানা আলা রুসূলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআ'দ ।

অর্থ : হে রব! নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিও । আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করিও না । আর তুমি তো যা বল তাই করে থাক ।

(৩-আলেইমরান : ১৯৪)



০৭ জানুয়ারি

কুরআন : সামর্থ্যের বাহিরে আল্লাহ কাউকে দায়িত্ব দেন না

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ : আল্লাহ সামর্থ্যের বাহিরে কাউকে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভাল করেছে তা তার কল্যাণে আসবে এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে।

(২-আল বাক্বারা : আয়াত-২৮৬)

হাদীস : মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও তিনটি আমল জারী থাকবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনও তিন প্রকারের নেক আমল বাকি থেকে যায়।

১. সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ এমন দান সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে;

২. এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং

৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

(মুসলিম ৫ম খণ্ড, অ: ওসিয়ত, পৃ: নং-৪৯)

দু'আ : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাসির।

অর্থ : ওগো আমাদের অভিভাবক! আমরা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম আর তুমিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল।

(৬০-আল মুমতাহিনা : ৪)



০৮ জানুয়ারি

কুরআন : শত্রুর মোকাবেলায় যথাযথ শক্তি অর্জন কর

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ  
عَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

অর্থ : তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্তুষ্ট করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (৮-আল আনফাল : আয়াত-৬০)

হাদীস : শত্রুর বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ কর

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ  
يَقُولُ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ الْأِنْ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ الْأِنْ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ  
الْأِنْ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ۝

অর্থ : ইবনে আমির আল জুহানী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিম্বরে দাড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন : (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) “তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর” মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী, মনে রেখ শক্তি হলো তীরন্দাজী, মনে রেখ শক্তি হলো তীরন্দাজী। (বুখারী -২৫১৪)

দু'আ : কাফিরদের জন্য পরীক্ষার স্থল না বানাতে দু'আ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُزْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তাযআলনা ফিতনাতা লিল্লাজিনা না কাফারু ওয়াগফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম।

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদেরকে কাফিরদের জন্যে পরীক্ষার স্থল কর না। ওগো মাওলা! আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিচক্ষণ। (৬০-আল মুমতাহিনা : ৫)



০৯ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

অর্থ : আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম- আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজের জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।  
(৩১-লুকমান : আয়াত-১২)

হাদীস : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে ব্যয়

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِزَتْ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ )

অর্থ : সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, 'তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও। (বুখারী হাদীস : ৫৬)

দু'আ : নেক সম্ভান লাভের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বি হাবলী মিনাস সালিহীন।

অর্থ: ওগো আমার রব! আমাকে একটি (সালেহ) নেককার পুত্র দান কর।

(৩৭-আস সাফফাত : ১০০)



১০ জানুয়ারি

কুরআন : জ্ঞানী লোকেরাই কেবল কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অর্থ : এটা এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা নাজিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরাই এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। (৩৮-সাদ : আয়াত-২৯)

হাদীস : মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ : জারীর ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।  
(বুখারী হাদীস : ৭৬৭৬)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

উচ্চারণ : ওয়ামা উগনী আনকুম মিনাল্লাহি মিন শাইয়িন ইনিল হুকুম ইল্লা লিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া আলাইহি ফালইয়াতা ওয়াক্কালিল মুতাওয়াক্কিলুন।

অর্থ : কিন্তু আমি আল্লাহর ইচ্ছা থেকে তোমাদের বাঁচাতে পার না। তাঁর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম চলে না। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করছি। আর যে-ই ভরসা করতে চায় তাঁরই ওপর করা উচিত। (১২-ইউসূফ : ৬৭)



১১ জানুয়ারি

কুরআন : কষ্ট দূর করাই কুরআন নাজিলের কারণ

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ.

অর্থ : হে নবী! তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাজিল করি নাই যে ইহা সত্ত্বেও তুমি অকৃতকার্য ও অসুখী হয়ে থাকবে। (২০-ত্ব-হা : আয়াত -২)

হাদীস : আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رضي الله عنه سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ رضي الله عنه حَاطِبًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَكَانَ تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

অর্থ : হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ رضي الله عنه কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, তিনি বরেছেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের' ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়ম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী হাদীস : ৭১)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

بَلِّ سَوَّكَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصِدْرًا جَبِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.

উচ্চারণ : বাল সাওওয়ালাত লাকুম আনফুসুকুম আমরা ফাসাবরুন জামিল ওয়া ব্লাহল মুসতা'আনু আ'লা মাতাসিফুন।

অর্থ : বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্যে একটা বিরাট কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে আমি ধৈর্যধারণ করলাম। আর অতি উত্তমভাবেই সবর করে থাকব। তোমরা যা কিছু বলছ, সে বিষয়ে কেবল আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। (১২-ইউসুফ : ১৮)



## ১২ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআনের সব হুকুমই মানতে হবে

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

অর্থ : তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন।

(২-আল বাকারা : আয়াত-৮৫)

হাদীস : ইলম ও সম্পদ ব্যয় এ দুটি বিষয়ে ইর্ষা করা বৈধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَ عَلَىٰ هَكَاتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْفِضُ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ;

১. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন;
২. সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।

(বুখারী হাদীস : ৭৩)

দু'আ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দু'আ

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ .

উচ্চারণ : ইন্নামা আশকু বাচ্ছি ওয়া হুযনী ইলাল্লাহ।

অর্থ : আমি আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার ফরিয়াদ শুধুমাত্র আল্লাহর দরবারেই করছি। (১২-ইউসুফ : ৮৬)





১৩ জানুয়ারি

কুরআন : যা কর না তা বল না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা কর না? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃণা উদ্বেককারী যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না। (৬১-সফ : আয়াত-২-৩)

হাদীস : নবী ﷺ -এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী জাহান্নামী

عَنْ سَلْمَةَ ٱللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ٱللَّهِ يَقُولُ مَنْ يَقْلُ عَلَىٰ مَا لَمْ أَكُلْ فَلَيَتَبَرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : সালামাহ ইবনে আক্ওয়া رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।' (বুখারী হাদীস : ১০৯)

দু'আ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'আ

لَا تُثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহ্ লা কুম ওয়া হুয়া আর হামুর রাহিমীন।

অর্থ : যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়াবানদের চাইতে অধিক দয়াবান। (১২-ইউসুফ : ৯২)



১৪ জানুয়ারি

কুরআন : উত্তম কাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয় তা যেন নিজেও পালন করে  
 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থ : তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ কর কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাক অথচ তোমরা কুরআন পড়। তোমরা কি ভাবো না? (২-বাক্বারা : আয়াত-৪৪)

হাদীস : কিয়ামতের আলামত

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আমি এমন একটি হাদিস তোমাদেরকে শুনাবো যা আমার পরে আর কেউ শুনাবে না। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয় কিয়ামতের আলামত হলো ইলেম উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদপান বিস্তার লাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কমা, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশজন মহিলা থাকবে”। (বুখারী হাদীস : ৮১)

দু’আ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে দু’আটি পড়তেন

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ : ফাসতাজাব লে রবুহে ফসরফ এনহু কেইদেহুন্ন ইনহু হুওয়্যে সামীউল আলীমু।

অর্থ : অত:পর তাঁর মনিব তাঁর এ ফরিয়াদ কবুল করলেন : সে নারীদের কূটকৌশল তার থেকে রহিত করলেন। নিশ্চয় তিনি ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং নিজ বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত। (১২-ইউসুফ : ৩৪)



১৫ জানুয়ারি

কুরআন : জাহান্নামে বাঁচবেও না মরবেও না

سَيَذَرُكَ مَنْ يَخْشَى. وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.

১০. যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে ।

১১. আর [যারা] ওটা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য ।

১২. সে ভীষণ নরকানলে প্রবেশ করবে ।

১৩. অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না । (৮৭-আ'লা : আয়াত-১০-১৩)

হাদীস : নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে অশু করতে হয় না

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَيْمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّوْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

অর্থ : আব্বাদ ইবনে তামীম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত । একদা আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল । তিনি বললেন- সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায় । (বুখারী হাদীস : ১৩৭)

দু'আ : মুসা আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسَلْ إِلَى هَرُونَ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ.

উচ্চারণ : রাবিব ইন্নী আখাফু আইয়ুকাজ্জিবুনী ওয়াদিকু ছদরি ওয়ালা ইয়ানতুলিকু লিসানী ফাআরসিল ইলা হারুনা ওয়ালাহুম আলাইয়া জানবুন ফাআখাফু আইয়াকতুলুন ।

অর্থ : হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে । আমার মন ছোট হয়ে আসছে আর আমার রসনা সঞ্চালিত হয় না । আপনি হারুনকেও রিসালাত দান করুন । একটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে । তাই আমার ভয় হয় তারা আমাকে হত্যা করবে । (২৬-শোয়ারা : ১২-১৪)



## ১৬ জানুয়ারি

কুরআন: আল্লাহর বাণীকে অমান্যকারির জন্য লাঞ্ছনা ও বহ্ননা

وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالسُّكْنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَغْيٍ الْحَقِّ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ.

অর্থ : লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গ্যবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল। (২-বাকারা : আয়াত-৬১)

হাদীস : কিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা নিষেধ করা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ  
فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّ قَوْمٍ أَوْ غَرَبُوا.

অর্থ : আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মাদিনার বাসিন্দাদের জন্য) (বুখারী হাদীস : ১৪৪)

নোট : মোটকথা হলো যে যেখানে আছে সেখান থেকে প্রস্রাব পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসবে না এবং কিবলাকে পিছনে রেখেও বসবে না।

দু'আ : শুয়াইব আলাইহিস সালামের দু'আ

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ .

উচ্চারণ : আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা - রাব্বানাফ তাহ বায়নানা ওয়া বায়না ক্বওমিনা বিল হাক্বি ওয়া আনতা খাইরুল ফাতিহীন

অর্থ : আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। পরওয়াদিগার! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও। আর তুমিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (৭-আরাফ : ৮৯)



১৭ জানুয়ারি

কুরআন : যারা গাফিল তারা ই আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে উদাসীন

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ .

অর্থ : সত্য কথা এই যে, যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না; আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে তারা আমার আয়াত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন । (১০-ইউনুস : আয়াত-৭)

হাদীস : মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকা পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحَدِّثْ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَبِيُّ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ .

অর্থ : আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- বান্দা যে সময়টা মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকে তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে । জনৈক অনারব বলল, হে আবু হুরায়রা! 'হাদাস কী'? তিনি বললেন, 'শব্দ করে বায়ু বের হওয়া ।' (বুখারী হাদীস : ১৭)

দু'আ : আইয়ুব আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ أَنْتَ مَسْنِي الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ .

উচ্চারণ : রাব্বী আন্নী মাসনীয়াদ্দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন ।

অর্থ : পরওয়ারদিগার! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান ।

(২১-আম্বিয়া : ৮৩)



১৮ জানুয়ারি

কুরআন : জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ : আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য । (৫১-যারিয়াত : আয়াত -৫৬)

হাদীস : মযী বের হলে অযু করলেই চলবে

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوَضُوءُ .

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন- ‘আলী (রা) বলেছেন, আমার অধিক পরিমাণে মযী বের হতো । কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তাই আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন । তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন । তিনি বলেন- এতে শুধু অযু করতে হয় । (বুখারী হাদীস : ১৭৮)

দু’আ : ইউনুস আলাইহিস সালামের দু’আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمْرِ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লা আস্তা সুবহানা ইল্লী কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন । ফাসতাজিবনা লাহু ওয়া নাজ্জিনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাজালিকা নুনজিল মু’মিনীন ।

অর্থ : তুমি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ! পবিত্র মহান তোমার সত্তা । আমি অবশ্যই অপরাধী । অতঃপর আমি তার দু’আ কবুল করলাম এবং তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করলাম । এভাবেই আমি মুমিনদের রক্ষা করি ।

(২১-আম্বিয়া : ৮৮)



১৯ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআন সন্দেহের বহু উর্ধ্ব

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

২. এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তি পথের দিশারী।
৩. যারা অদৃষ্ট বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে থাকে।  
(২-আল বাকারা : আয়াত -২)

হাদীস : যে হৃদয়ে কুরআন নেই সে দেহ বিরান ঘর

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَأَنَّ بَيْتَ الْخَرَبِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেন, যারা মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই সে হচ্ছে একটি বিরাট ঘরের মতো যা বিধবস্ত। (তিরমিধী হাদীস : ২৯১৩)

দু'আ : যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ .

উচ্চারণ : রাবিব হাবলী মিল্লাদুনকা জুররীয়াতান তুইয়াবাতান ইল্লাকা ছামিউদ দু'আ

অর্থ : মালিক আমার! মনিব আমার! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।

(৩-আলে ইমরান : ৩৮)



২০ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআনের অনুসরণ করো

إَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ : তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্ধু হিসাবে অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

(৭-আল আরাফ : আয়াত-৩)

হাদীস : দুটি জিনিসের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবে না

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ.

অর্থ : মালেক ইবনে আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সূনাত (হাদীস)।

(মিশকাতুল মাসাবীহ-১৮৬)

দু'আ : ঈসা আলাইহিস সালামের দু'আ

رَبِّنَا أَمَّنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

উচ্চারণ : রাক্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবান্না রাসূলা ফাকতুবনা মা'আশ শাহিদিন।

অর্থ : ওগো আমাদের রব! তুমি যেসব নিদর্শন নাযিল করে আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলকে অনুসরণ করার পছন্দ কবুল করেছি। সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের নামের সাথে তুমি আমাদের নাম লিখে নিও। (৩-আল ইমরান : ৫৩)





২১ জানুয়ারি

কুরআন : কুরআন বিশ্ববাসির জন্য উপদেশ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.

অর্থ : কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ । (৬৮-কালাম : আয়াত- ৫২)

হাদীস : আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِجَابٍ يُقَالُ لَهُ عَقِيْرُهُ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِفُوا.

অর্থ : মুআয ইবনে জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে আরোহী ছিলাম । তিনি আমাকে বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন । তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না । আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না তাহলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না । আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকেরদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তুমি লোকদেরক এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে লোকেরা (এর ওপরই) নির্ভর করে বসে থাকবে ।

(বুখারী ৫ম খণ্ড; অ: জিহাদ, পৃ: নং-১৪৭)

দু'আ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'আ

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

উচ্চারণ : রাবিব আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতিন ওয়া আউযুবিকা রাবিব আইয়াহদুরুন ।

অর্থ : পরওয়ারদিগার! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই ।

প্রভু! আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার নিকট পানাহ চাই ।

(২৩-মু'মিনুন : ৯৭-৯৮)



২১ জানুয়ারি

কুরআন : মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقْبَلَ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩-ইমরান : আয়াত-১০২)

হাদীস : ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভকারী

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا .

অর্থ : আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'দীন' এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড অঃঈমান পৃ: ১১৭ ও বুখারী)

দু'আ : ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া'র দু'আ

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ .

উচ্চারণ : রাব্বিব নিলী ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জিনী মিন ফিরআউনা ওয়া আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বওমিজ জোয়ালিমীন।

অর্থ : হে আমার পরওয়ারদিগার! তোমার নিকট প্রার্থনা, জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও। (পরওয়ারদিগার) আর আমাকে ফেরাউন ও তাঁর কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর এবং এই যালেম লোকদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। (৬৬-আত তাহরীম : ১১)



২৩ জানুয়ারি

কুরআন : রাসূল খেরণের উদ্দেশ্য তাগুতকে অস্বীকার করা

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

অর্থ : প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার কর । (১৬-আন নাহল : আয়াত-৩৬)

হাদীস : অনিবার্য দুটি বিষয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِثْنَتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে । এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সে দুটি বিষয় কি? নবী করীম ﷺ বললেন, যে আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে ।

(সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ: ১৫৩)

দু'আ : আসহাবে কাহাফের দু'আ

رَبَّنَا إِنَّا أَمِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাও ওয়াহায়ি লানা মিন আমরিনা রাশাদান ।

অর্থ : হে প্রভু! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করো । আর আমাদের গোটা ব্যাপারটা তুমি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে গড়ে দাও । (১৮-কাহাফ : ১০)



২৪ জানুয়ারি

কুরআন : মানুষকে বিভিন্ন দলে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য পরম্পর পরিচিতি লাভ  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মধ্যে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন। (৪৯-হুজুরাত : আয়াত-১৩)

হাদীস : অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের পরিচয়

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, জেনে রেখ নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে- তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রেখ ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব তথা আত্মা। (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ:-৪০)

দু'আ : ময়লুমদের দু'আ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সবরাও ওয়াতাওফফানা মুসলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও এবং আমাদের ওফাত দান কর তোমার অনুগত অবস্থায়। (৭-আরাফ : ১২৬)



২৫ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ মুশাকীদের সাথে রয়েছেন

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

অর্থ : আল্লাহ তো তাঁদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে। (১৬-আন নাহল : আয়াত-১২৮)

হাদীস : মুসলিম ভাইয়ের অধিকার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ تِلْكَ مِرَارٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ لِمُسْلِمٍ كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (সহীহ মুসলিম : ৬৭০৬)

দু'আ : সালেহীনদের দু'আ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

উচ্চারণ : রাক্বানাসরিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা ইন্না আজাবাহা কান্না গারামান ইন্নাহা ছাআত মুসতাকাররাও ওয়ামুক্বামা।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এ আযাব তো সাংঘাতিক প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান হিসেবে এটা বড়ই জঘন্য। (২৫-ফুরকান : ৬৫-৬৬)



২৬ জানুয়ারি

কুরআন : সামর্থ্যের আলোকে আল্লাহকে ভয় কর

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاسْعَوْا وَاطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১৬)

হাদীস : মাজলুমের আর্তনাদ গৃহীত হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنِّي دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মু'আয رضي الله عنه কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

(বুখারী, অভ্যাচার, কিসাস ও নৃশন, হাদীস ২৪৪৮; মুসলিম, ঈমান, হাদীস ১৯)

দু'আ : মযলুমদের দু'আ

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

উচ্চারণ : ফাক্বুদি মা আশ্বা ক্বাদিন ইল্লামা তাক্বুদী হাজিহীল হায়াতাদ দুনইয়া।

অর্থ : তুমি যা কিছু করতে চাও কর। তুমিই তো কেবল আমাদের এ দুনিয়ার জীবনের ফয়সালা করতে পারবে। (২০ ত্ব-হা : ৭২)



২৭ জানুয়ারি

কুরআন : বাতিলের মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-২০০)

হাদীস : বাস্তুবতার নিরীখে উত্তম কাজ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো আমলটি উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনোটি? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনোটি? তিনি বললেন : মকবুল হজ্ব। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: নং-২৫)

দু'আ : বিপদের সময় যা পড়তে হয়

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্‌যালিমীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি।" (সূরা-আযিয়া : আয়াত নং ৮৭)



২৮ জানুয়ারি

কুরআন : ভালো ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

অর্থ : যেসব কাজ পূণ্য ও ভয়মূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন।

(৫-মায়িদা : আয়াত-২)

হাদীস : পরিবার ও সম্ভান সম্ভতির জন্য খরচ করলেও তা সদকা

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِزَتْ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ أَمْرٍ أَرَاكَ .

অর্থ : সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও তাও। (সহীহ বুখারী : ৫৭)

দু'আ : রাগ দমনের দু'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

উচ্চারণ : আওয় বিল্লাহি মিনাশশাই ত্বয়ানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হ/২৩০৬)





২৯ জানুয়ারি

কুরআন : আখিরাত মুস্তাকীনের জন্য উত্তম

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

অর্থ : (হে রাসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আলাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। (৪-নিসা : আয়াত-৭৭)

হাদীস : নেক কাজের ইচ্ছা করলেই সওয়াব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেন : যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্যত সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ'শুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করা পর্যন্ত কোনো গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত-৪০)

দু'আ : মুজাহিদদের দু'আ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكُنْتُمْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাও ওয়াছাব্বিত আক্বুদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদের দৃঢ়তা দান কর। (ময়দানে) আমাদের কদম অটল, অবিচল ও সুদৃঢ় রাখ আর কাফের বাহিনীর ওপর আমাদের বিজয় দান কর। (২- আল বাকারা : ২৫০)



৩০ জানুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর নিকট তোমরা উসিলা অন্বেষণ কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তার পথে চরম চেষ্টা সাধনা বা জিহাদ কর। সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৫)

হাদীস : অসীলা প্রার্থনা কর

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَيْتُمْ عَلَى فَاَسْأَلُوا إِلِي الْوَسِيلَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তখন আমার জন্য “অসীলা” চাও।” বলা হলো, হে রাসূল ﷺ অসীলা কি? বলা হলো বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান, যা এক ব্যক্তি অর্জন করবে, আমি আশা করছি যে, আমিই সে ব্যক্তি হব।

(মুসনাদে আহমদ : ৭৫৯৮)

দু'আ : সালেহীনদের দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুযিগকুলুবুনা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিল্লাদুনাকা রাহমাতান ইল্লাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই যখন হেদায়েত দান করেছ, তখন আমাদের মনে তুমি কোনো প্রকার বক্রতা ও জটিলতা সৃষ্টি কর না। তোমার মেহেরবানির ভাণ্ডার থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান কর। কারণ, প্রকৃত দাতা তুমিই। (৩-আলে ইমরান : ৮)



## ৩১ জানুয়ারি

কুরআন : আল কুরআনের জননী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.  
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

১. আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।
২. সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।
৩. যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু।
৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।
৫. আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।
৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয় যাদের প্রতি আগনার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

(১-আল ফাতেহা : আয়াত-১-৭)

হাদীস : ঈমানের সর্বোত্তম ও ক্ষুদ্রতম যা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الظَّرِينِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ

فِي الْإِيمَانِ. بَابُ

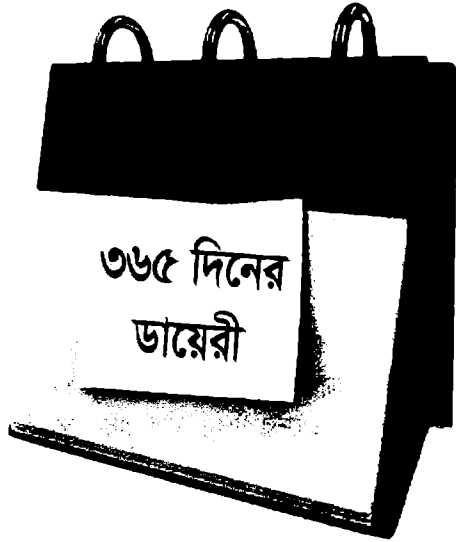
অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা প্রশাখা রয়েছে: তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং ক্ষুদ্রতম বা ছোটটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা বা হায়া ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (সহীহ বুখারী : ৯)

দু'আ : রোগ মুক্তির দু'আ {আইউব (আ)-এর বিপদের সময় পঠিত দু'আ}

إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : আন্বী মাস্‌সানিইয়ায্ যুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : (হে আমার প্রভু!) আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২১- আল আশিয়া : আয়াত-৮৩)



## ২. ফেব্রুয়ারি



০১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : হাশরের ময়দানে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না ।

وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .

অর্থ : তোমরা ভয় কর সেই দিনের যেদিন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবে না, আর পাপীগণ কোনো দিক দিয়েই কিছুমাত্র সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না । (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৩)

হাদীস : নামাযের মধ্যে থুথু ফেলতে হলে যেন বাম দিকে ফেলা হয়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَأَنَسًا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিভৃতে কথা বলে । কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাম দিকে অথবা (বাম) পায়ের নীচে ফেলে । (বুখারী হাদীস : ৪১৩)

দু'আ : জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দোয়া

اللَّهُمَّ أَجْزِنِي مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান না-রি

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও ।

(আহমাদ, নাসাই, ইবনে হিব্বান, ডানক্বীহ শরহে মিশকাত ২/৯৩)



০২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মানব সৃজিত আদম ও হাওয়া থেকে

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ  
الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থ : হে মানবজাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট দাবি করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রহরীরূপে আছেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১)

হাদীস : সূনাত নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন- তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না।

(বুখারী হাদীস : ৪৩২)

দু'আ : হালাল উপার্জন করার দু'আ

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা আম্মাং সিওয়াক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হতে মুখাপেক্ষীহীন করুন।

(রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।) (তিরমিযী : ৩৫৬৩)



০৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহকে ভয় করলে গুনাহ মাফ করে দেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

অর্থ : যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভালো ও মন্দের মধ্যে) পার্থক্য করার যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই মহান। (৮-আল আনফাল : আয়াত-২৯)

হাদীস : মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

অর্থ : আবু কাতাদাহ সালামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (বুখারী হাদীস : ৪৪৪)

দু'আ : নেক সন্তান ও আয় রোযগারে বরকত লাভের দু'আ

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطْلُ عُمُرَهُ وَاغْفِرْ لَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْتَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকছির মা-লাহ ওয়াওয়াদাহ ওয়া আত্বিল উমরাহ ওয়াগফির লাহু ওয়াবা-রিক লাহু ফীমা-রাজকুতাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তার অর্থ, সন্তান ও বয়স বেশি করে দিন। আর তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে আপনি যে রুযী দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

(সিলসিলা ছহীহাহ হাদীস : ২৭৯২-৯৩)



## ০৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً .

অর্থ : তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। তাদেরকেও আমিই রিয়ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩১-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩১)

হাদীস : যেটি উত্তম আমল

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرَدْتُهُ لَرَادَنِي .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী صلى الله عليه وسلم কে জিজ্ঞেস করলাম কোনো 'আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনো 'আমল? তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত হওয়া। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনো 'আমল? তিনি বললেন, আল্লাহ পথে লড়াই করা। তিনি বলেন, এতটুকু তিনি আমাকে বলেছেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি আমাকে আরো বলতেন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : সালাতের সময়সমূহ, অধ্যায় ৫, হাদীস ৫২৭)

দু'আ : শত্রু এবং শক্তির ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُورِهِمْ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুমা ইন্না- নাজ'আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিং সুরুরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে করলাম, তুমিই তাদের দমন কর। আর তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

(আবু দাউদ, মিশকাত, পৃ: ২১৫, সনদ ছহীহ)





০৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সবচেয়ে উত্তম পাথেয় আল্লাহর ভয় করা

فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ.

অর্থ : সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানরা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৭)

হাদীস : প্রয়োজনে সালাতে নিজের ঘাড়ে কোনো ছোট বাচ্চাকে তুলে নেয়া

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَّامَةَ بِنْتُ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

অর্থ : আবু কাতাদাহ্ আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবী'আহ ইবনে 'আবদ শামস (রহ.)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ رضي الله عنها-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন। (বুখারী হাদীস : ৫১৬)

দু'আ : বাচ্চাদের জন্য পরিত্রাণ চাওয়ার দু'আ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِئَةٍ.

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্ব-নিও ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ : প্রত্যেক শয়তান হতে আল্লাহর পূর্ণ কালেমা দ্বারা তোমাদের দু'জনের জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে। (বুখারী হাদীস : ৩৩৭১; মিশকাত, হাদীস : ১৫৩৫)



০৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : নিজেকে নির্দোষ মনে করো না ।

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى .

অর্থ : তোমরা আত্মপ্রসংশা করো না, আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন মুস্তাকী কে ।

(৫৩-নাজম : আয়াত-৩২)

হাদীস : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقَى مِنْ دَرْنِهِ قَالُوا لَا يُبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَسِيسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না । আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন- এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ । এর মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন ।

(বুখারী হাদীস : ৫২৮)

দু’আ : বিভিন্ন রোগে ঝাড়-ফুঁকের দু’আ

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِأَذْنِ رَبِّنَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বাদিনা লিউশফা সাক্বীমুনা বি ইয়নি রাবিবনা ।

অর্থ : আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে

মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে আমাদের রবের নির্দেশে ।

(বুখারী, মিশকাত, হাদীস : ১৫৩১, পৃ: ১৩৪)



০৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধর

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

অর্থ : আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের ওপর আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে স্মরণ কর। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা তো ছিলে এক আগুনের গর্তে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৩)

হাদীস : প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা

وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِ يُرَى.

অর্থ : জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ বলে নালিশ করছিল, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তা। (বুখারী হাদীস : ৫৩৭)

দু'আ : যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দুয়া

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

উচ্চারণ : ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহির-জিউন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুস্বীবাতি ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা।

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর নিকটেই আমাদের প্রত্যাভর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিদান দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দাও। (সিলসিলা, মিশকাত, হাদীস : ১৬১৮, পৃ: ১৪০)



০৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সংকাজে আহ্বানকারী একটি দল থাকতে হবে

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সং কাজের আদেশ দেবে আর অসং কাজে বাধা দেবে, তারাই হলো সফলকাম । (৩-আলে-ইমরান : আয়াত-১০৪)

হাদীস : সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে আসর সালাত এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্তে ফযরের সালাত আদায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে 'আসরের সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয় । আর যদি সূর্য উদিত হবার পূর্বে ফযর সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয় । (বুখারী হাদীস :৫৫৬)

দু'আ : লাইলাতুল কদরের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তহিব্বুল আফ ওয়া ফা'ফু 'আন্নী ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস । অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর । (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস :১৯৯০)



০৯ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে আকড়ে ধরলে হেদায়াত সুনিশ্চিত

وَمَنْ يَتَّصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

অর্থ : যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করবে, মূলত তাদের জন্যই রয়েছে সিরাতুল মুসতাকীম বা সহজ পথের দিশা। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০১)

হাদীস : ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো অপছন্দনীয়

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

অর্থ : আবু বারযা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৬৮)

দু'আ : কবর যিয়ারতের দু'আ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْأَحْقُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمْ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ : আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না-ইনশা-আল্লাহ্ বিকুম লালা-হিকূনা, নাসআলুল্লাহা লানা-ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।

অর্থ : হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।।

(মুসলিম, মিশকাত, হাদীস : ১৭৬৪, পৃঃ ১৫৪)



### ১০ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ মুজাহিদদের ভালবাসেন

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاكَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে সংগ্রাম করে। (৬১-আস সফ : আয়াত-৪)

হাদীস : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়া

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيَصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয়। (বুখারী হাদীস : ৫৮৫)

দু'আ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْشًا مُغِيثًا مَرِيْعًا غَيْرَ ضَارٍّ غَيْرَ أَجْلٍ.

উচ্চারণ : আল-হুম্মাসক্বিনা- গাইছাম মুগীশান মারীআন নাফি'আন গাইরা দাররিন আজিলান গায়রা আ-জিল।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দাও, যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়।

(আবু দাউদ, মিশকাত, হাদীস : ১৫০৭, পৃ: ১৩২.)



## ১১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর দ্বীনকে যারা আকড়ে ধরবে তারা রহমতে প্রবিশ্ত হবে

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. وَ  
يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا.

অর্থ : যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭৫)

হাদীস : সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত সালাত নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى  
تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফযরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত। (বুখারী হাদীস : ৫৮৮)

দু'আ : তাকওয়া ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَاقَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ইন্না নাসআলুকাল হুদা ওয়া তাক্বা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত), তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মার প্রাচুর্যতা প্রার্থনা করি। (তিরমিযী : ৩৪৮৯)



## ১২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য ওহী নাজিল

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থ : আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি। (৬-আনআম : আয়াত-১৯)

হাদীস : সালাতের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِدِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثَوُّيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا الْمَالُ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَذْكُرُ مِمَّنْ صَلَّى.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইক্বামাত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা মনে রাখতে পারে না।

(বুখারী হাদীস : ৬০৮)

দু'আ : ময়লুমদের দু'আ

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ.

উচ্চারণ : লা ছয়রা ইন্না ইলা রাবিবনা মুনক্বালিবুন।

অর্থ : মরণের পরোয়া আমাদের নেই। আমাদের তো মালিকের কাছে ফিরে যেতেই হবে। (২৬-আশ শোয়ারা : ৫০)





১৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আসমান ও জমিনের সবই আল্লাহর

أَفَعَزَّ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ  
إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

অর্থ : তারা কি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ছেড়ে অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করে চলছে। আর পরিণামে সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-৮৩)

হাদীস : ফযর এবং মাগরিবের আগে দুই রাকাত সালাত সুন্নাহ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا  
عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'রাক'আত সালাত আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তাহলো ফযরের সালাতের পূর্বের দু'রাক'আত ও 'আসরের পরের দু'রাক'আত।

(বুখারী হাদীস : ৫৯২)

দু'আ : আল্লাহর হেদায়াত ও সরল পথে চলার জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْ لِي الْإِسْلَامَ إِنَّكَ الْهُدَى وَالسَّادِدَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাহদিনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুম্মাহ ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াসসাদাদা।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সরল সঠিক পথে চলার জন্য তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই। (মুসলিম, হাদীস নং-২২৭৫)



## ১৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

অর্থ : অতএব নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমার অভিভাবক আর তিনি কত সুন্দরই না অভিভাবক ও সাহায্যকারী। (২২-আন হাজ্জ : আয়াত-৭৮)

হাদীস : মুআয্বিনের আযানের জবাব দেয়া

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَبِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা আযান শুনে পাও তখন মুআয্বিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে। (বুখারী হাদীস : ৬১১)

দু'আ : বিভিন্ন ক্ষতি থেকে আশ্রয়ের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মাল।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার ক্ষতি থেকে এবং তার ক্ষতি থেকে যে কাজ আমি করি নি।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৬)



১৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : সব নবীকে দ্বীন কায়েমের নির্দেশ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ  
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহ (আ.)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আমরা আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতিও নির্দেশ দিয়েছিলাম তা এই যে, এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। (৪২-শূরা : আয়াত-১৩)

হাদীস : ফযরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ التَّدَايِ  
وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফযরের আযান ও ইক্বামাতের মাঝে দু'রাক'আত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন। (বুখারী হাদীস : ৬১৯)

দু'আ : আনুগত্যের ওপর টিকে থাকার দু'আ

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব, সাররিফ কুলূবানা 'আলাত্ব'আতিক

অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরগুলো তোমার আনুগত্যের ওপর ফিরিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৪)



১৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহ, রাসূল ও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ : হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৫৯)

হাদীস : প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে সালাত রয়েছে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آدَائِينَ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুযানী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন- প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে সালাত রয়েছে।

(বুখারী হাদীস : ৬২৪)

দু'আ : বিপদ আপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়াআফিনী ওয়ারজুকুনী

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর, (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দাও, জীবিকা দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৭)



## ১৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দাও

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

অর্থ : হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌছে দাও। আর যদি এরূপ না কর, তাহলে তুমি আল্লাহর একটি পয়গাম পৌছালে না; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৬৭)

হাদীস : জামাআত ধরার জন্য ধীরস্থিরভাবে আসা, না দৌড়ানো

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَبِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتُوا .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা ইক্বামাত শুনেতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।

(বুখারী হাদীস : ৬৩৬)

দু'আ : হেদায়াতে ওপর অবিচল থাকার দু'আ

يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .

উচ্চারণ : ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলা দ্বীনকা।

অর্থ : হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার আত্মাকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির করে দাও। (আহমদ, হাদীস নং-১২১৩১)



## ১৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর রাহে জিহাদ করা মুক্তির কারণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ : হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের মালসম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (৬১-আস সফ : আয়াত-১০-১১)

হাদীস : জামা'আতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ  
الْفَذْرِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী হাদীস : ৬৪৫)

দু'আ : অসৎ চরিত্র ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন মুন্কারাতিল অখলাকি ওয়াল আমলাকি ওয়াল আহওয়ী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অসৎ চরিত্র, খারাপ আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (জিরমিখী, হাদীস নং-৩৫৯১)



১৯ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর রাস্তাই একমাত্র রাস্তা

وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

অর্থ : এটাই আমার সহজ পথ । সুতরাং এ পথ ধরেই চল । অন্য পথে যাবে না । তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । (৬-আল আনআম : আয়াত-১৫৩)

হাদীস : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না হলে ভয়ংকর মুসিবত

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ : হুজাইফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! তোমরা হয়তো সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে নয়তো আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে খুব শিঘ্রীই আযাব প্রেরণ করবেন যা (ক্ষমার জন্য) তোমরা তাঁকে ডাকলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেয়া হবে না । (তিরমিযী : ২১৬৯)

দু'আ : শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হতে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনূনি ওয়ালজুয়ামি ওয়া মিন সাইয়্যিল আসক্বাম

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বৃদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি থেকে ।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫৪)



২০ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মুমিনের গুণাবলি

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা নামায কয়েম করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরামশালী ও মহাবিজ্ঞ।

(৯-আত-তাওবা : আয়াত-৭১)

হাদীস : খাবার উপস্থিত হওয়ায় পর যদি সালাতের ইকামাত হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ  
فَابْدءُوا بِالْعِشَاءِ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও। (বুখারী হাদীস : ৬৭১)

দু'আ : শবে কদরের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)





## ২১ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : যারা আমার পথে চেষ্টা করে আমি তাকে পথ দেখাব

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ .

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।

(২৯-আন-কাবুত : আয়াত-৬৯)

হাদীস : জামাতে সালাতের সময় ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো গুনাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন। (বুখারী হাদীস : ৬৯১)

দু'আ : ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকআ ইলমান নানফি'আ, ওয়া রিয়ক্বান ত্বাইয়িবা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালা

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কল্যাণকর জ্ঞানের ও পবিত্র রিজিকের এবং এমন আমল যে আমল গৃহীত হয়। (আহমদ, হাদীস নং-২৭০৫৬)



২২ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গকারী সফল ব্যক্তি

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ .

অর্থ : অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুত আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল । (২-আল বাকারা : আয়াত-২০৭)

হাদীস : সবচেয়ে বড় পাপ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَنْتَبَهُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِيًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الرُّؤْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِزُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

অর্থ : আবু বাকরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দেব না? এ কথাটি তিন বার বললেন । সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া । রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন । তারপর তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে সাবধান থাক । এ কথা তিনি (নবী ﷺ) বার বার বলতে থাকেন । আমরা তখন বলতে থাকি, আফসোস! তিনি যদি চুপ করতেন (তাহলে আমাদের জন্যে মঙ্গল হতো) ।

(বুখারী, পর্ব ৫২ : সাক্ষাদান, অধ: ১০, হাদীস ২৬৫৪; মুসলিম, পর্ব ১ : ঈমান, অধ: ৩৭, হাদীস ৮৬)

দু'আ : স্থায়ী ঠিকানার সং প্রতিবেশীর জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জারিস সূয়ি ফী দারিল মাঙ্কামাতি ফাইন্না জারাল বাদিয়াতি ইয়াতাহাওয়াল্লা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসং প্রতিবেশী থেকে । কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয় । (নাসাঈ, ৭৯৩৯)



২৩ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করতে হবে

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى - وَ لَسَوْفَ يَرْضَى .

২০. সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে ।

২১. অবশ্যই তিনি [তার ওপর] সন্তুষ্ট হবেন । (৯২-লাইল : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : জামাতে সালাতে ইমামের ভুল-ত্রুটির দায় দায়িত্ব তার নিজের

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلكُمْ  
وَأِنْ أَخْطَأُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তারা তোমাদের ইমামাত করে । যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার সওয়াব তোমরা পাবে । আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য সওয়াব আছে, আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) ওপরই বর্তাবে ।

(বুখারী হাদীস : ৬৯৪)

দু'আ : ঋণ থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ العَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন গালাবাতিল দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাতাতিল আ'দা ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রাধান্য বিস্তার থেকে এবং আমার বিপদে শত্রুদের খোঁজ করা হতে ।

(নাসাদি, হাদীস নং-৫৪৭৫)



২৪ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : মুমিনদের সাধি যারা তাওবাকারী

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থ : তবে তাদের মধ্য হতে যারা তাওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে নিবে এ ধরণের লোক মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (৪-নিসা : আয়াত-১৪৬)

হাদীস : একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘায়িত করতে পারে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপে করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

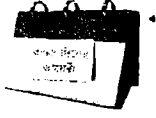
(বুখারী হাদীস : ৭০৩)

দু'আ : অনাগত বিপদ থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتََالَ مِنْ تَحْتِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি'আজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী]

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নির্দেশ থেকে আগত বিপদ তথা ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৫২৯)



২৫ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا .

অর্থ : ঐ দিন (হাশরের দিন) সুপারিশ কারও উপকারে আসবে না, কিন্তু এমন ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন ।

(২০ ত্ব-হা : আয়াত-১০৯)

হাদীস : শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْبَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدٍ أَمِهِ مِنْ بُكَائِهِ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি । কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি । কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্ভিন্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি । (বুখারী হাদীস : ৭০৯)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী ।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর । অতএব, আমাকে ক্ষমা কর । (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)



২৬ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : যথাযথভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ : আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (২২-আল হজ্জ : আয়াত-৭৮)

হাদীস : জামাতে কাতার সোজা করা তা না হলে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে

عَنِ الثَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (বুখারী হাদীস : ৭১৭)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)



২৭ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ  
صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ .

অর্থ : তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন । (৯-আত তাওবা : আয়াত-১৪)

হাদীস : কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ  
ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزُقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে-বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন- তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নিও । কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই । আনাস رضي الله عنه বলেন আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম । (বুখারী হাদীস : ৭২৫)

দু'আ : দুর্ভিক্ষ থেকে আশ্রয় চাওয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ  
فَإِنَّهَا بئسَتِ الْبَطَانَةُ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালজুয়ু ফাইন্নাহ্ বি'সাল যজীয়, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল খিইয়ানাতি ফাইন্নাহ্ বি'সাতিল বিত্বানাহ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ থেকে । কেননা, তা কী-না নিকৃষ্ট নিত্যসঙ্গী । তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না নিকৃষ্ট সাথি ।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৭)



২৮ ফেব্রুয়ারি

কুরআন : আখিরাত না মানলে দুনিয়া চাকচিক্যময় হবে

إِنَّ الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ .

অর্থ : প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানে না তাদের জন্য আমি তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি। এই কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (২৭-আন নামল : আয়াত-৪)

হাদীস : তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' হতে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো (রাফেইয়দাহীন করা)

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا .

অর্থ : আবু ক্বিলাবা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি মালিক ইবনে হুওয়াইরিস رضي الله عنه-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم এরূপ করেছেন।

(বুখারী হাদীস : ৭৩৭)

দু'আ : অপমান ও দারিদ্রতা থেকে আশ্রয়ের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাকুরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়াল ডিল্লাতি ওয়াল অউযুবিকা মিন অন অযলম অউ অযলম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৪)





৩. মার্চ



০১ মার্চ

কুরআন : হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .

অর্থ : হুকুম ও শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই। তার নির্দেশ এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা চলবে না। এটাই হচ্ছে মযবুত জীবন বিধান। (১২-ইউসুফ : আয়াত- ৪০)

হাদীস : আত্মহত্যার পরিণাম

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَكَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَنْبَغُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৭০. সাবিত ইবনে যাহ্বাক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নিচে (বাইয়াতে রিদওয়ান) বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের ওপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের মানত আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। আর কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিনের ওপর অভিশাপ দিলে, তা হত্যা করারই শামিল বলে গণ্য হবে। আর কোনো মুমিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪৪, হাদীস ৬০৪৭)

দু'আ : বিপদে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

উচ্চারণ : সুবহানালাজি খলাক্বাল আজওয়াযা কুল্লাহা মিম্মা তুমবিতুল আরদু ওয়ামিন আনফুসিহিম ওয়ামিম্মা লা ইয়া'লামুন।

অর্থ : পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (৩৬-ইয়াসীন : ৩৬)



০২ মার্চ

কুরআন : বিনয়ীদের পুরস্কার

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ  
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

অর্থ : পরকালের ঘরতো আমি সেই সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুস্তাকী লোকদের জন্যই। (২৮-আল কাসাস : আয়াত-৮৩)

হাদীস : আমলে সালেহের পুরস্কার ১০ থেকে ৭০ গুণ পর্যন্ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ  
حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا  
تُكْتَبُ لَهُ بِسِئْلِهَا .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমলে সালেহ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লিপিবদ্ধ করা হয়। আর সে যে পাপ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৪২)

দু'আ : পূর্ববর্তী ঈমানদারদের জন্য দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا  
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

উচ্চারণ : রাক্বানাগফিরলনা ওয়ালিইখওয়ানিনাল্লাজিনা সাবাকুনা বিল ইমানি ওয়াল্লা  
তায়আল ফি ক্বলূবিনা গিল্লা লিল্লাজিনা আমানু রাক্বানা ইন্নাকা রউফুর রহিম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইকে মাফ করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়। (৫৯-হাশর : ১০)



০৩ মার্চ

কুরআন : পরকালে জীবনই আসল জীবন

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَوَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو  
كَأَنَّا يَعْلَمُونَ .

অর্থ : আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, একথা যদি উহারা জানত। (২৯-আল আনকারূত : আয়াত-৬৪)

হাদীস : ফযর ও মাগরিবে দু'আ কুনূত পড়া

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

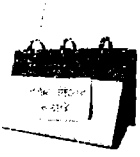
অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে] কুনূত ফযর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হতো। (বুখারী হাদীস : ৭৯৮)

দু'আ : নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ  
مِنَ الْخَسِرِينَ .

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি আউযুবিকা আন আসআলাকা মা লাইসালী বিহী ইলমুন ওয়াইল্লা তাগফিরলী ওতারহামানী আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১১-হুদ : ৪৭)



০৪ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর রাহে সংগ্রাম বিরাট প্রতিফল লাভের কারণ

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থ : আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (৪-আন নিসা : আয়াত-৭৪)

হাদীস : রুকু থেকে উঠে এবং দুই সাজদার মাঝে যথেষ্ট সময় দেয়া

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودَهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

অর্থ : বারাতা سُجُودًا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রুকু' ও সাজদা এবং তিনি যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হতো। (বুখারী হাদীস : ৮০১)

দু'আ : জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

উচ্চারণ : রাবিহাবলী হুকমাও ওয়াআলহিক্বনী বিসস্বলিহীন ওয়াযআললি লিসানা সিদকিন ফিল আখিরীনা ওয়াযআলনি মিন ওয়ারাহ্বাতি জান্নাতিন নাঈম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখ শান্তিময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(২৬-শুআরা : ৮৩-৮৫)



০৫ মার্চ

কুরআন : নির্ধাতিত অসহায় নারী পুরুষের পক্ষে জিহাদ কর

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ : তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল- অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চীৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের থেকে আমাদের বের করে নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর, এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৭৫)

হাদীস : কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা খেয়ে সালাতে না আসা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হতে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে। (বুখারী হাদীস : ৮৫৪)

দু'আ : মহান আল্লাহর মহাত্ম ঘোষণা

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি রাব্বিল আরশি আম্মা ইয়াসিফুন।

অর্থ : ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র মহান আল্লাহ। (৪৩-যুখরুফ : ৮২)



০৬ মার্চ

কুরআন : যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে । (৪-নিসা: ৭৬)

হাদীস : সাহাবা কর্তৃক রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْخُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نَقَاتِلِكَ فَقَالَ لِعَلِيِّ أُمِّهِ فَقَالَ عَلِيُّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالِحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبَانِ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

অর্থ : 'বারা' ইবনে আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) হৃদয়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সঙ্গে) সন্ধি করার সময় আলী رضي الله عنه উভয় পক্ষের মাঝে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন । তিনি চুক্তিপত্রে লিখলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' লিখবে না । আপনি রাসূল হলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না । তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও' । আলী رضي الله عنه বললেন, 'আমি তা মুছব না ।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী- সাথিরা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুবান جُلْبَانِ السِّلَاحِ ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না । তারা জিজ্ঞেস করল, 'মানে কী? তিনি বললেন, جُلْبَانِ السِّلَاحِ 'জুলুবান' মানে ভিতরে তরবারিসহ খাপ । (সহীহ বুখারী, পর্ব ৯৪)

দু'আ : ইউনুস (আঃ)-এর দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনা জায়ালিমিন ।

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী ।

(২১-আম্বিয়া : ৮৭)



মার্চ ০৭

কুরআন : জিহাদ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ .

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯০)

হাদীস : নবীদের প্রতি অত্যাচারের ধরণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا  
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَذَمُّهُ وَهُوَ يَسْحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ  
اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী صلى الله عليه وسلم-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬০ : নারীগণের (আ) হাদীসসমূহ, অধ্যায় ৫৪, হাদীস ৩৪৭৭)

দু'আ : আল্লাহই যথেষ্ট

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থ : অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই। আমি তার ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আরশের অধিপতি। (৯-তওবা : ১২৯)





০৮ মার্চ

কুরআন : জান্নাতে যেতে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছ যে তোমরা এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল।

(৩-আলে ইমরান আয়াত-১৪২)

হাদীস : উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে সালাত কসর করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْضُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) একদা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে সালাত কসর করেন। সেহেতু আমরাও উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ সালাত আদায় করি। (বুখারী হাদীস : ১০৮০)

দু'আ : আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভের জন্য দু'আ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন।

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭-আ'রাফ : আয়াত-২৩)



০৯ মার্চ

কুরআন : যুদ্ধ (জিহাদের) জন্য উৎসাহ দাও

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبَرُوا  
يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

অর্থ : হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে  
কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শত জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং  
তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে।  
কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-৬৫)

হাদীস : সাহাবাদের আনুগত্যের স্বরূপ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ - نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا  
مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ - اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا  
عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক  
যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : “আমরাই তারা যারা মুহাম্মদের হাতে বায়আত  
গ্রহণ করেছি, জিহাদ করার ওপর- যতক্ষণ আমরা বেঁচে থাকব।” আল্লাহর  
রাসূল ﷺ-এর উত্তর দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত  
সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১১০, হাদীস ২৯৬১)

দু'আ : ফিৎনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য দুয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়াইলাইকা আনাবনা  
ওয়াইলাইকাল মাসির।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তো তোমারই ওপর ভরসা করেছি,  
তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফিরে যাব। (৬০-মুমতাহিনা : ৪)



১০ মার্চ

কুরআন : ঈমানদার হিজরতকারী ও প্রাণ উৎসর্গকারী পরম্পর বন্ধু

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

অর্থ : যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও সম্পদ খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরম্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। (৮-আল আনফাল : আয়াত-৭২)

হাদীস : উহদের যুদ্ধে রাসূলের (সা) আহত হন

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحٌ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَسْرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَهَشِيَّتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَى يُمُسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْرَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ.

অর্থ : সাহল রূপকল্প থেকে বর্ণিত। তাকে উহদের দিনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমণ্ডল আহত হলো এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরঞ্জাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা রূপকল্প রক্ত ধুচ্ছিলেন আর আলী রূপকল্প পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্ত পড়া ক্রমেই বাড়ছে, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

(বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৮৫, হাদীস ২৯১১)

দু'আ : আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু'আ

رَبَّنَا أَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়ানতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে মাফ কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৪০-যূ'নিন : ১০৯)



১১ মার্চ

কুরআন : রাত জেগে তিলাওয়াত করা

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ.

অর্থ : তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও জাগে। (৭৩-আল মুযাম্মিল : আয়াত-২০)

হাদীস : তাহাজ্জুদ ও বিতর সালাত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের সালাতের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন- দু' দু' রাক'আত করে। আর ফযর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাক'আত মিলিয়ে বিতর করে নিবে। (বুখারী হাদীস : ১১৩৭)

দু'আ : রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর আনুগত্যের ওপর অটল থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবান্না রাসূলা ফাকতুবনানা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩-আল ইমরান : ৫৩)



১২ মার্চ

কুরআন : সব কাজে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلخَوَارِجِينَ  
مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الخَوَارِجُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ .

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন করে ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিল : কে আছ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ জবাবে বলেছিল- আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী [আনসারুল্লাহ]। (৬১-আস সফ : আয়াত-১৪)

হাদীস : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা এবং সালাতুদ দুহা আদায় করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٍ  
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةٍ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وَتْرٍ .

অর্থ : আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলিল ও বন্ধু (নবী صلى الله عليه وسلم) আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হল)

১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম,

২. সালাতুয-যুহা এবং

৩. বিতর (সালাত) আদায় করে শয়ন করা। (বুখারী হাদীস : ১১৭৮)

দু'আ : মান্যকারীদের সাথে থাকতে দু'আ

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (৫-মায়িদা : ৮৩)



১৩ মার্চ

কুরআন : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

অর্থ : এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা ভালো কাজের হুকুম দিয়ে থাক, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (৩-আলে-ইমরান : আয়াত-১১০)

হাদীস : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী হাদীস : ১২২০)

দু'আ : ঈমানদারদের কথা

الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا أُمَّتًا فَأَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লাজিনা ইয়াকুলুনা রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।

অর্থ : হে আমাদের পালনর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (৩-আলে ইমরান : ১৬)



১৪ মার্চ

কুরআন : অন্যান্য ও অশ্লীল কাজ প্রকাশ করলে আল্লাহ অপছন্দ করেন

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.

অর্থ : মন্দ কথা প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৪৮)

হাদীস : নামাযে ভুল হলে সাহ সাজদা দেয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদা করে। (বুখারী হাদীস : ১২৩২)

দু'আ : নূর পরিপূর্ণ করতে দু'আ

رَبَّنَا أَنْتِمْ لَنَا نُورٌ نَاوَرُنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

(৬৬-আত-তাহরীম : ৮)



১৫ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর স্মরণে মন প্রশান্তি লাভ করে

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

অর্থ : জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই [দীন প্রতিষ্ঠার কাজের মাধ্যমেই] আত্মার প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ হয়ে থাকে। (১৩-রাদ : আয়াত-২৮)

হাদীস : শিরক করা অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী হাদীস : ১২৩৮)

দু'আ : ফিতনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رُبَّنَا رَبَّنَا.

উচ্চারণ : রাব্বানা লাভায়আলনা ফিতনাতাল লিল্লাজিনা কাফারু ওয়াগফির লানা রাব্বানা

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র কর, না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর।

(৬০-মুমতাহিনা : ৫)





১৬ মার্চ

কুরআন : ইবাদতকারি মনই প্রশান্ত মন

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّاتِي.

অর্থ : হে নিশ্চিন্ত মন, আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমন অবস্থায় যেন তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে शामिल হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

(৮৯-আল ফজর : আয়াত-২৭-৩০)

হাদীস : শোকে গাল চাপড়ানো নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন- যারা শোকে গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।

(বুখারী হাদীস : ১২৯৭)

দু'আ : জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়ন থেকে আশ্রয় চাওয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তাযআলনা ফিতনাতাল্লিল কওমিল জালেমীন ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে হেফাজত কর। (১০-ইউনুস : ৮৫-৮৬)



১৭ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর পথে জিহাদ সব কিছু থেকে প্রিয় হতে হবে

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

অর্থ : বলুন, তোমাদের পিতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি (জমি-জমা) যা তোমরা পছন্দ কর – (এসব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত করেন না। (৯-আত-তাওবা : আয়াত-২৪)

হাদীস : মুসিবতের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ التَّوَلَّى.

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। (বুখারী হাদীস : ১৩০২)

দু'আ : দুশমনের ওপর বিজয় ও কাফেরদের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকার দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলানা জুনুবানা ওয়াইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়াসারিফিনা আকুদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি আমাদেরকে মাফ কর। আর আমাদের মজবুত রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদের সাহায্য কর। (৩-আলে ইমরান : ১৪৭)



১৮ মার্চ

কুরআন : চার শ্রেণির লোক ছাড়া সবাই ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

১. কালের শপথ ।

২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ।

৩. সেই লোকদের ছাড়া, ক. যারা ঈমান আনে ও খ. নেক আমল করে এবং গ. একজন অপরজনকে হক উপদেশ দেয় ও ঘ. ধৈর্যধারণের উৎসাহ দেয় ।

(১০৩-আল আসর, আয়াত : ১-৩)

হাদীস : খাটিয়ায় থাকাকালীন মৃত ব্যক্তির উক্তি আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَضَعَتِ الْجِنَازَةَ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانَ لَصَعِقَ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন- যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে পুণ্যবান হলে তখন বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে দাও । আর পুণ্যবান না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসোস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছে? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায় । মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্যই অজ্ঞান হয়ে যেত । (বুখারী হাদীস : ১৩১৬)

দু'আ : আসহাবে কাহফের দু'আ (সত্য পথের সন্ধানের জন্য দু'আ)

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাও ওয়াহায়্যি লানা মিন আমরিনা রশাদা ।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর । (১৮-কাহাফ : আয়াত-১০)



১৯ মার্চ

কুরআন : ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাও

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ .

অর্থ : অশান্তি দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে অত্যাচারীদের ওপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৩)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর উৎসাহব্যঞ্জক কথা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أكتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْمُرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .

অর্থ : সাহল রূপান্তর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের ক্ষেত্র করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : আনসারগণের মর্যাদা, অধ্যায় ৯, হাদীস ৩৭৯৭)

দু'আ : নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

উচ্চারণ : রাব্বনা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়াজুরিয়্যাতিনা কুররাতা আ'য়ুনিও ওয়ায আল আলানা লিলমুত্তাকিনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে তাকওয়াবানদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (২৫-ফুরকান : আয়াত-৭৪)



২০ মার্চ

কুরআন : আল্লাহর সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাও

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ عَلَيْنَا

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত । (২-আল বাকারা : আয়াত-২৪৪)

হাদীস : মৃতদের গালি দেয়া নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

অর্থ : আয়েশা <sup>রানি</sup> হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> বলেছেন- তোমরা মৃতদের গালি দিও না । কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌছে গেছে ।

(বুখারী হাদীস : ১৩৯৩)

দু'আ : জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

رَبَّنَا اضْرِبْنَا عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

উচ্চারণ : রাব্বানাস রিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা ইন্না আজাবাহা কানা গরামান ইন্নাহা সাআত মুসতকররাও ওমুকামা ।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট । (২৫-ফুরকান : আয়াত-৬৫-৬৬)



২১ মার্চ

কুরআন : ইহুদীদের স্বরূপ

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .

অর্থ : এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্যে তারা কখনই তা (মৃত্যু) কামনা করবে না; এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন । (২-আল বাকারা : আয়াত-৯৫)

হাদীস : মৃত ব্যক্তিকে সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدَكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থানস্থল উপস্থাপন করা হয় । যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয় । আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি ।

(সহীহ মুসলিম হাদীস : ৭৩৯০)

দু'আ : দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির জন্য দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার ।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতের কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর ।

(২- আল বাকারা : ২০১)



২২ মার্চ

কুরআন : শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসীদের দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠা করা হবে  
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ  
 اللَّهُ الظَّالِمِينَ . وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ .

অর্থ : যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে  
 আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে  
 রাখবেন । আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন । (১৪-ইবরাহীম : আয়াত-২৭)

হাদীস : কবরের আযাব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها تَقُولُ قَامَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ  
 الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً .

অর্থ : উরওয়া ইবনে যুবাইর رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত । তিনি আসমা বিনত আবু বকর  
رضي الله عنها -কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ (একবার) দাঁড়িয়ে খুৎবাহ  
 দিচ্ছিলেন তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার  
 বর্ণনা দিলে মুসলিমগণ ভয়ান্ত চিৎকার করতে লাগলেন । (বুখারী হাদীস : ১৩৭৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ

سَبِّغْنَا وَأَطْعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

উচ্চারণ : সামিনা ওয়াআত্ব'না গুফরনাকা রাব্বনা ওয়াইলাইকাল মাস্হির ।

অর্থ : আমরা শবণ করেছি এবং পালন করিছ । আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের  
 প্রতিপালক । আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট । (২-আল বাকারা : আয়াত-২৮৫)



২৩ মার্চ

কুরআন : যারা হিজরত এবং জিহাদ করে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. أَعْظَمُ  
 دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

অর্থ : আল্লাহর নিকট তো সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা যারা তার পথে  
 নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে, নিজেদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে জিহাদ করছে,  
 তারাই সফলকাম । (৯-আত তাওবা : আয়াত-২০)

হাদীস : সম্পদ জমা করে রাখলে, আল্লাহ তা আটকে রাখবেন

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ  
 عَلَيْكَ أَرْضَيْتِ مَا اسْتَطَعْتِ.

অর্থ : আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি এক সময় নবী (সা)-  
 এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন : তুমি সম্পদ জমা করে রেখো  
 না, একরূপ করলে আল্লাহ তোমার হতে তা আটকে রাখবেন । কাজেই  
 সাধ্যানুসারে দান করতে থাক । (বুখারী হাদীস : ১৪৩৪)

দু'আ : হেদায়াতের পর বক্রতা না আসতে দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
 الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুযিগকুলুবুনা বা'দা ইজ হাদাইতিনা ওয়াহাব লানা  
 মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব ।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের  
 অন্তরকে সত্য লজ্জনে প্রবৃত্ত কর না । কেননা, তাহলে আমাদের আর কোনো  
 ভরসা স্থল-ই থাকবে না । আর তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ  
 প্রদান কর । নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা । (৩-আলে-ইমরান : ৮)





২৪-মার্চ

কুরআন : জ্ঞান-মালের বিনিময়ে জান্নাত

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ব্যক্তিদের নিকট হতে তাদের জ্ঞান ও মাল খরিদ করেছেন তার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

(৯-তাওবা, আয়াত : আয়াত-১১১)

হাদীস : স্ত্রীদের ব্যাপারে উপদেশ দান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقْبَمَتْهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নারীরা হচ্ছে পঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। কাজেই যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৭ : বিবাহ, অধ্যায় ৭৯, হাদীস ৫১৮৪)

দু'আ : হিসাবের দিন ক্ষমা প্রাপ্তির প্রার্থনা

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

উচ্চারণ : রাক্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৪১)



২৫ মার্চ

কুরআন : প্রত্যাশিত বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

অর্থ : তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলিকে যদি তোমরা আল্লাহর জন্য ব্যয় না কর তাহলে তোমরা প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই লাভ করতে পারবে না ।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-৯২)

হাদীস : হালাল উপার্জন থেকে সদকা প্রদান করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي بِي أَحَدِكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন । এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায় ।

(বুখারী হাদীস : ১৪১০)

দু'আ : দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায জোয়ালিমীন ।

অর্থ : তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত । (২১-আম্বিয়া : ৮৭)



২৬ মার্চ

কুরআন : আত্মসমালোচনা নিজের জন্য উপকারী

إِقْرَأْ كِتَابَكَ . كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

অর্থ : আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য [তুমি] নিজেই যথেষ্ট। (১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৪)

হাদীস : দানের উপকারিতা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوقًا قَالَ أَظُولُكُمْ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَدْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سُودَةً أَظُولَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدَ أَنَّمَا كَانَتْ ظُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ .

অর্থ : আয়েশা রَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত। কোনো নবী সহধর্মিনী নবী ﷺ-কে বললেন- আমাদের মধ্য হতে সবার পূর্বে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির মাধ্যমে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে লম্বা বলে প্রমাণিত হলো। পরে [সবার আগে যায়নাব রَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-এর মৃত্যু হলে] আমরা বুঝলাম হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানশীলতা। তিনি [যায়নাব রَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] আমাদের মধ্যে সবার আগে রাসূল ﷺ-এর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন। (বুখারী হাদীস : ১৪২০)

দু'আ : নিজে ও স্বীয় বংশধর সর্বদা নামাজ আদায়ে তৎপর থাকার দুয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ .

উচ্চারণ : রাব্বিয় আলনী মুক্বিমাস স্বলাতী ওয়ামিন জুররিয়াতী রাব্বানা ওয়াতাক্ব্বালনা দু'আ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করুন। (১৪-ইবরাহীম : ৪০)



২৭ মার্চ

কুরআন : প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম দেখানো হবে

وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.

অর্থ : এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (৩৯-যুমার : আয়াত-৭০)

হাদীস : যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সদকাহ দেয়া পছন্দ করে

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَسْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلْفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبَيِّتَهُ فَقَسَيْتُهُ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে হারিস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বেগ হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন- ঘরে সদকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বন্টন করে দিয়ে এলাম। (বুখারী হাদীস : ১৪৩০)

দু'আ : নিজ জুলুমের ক্ষমা চাওয়া

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নি জলামতু নাফসী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে মাফ কর। (২৮-আল-কাসাস : ১৬)



২৮ মার্চ

কুরআন : দুনিয়াতে আনন্দে থাকা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحُورَ.

১০. এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদভাগে দেয়া হবে,

১১. ফলত অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে

১২. এবং জ্বলন্ত জাহান্নামে সে প্রবিষ্ট হবে।

১৩. সে তার স্বজনদের মধ্যে তো আনন্দে ছিল।

১৪. যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না।

(৮৪-ইনশিকাক : আয়াত-১০-১৪)

হাদীস : হজ্জের তালবিয়া

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَتَبَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتَبَيْتِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া নিম্নরূপ : (অর্থ) আমি উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিআমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো শরীক নেই।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৫ : হজ্জ, অধ্যায় ২৬, হাদীস ১৫৪৯ ; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হজ্জ, অধ্যায় ৩. হাদীস ১১৮৩)

দু'আ : স্বীয় দায়িত্ব সহজে আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُهُ قَوْلِي.

উচ্চারণ : রাবিবশ রহলী ছদরী ওয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানী ইয়াফকাহু কওলী

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২০-ভূহা : ২৫-২৮)



২৯ মার্চ

কুরআন : আব্রাহাম বিধান না মানলে অন্যরা ছালাভিষিক্ত হবে

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا.

অর্থ : আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (৭৬-দাহর : আয়াত-২৮)

হাদীস : মায়ের সাথে সদাচরণ কর

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَتْ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

অর্থ : আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফতোওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সঙ্গে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করো।

(বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর কযীলত এবং এর জন্য উদ্ভূত করা, অধ্যায় ২৯: হাদীস ২৬২০)

দু'আ : নেক ও সৎ সন্তানের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

উচ্চারণ : রাবিব হাবলী মিল্লাদুনকা জুররিয়াতান তুইয়িবাতান ইল্লাকা ছামিউদ দোয়াই।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩-আলে-ইমরান : ৩৮)



৩০ মার্চ

কুরআন : মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ কর না

فَسْتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيْتِكُمُ الْمُفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَلَا تَطْعِ الْمُكَذِبِينَ.

৫. শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে।

৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭. তোমার রব তো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

৮. সূতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কর না। (৬৮-স্বালাম : আয়াত-৫-৮)

হাদীস : অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা

عَنِ الشَّعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ مَعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ كُتِبَ إِلَى بِشْرٍ سَبَعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

অর্থ : শাবী (রহ.) হতে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শুবাহ (রহ.)-এর কাতিব (একান্ত সচিব) বলেছেন, মু'আবিয়া رضي الله عنه মুগীরা ইবনে শুবাহ رضي الله عنه-এর কাছে লিখে পাঠানাম যে, নবী صلى الله عليه وسلم-এর কাছ হতে আপনি যা শুনেছেন তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তাঁর কাছে লিখলেন, আমি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন-

১. অনর্থক কথাবার্তা,

২. সম্পদ নষ্ট করা এবং

৩. অত্যধিক প্রশ্ন করা। (বুখারী হাদীস : ১৪৭৭)

দু'আ : নেক সন্তান পেতে দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বি লাতাজারনি ফারদাও ওআনতা খাইরুল ওয়ারিসীন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (২১-আশিয়া : ৮৯)



৩১ মার্চ

কুরআন : যার অনুসরণ করা যাবে না

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَا فِي مَهِينٍ. هَذَا مَشَاءُ بَنِيئِمِ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.  
عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.

১০. এবং অনুসরণ কর না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাজ্জিত ।

১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় ।

১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ ।

১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদপূরি কুখ্যাত । (৬৮-ক্বালাম : আয়াত-১০-১৩)

হাদীস : দান করার সফলতা ও কৃপণতার ব্যর্থতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ  
يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ  
مُسِيئًا تَلْفًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন- প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন । তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন । (বুখারী হাদীস : ১৪৪২)

দু'আ : নেককার সন্তানের জন্য দু'আ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

উচ্চারণ : রাবি হাবলী মিনাস সোয়ালিহীন ।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নেক সন্তান দান কর ।

(৩৭-আস-সাকফাত : ১০০)





## ৪. এপ্রিল



০১ এপ্রিল

কুরআন : যাকাত না দেয়ার করণ পরিণাম

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

অর্থ : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং সেটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও । (৯-তওবা : আয়াত-৩৪)

হাদীস : মৃত্যুর পর সম্পদশালীর শাস্তি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ  
مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ  
بِلَهْزِمِيَّةٍ يَعْغِي شِدْقِيئِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا { لَا يَحْسَبَنَّ  
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ { الْآيَةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাখা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গালায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে । সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল । অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করেন, “আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে; বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে । অচিরেই কিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে ।” (বুখারী হাদীস : ১৪০৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়ানতা খাইরুর রহিমীন ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু । (২৩-আল মুমিনুন : ১১৮)



০২ এপ্রিল

কুরআন : ইসলামের সকল বিধান পালন করতে হবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

(২-আল বাকারা : ২০৮)

হাদীস : সওম পালনকারীর জন্য জান্নাত

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَأِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

অর্থ : সাহল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (বুখারী হাদীস : ১৮৯৬)

দু'আ : জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

উচ্চারণ : রাব্বি যিদনী ইলমা।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (২০-ত্বহা : আয়াত-১১৪)



০৩ এপ্রিল

কুরআন : সকল কাজ কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই কর

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ : তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩০-রুম : ৩০)

হাদীস : রমযানে শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করা হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। (বুখারী হাদীস : ১৮৯৯)

দু'আ : সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বিনসুরনী আলাল কওমীল ফাসিকীন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (২৯-আল-আনকাবূত : ৩০)



০৪ এপ্রিল

কুরআন : রোযা ফরজ করা হয়েছে মুত্তাকী হওয়ার জন্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল- যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৩)

হাদীস : জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَزُبَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন- আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে য়ায়েদ জান্নাতী, ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ জান্নাতী। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। (মুসলিম, তিরমিযী ও মিশকাত হাদীস-৫৮৫৮, ৫৮৫৯)

দু'আ : শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চেয়ে দু'আ

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

উচ্চারণ : রাব্বি আউযুবিকা মিন হামায়াতিশ শায়তানি ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আইয়াহদুরুন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (২৩-আল-মুমিনুন : ৯৭-৯৮)



০৫ এপ্রিল

কুরআন : কদরের রাত হাজার রাত থেকেও উত্তম

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

১. আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে ।
২. শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?
৩. শবে-কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
৪. এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় তবে পালনকর্তার নির্দেশক্রমে ।
৫. এটা নিরাপত্তা যা, ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।

(৯৭-কদর : আয়াত-১-৫)

হাদীস : লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে রাত জেগে ইবাদত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে । আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে ।

(বুখারী হাদীস : ১৯০১)

দু'আ : স্থিতিশীল রাষ্ট্রের জন্য দু'আ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا .

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখানে নির্গমন অশুভ ও অসন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি । (১৭-বনি ইসরাঈল : ৮০)



০৬ এপ্রিল

কুরআন : সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর প্রতি আহ্বান

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

অর্থ : আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিম । (৪১-হা-মীম আস সাজদাহ : আয়াত-৩৩)

হাদীস : যে ব্যক্তি সওম পালনের সময় মিথ্যা বলা পরিত্যাগ না করে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই । (বুখারী হাদীস : ১৯০৩)

দু'আ : কল্যাণকর জায়গায় নিতে দু'আ

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ .

উচ্চারণ : ওয়াকুর রাবিব আনযিলনী মুনযালাম মুবারকাও ওয়া আনতা খাইরুল মুনযিলীন

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী । (২৩-আল-মুমিনুন : ২৯)



০৭ এপ্রিল

কুরআন : কুরআন রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ  
الْقُرْآنِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ : রমযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে ।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৫)

হাদীস : রমযানে কাউকে গালি দিলে সে বলবে, 'আমি তো রোযাদার'

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ أَدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ  
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَإِخْلُوفُ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য । তাই আমি এর প্রতিদান দেব । সিয়াম ঢাল স্বরূপ । তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে । যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার । যাঁর কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি । (বুখারী হাদীস : ১৯০৪)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমাতানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর ।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন । আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে । (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)





০৮ এপ্রিল

কুরআন : জেনে বুঝে আল্লাহর প্রতি আহ্বান

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ : তুমি এদের বলে দাও। আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার সাথেই। আল্লাহ তাআলা মহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(১২-ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

হাদীস : অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের ব্যাপারে ভয় করে, তার জন্য সওম

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

অর্থ : আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -এর সাথে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেন যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। (বুখারী হাদীস : ১৯০৫)

দু'আ : সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিলাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

অর্থ : আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে। (তিরমিযী : ১৮৭)



০৯ এপ্রিল

কুরআন : ধর্মীয় কাজে মতবিরোধ না করা

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ  
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

অর্থ : তোমরা ধীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দূর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে ধীনের দিকে পরিচালিত করেন। (৪২-সূরা : আয়াত-১৩)

হাদীস : রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সওম আরম্ভ না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ  
يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيُصِمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন তোমরা কেউ রমযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে হতে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে। (বুখারী হাদীস : ১৯১৪)

দু'আ : ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পুত-পবিত্র, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। (সুনানে তিরমিযী : ৩৪৩৩)



১০ এপ্রিল

কুরআন : রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُمُوا لِلرَّبِّ فَاذْكُرُوا. وَرَبِّكَ فَكَبِّرُوا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُوا. وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُوا.  
وَلَا تَمْسُنْ نَسْتَكْثِيرًا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُوا.

১. হে বন্ধাচ্ছাদিত!

২. উঠ, আর সাবধান কর ও

৩. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্বের ঘোষণা কর।

৪. তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,

৫. অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো,

৬. অধিক লাভের আশায় দান (ইহুসান) করো না।

৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।

(৭৪-মুন্সাসির : আয়াত-১-৭)

হাদীস : রোযাদার ভুলবশত কিছু খেলে বা পান করে ফেললে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ  
فَاتِّبَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন- সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পূরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী হাদীস : ১৯৩৩)

দু'আ : জুলুমবাজ ও শক্তির ব্যক্তি থেকে পরিত্রাণের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

উচ্চারণ : আল্লাহ্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার দায়িত্বে তাদেরকে সমর্পণ করলাম এবং তাদের অনিষ্ট আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। (আবু দাউদ : ১৫৩৯)



১১ এপ্রিল

কুরআন : রবের ইবাদত কর

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : হে মানুষ তোমরা সেই রবের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও যাতে করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১)

হাদীস : সফরে সওম পালন করা বা না করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ

অর্থ : নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা হতে বর্ণিত। হামযাহ ইবনে আমর আসলামী رضي الله عنه অধিক সওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমি সফরেও কি সওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন- ইচ্ছা করলে তুমি সওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার।

(বুখারী হাদীস : ১৮৪১)

দু'আ : বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে মুক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল যুজামি ওয়াসায়িয়িল আসকুমি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে শ্বেত রোগ বা ধবল রোগ, উন্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও সকল প্রকার খারাপ ব্যাধি থেকে।

(মুসতাদরেকেল হাকেম : ১৯৪৪)



১২ এপ্রিল

কুরআন : আল্লাহর দিকে হিকমত সহকারে ডাক

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

(১৬-আন নাহল : আয়াত-১২৫)

হাদীস : সওমের কাযা রেখে যিনি মারা যান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ  
 وَوَلِيَّتُهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিলাল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে। (বুখারী হাদীস : ১৯৫২)

দু'আ : জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিন্নারি ওয়াআজাবিন্নারি ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাকুরি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের পরীক্ষা ও আযাব থেকে এবং সম্পদের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের অনিষ্টকারিতা থেকে।

(আবু দাউদ : ১৫৪৫)



১৩ এপ্রিল

কুরআন : দুনিয়ায় খিলাফত পাওয়ার শর্ত

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَ لِيَكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ  
لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّتًا ۗ

অর্থ : আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। (২৪-আন নূর : আয়াত-৫৫)

হাদীস : শুধু জুমু'আর দিনে খাস করে সওম পালন করা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমুআর দিনে সওম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সওম পালন করা যায়)। (বুখারী হাদীস : ১৯৮৫)

দু'আ : রোগ থেকে বাঁচতে দু'আ

رَبِّ أَنْتَ مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : রাবিব আন্নি মাসসানি ইয়াদদুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার রব! নিশ্চয় রোগ আমাকে আক্রমণ করেছে, আর আপনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু; অতএব আপনি দয়া করে আমাকে সুস্থ করে দিন।

(২১-আল আন্বিয়া : ৮৩)



১৪ এপ্রিল

কুরআন : কুরআন একটা উপদেশ

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অর্থ : এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৬-দাহর : আয়াত-২৯-৩০)

হাদীস : রমযানের শেষ দশকে অধিক আমল করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

(বুখারী হাদীস : ২০২৪)

দু'আ : কোনো বৈঠক হতে উঠার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা আসতাগফি'রুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অর্থ : আপনি পুতঃপবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করছি, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)



১৫ এপ্রিল

কুরআন : দ্বীনের ব্যাপারে জ্বরদস্তি নেই

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ  
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ  
عَلِيمٌ.

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জ্বরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়  
ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার  
করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো  
যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

(২-আল বাকার : আয়াত-২৫৬)

হাদীস : যে ব্যক্তি কোথেকে সম্পদ কামাই করল, তার পরোয়া করে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا  
أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক  
যুগ আসবে, মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন  
করল, হালাল হতে না হারাম হতে। (বুখারী হাদীস : ২০৫৯)

দু'আ : জালেম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

رَبِّ أَنْتَ مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ.

উচ্চারণ : রাব্বি আন্না মাগলুবুন ফানতাসির।

অর্থ : হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তো অক্ষম বা অপারগ হয়ে গেছি, তাই  
আপনি এদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (৫৪-কামার : আয়াত-১০)





১৬ এপ্রিল

কুরআন : দায়ীকে ভালবাসাপূর্ণ ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে

فَمَبَارِحَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنْت لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

অর্থ : অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কৰ্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার সংস্পর্শ থেকে চলে যেত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

হাদীস : ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও কোমলতা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى .

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। (বুখারী হাদীস : ২০৭৬)

দু'আ : দুই সাজদার মাঝখানের দোয়া।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদি ওয়াজবুরনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকুনী ওয়ারফানী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার ওপর রহম কর, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।

(আবু দাউদ-৮৫০; তিরমিযী-২৮৪; ইবনে মাজাহ)



১৭ এপ্রিল

কুরআন : দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য ও তুচ্ছ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقَلْتُمْ إِلَى  
الْأَرْضِ ۗ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي  
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় –  
বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে  
থাক); তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের ওপর পরিতুষ্ট  
হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায়  
কিছুই নয়, অতি সামান্য । (৯-আত তাওবা : আয়াত-৩৮)

হাদীস : দোষ-ক্রটি লুকিয়ে রাখায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে যায়

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا  
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

অর্থ : হাকীম ইবনে হিয়াম رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যতক্ষণ  
বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে । যদি তারা সত্য  
বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর  
যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের  
বরকত চলে যাবে । (বুখারী হাদীস : ২০৮২)

দু'আ : সুন্দর ইবাদতের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহ্মা-আইন্বী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহসনি ইবা-দাতিকা

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার  
ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা দান কর ।  
(আবু দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৫৩; শাইখ আলবানী আবু দাউদের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন আবু  
দাউদ হাদীস নং ১৫২২)



১৮ এপ্রিল

কুরআন : দ্বীন পূর্ণরূপে না মানলে এক জাতির স্থলে অন্য জাতি পাঠাবেন

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ : যদি তোমরা বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৯-তাওবা : আয়াত-৩৯)

হাদীস : নগদ নগদ ব্যতিত মালের পরিবর্তে মাল বিক্রয় করা সুদ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

অর্থ : ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, হাতে হাতে (নগদ নগদ) ছাড়া গমের বদলে গম বিক্রি করা সুদ, নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব বিক্রয় সুদ, নগদ নগদ ব্যতীত খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সুদ।

(বুখারী হাদীস : ২১৭০)

দু'আ : ফরজ সালাতের পর পঠিত দু'আ

اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْاِكْرَامِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হা আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকার সালা তাবারাকতা ইয়া যালযালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ : আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি শাস্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়! (মুসলিম ইস. সে. হা. ১২২২, ১২০৩)



১৯ এপ্রিল

কুরআন : রাত্তির ৪টি মৌলিক কাজ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنْتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

অর্থ : আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা

১. সালাত কায়েম করবে,
২. যাকাত দিবে
৩. এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও
৪. অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।

সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে। (২২-আল হাঙ্ক : আয়াত-৪১)

হাদীস : গাছে ফল রেখে পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করা নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۖ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ  
صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزُوهُ قَيْلٌ وَمَا يَزُوهُ قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন)। জিজ্ঞেস করা হলো, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। (বুখারী হাদীস : ২১৯৭)

দু'আ : চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্ষের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ  
مَنْيَتِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'ই ওয়া শাররি বাছরী ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের, আমার জিহ্বার, আমার মনের ও আমার বীর্ষের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাই। (সুনানে নাসায়ী : ৫৪৫৯)



২০ এপ্রিল

কুরআন : যা উত্তম তাই বলো

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.

অর্থ : আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয় আর সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ।

(১৭-বানী ইসরাঈল : আয়াত-৫৩)

হাদীস : মদের ব্যবসা হারাম

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ أُخْرِهَا حَرَجَ النَّبِيُّ  
ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ.

অর্থ : আয়েশা রাযিলাল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন সূরা আল বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে । (বুখারী হাদীস : ২২২৬)

দু'আ : আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহলুল মুলকু ওয়া লাহলুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান । (মুসলিম ইস, সে. হা. ১২৪০)



২১ এপ্রিল

কুরআন : ঈমানের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

অর্থ : মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?

(২৯-আনকাবুত : আয়াত-২)

হাদীস : নিকটবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَلِي آتِيهِمَا أَهْدِي قَالَ إِيَّيْهِمَا مِنْكَ بَابًا.

অর্থ : আয়েশা <sup>رضي الله عنها</sup> হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশি কাছে।

(বুখারী হাদীস : ২২৫৯)

দু'আ : ফজরের নামাযের পর দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা আসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়াল্লা ফিস সামায়ী ওয়াল্হায়াস সামী'উল আলীম।

অর্থ: আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যার নামে গুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশোতা, সর্বজ্ঞাত। (আবু দাউদ : ৫০৯০)



২২ এপ্রিল

কুরআন : ঈমানদারগণ হবে বাছাইকৃত

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ.

অর্থ: আর আল্লাহকে তো যাচাই করে দেখতেই হবে, কে ঈমানদার, আর কে মুনাফিক। (২৯-আনকাবুত : আয়াত-১১)

হাদীস : মজদুরকে পারিশ্রমিক না দেয়ার পাপ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের প্রথম এক ব্যক্তি হলো, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো, যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে।

আর তৃতীয় ব্যক্তি হলো, যে কোনো লোককে মজদুর নিয়োগ করল এবং তার হতে কাজ পুরোপুরি আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।

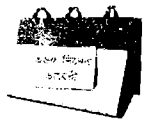
(বুখারী হাদীস : ২২৭০)

দু'আ : ফজরের সালাতের পর পঠিত দু'আ

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লাহি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ: আমি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবীরূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে)। (আবু দাউদ : ১৫৩১)



২৩ এপ্রিল

কুরআন : এমনিতে জান্নাতে যাওয়া যাবে না

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ.

অর্থ : তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৪)

হাদীস : মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা উচিত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاكِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম صلى الله عليه وسلم বলেছেন- : মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তুমি দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমার কল্যাণ হবে।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৯৪৮)

দু'আ : নিজেকে সব সময় আল্লাহর হেফাজতে থাকার দু'আ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكُنْ لِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظَرْفَةً عَيْنٍ.

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীসু আসলিহনী শা'নী কুল্লাহ ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন।

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার বিনীত নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না। (হাকেম-১/৫৪৫, তারগীব-তারহীব-১/২৭)





২৪ এপ্রিল

কুরআন : প্রতিটি কাজের জন্যই হিসাব নেয়া হবে

وَلْتَسْأَلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ : তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯৩)

হাদীস : ঋণ পরিশোধ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ بِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا يَسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شِئْتُ أَنْ أُرْصِدَهُ لِلدَّيْنِ.

অর্থ আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তিনদিন অতিবাহিত হবার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থেকে যাক তা আমি ভাল মনে করতাম না। তবে যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তা ব্যতীত। (বুখারী হাদীস : ২৩৮৯)

দু'আ : খাওয়ার পর দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْأَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ مُؤْوَى.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বু'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা আওয়ানা ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু মুওয়ীয়া।

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করিয়েছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্তি করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই। (মুসলিম-৪/২০৮৫)



২৫ এপ্রিল

কুরআন : আল্লাহ সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই লিপিবদ্ধ আছে। (১১-হুদ-আয়াত : আয়াত-৬)

হাদীস : ঋণ থেকে আশ্রয় চাওয়া

عَنْ عَائِشَةَ ٱلرَّبِيعِيَّةِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ  
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ .

অর্থ : আয়েশা রাবিতুল ক্বায়ম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে এই বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ এবং ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। একজন প্রশ্নকারী বলল, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি ঋণ হতে এত বেশি বেশি পানাহ চান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে। (বুখারী হাদীস : ২৩৯৭)

দু'আ : বিপদের সময় পড়তে হয়

اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُوا فَلَا تَكُنِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا أَنْتَ .

উচ্চারণ : আল্লাহুমা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন ওয়া আসলিহলী শানী কুল্লাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের প্রত্যাশা করি আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (সহীহ আবু দাউদ-৩/৯৫৯; মিশকাত তাহকীক আলবান হা. ২৪৭)



২৬ এপ্রিল

কুরআন : মানুষ সুখে থাকলে আল্লাহকে স্মরণ করে

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ .

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে- আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন ।

১৬. এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিয়ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে- আমার রব আমাকে হীন করেছেন । না, কখনওই নয় ।

(৮৯-ফাজর : আয়াত-১৫-১৬)

হাদীস : পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَّقَا ضَاهُ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল । সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও । হাকদারের (কড়া) কথা বলার অধিকার আছে । (বুখারী হাদীস : ২৪০১)

দু'আ : অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে পরিত্রাণের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাকুরি ওয়াল কিল্লাতি ওয়াযযিল্লাতি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব ও স্বল্পতা এবং অপমান হতে আশ্রয় চাই । আরও আশ্রয় চাই অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে ।

(আবু দাউদ : ১০৪৬)



২৭ এপ্রিল

কুরআন : একের বোঝা অন্যে বহন করবে না

أَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.

৩৮. কোনো বোঝা বহনকারী অন্য লোকের [পাপের] বোঝা বহন করবে না ।

৩৯. মানুষের জন্য তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে ।

৪০. তার চেষ্টা প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে । (৫৩-নাজম : আয়াত-৩৮-৪০)

হাদীস : ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া যাবে না

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হতো । তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না । অতঃপর সে অনুরূপ কথাই বলত । (বুখারী হাদীস : ২৪১৪)

দু'আ : চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্যের অপকারিতা হতে পরিত্রাণের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসা-নী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের, আমার চোখের, আমার জিহ্বার, আমার মনের ও বীর্যের হতে আশ্রয় চাই । (আবু দাউদ : ১৫৫৩)



২৮ এপ্রিল

কুরআন : যা করবে তাই পাবে

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

অর্থ : মানুষ নিজের কাজ অনুযায়ী (উভয়কালেই) তার অংশ লাভ করবে; বস্ত্ত হিসেব সম্পাদন করতে আল্লাহর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না ।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২০২)

হাদীস : যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাতে আদায় করে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَنُقَامَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত আদায় করার আদেশ করব । সালাতে দাঁড়ানোর পর যে সম্প্রদায় সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই ।

(বুখারী হাদীস : ২৪২০)

দু'আ : দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُرَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলী ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালিল উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুইয়া ওয়া আযাবিল ক্বাবরি ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই । কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট থেকে মুক্তি চাই । দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাই । (সহীহ বুখারী : ৬৩৭০)



২৯ এপ্রিল

কুরআন : মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ.

অর্থ : মৃত্যু, সেতো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে ধরবে, তোমরা যত মজবুত দালানের মধ্যেই থাক না কেন । (৪-আন নিসা : আ-৭৮)

হাদীস : এক মুসলিম অপর মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই । সে তার উপর যুলম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না । যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন । যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন । (বুখারী হাদীস : ২৪৪২)

দু'আ : ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দু'আ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমা তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবাদিহী ওয়া মিন হামাঝাতিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইয়াহদুরুন ।

অর্থ : আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে । (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ২৩৬৩)



৩০ এপ্রিল

কুরআন : প্রত্যেকের কর্মের রেকর্ড হচ্ছে

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ .

১০. অবশ্যই রয়েছে তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ ।

১১. সম্মানিত লেখকবর্গ [কিরামান- কাতেবিন] ।

১২. তারা অবগত হয় যা তোমরা কর । (৮২-ইনফিতার : ১০-১২)

হাদীস : কারো জমির অংশ যুলম করে নিয়ে নেয়া গুনাহ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ .

অর্থ : সাঈদ ইবনে যায়েদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ যুলম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে ।

(বুখারী হাদীস : আয়াত-২৪৫২)

দু'আ : সকাল সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْحَبْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيُ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

উচ্চারণ : আল্লাহুমা বিকা আশ্বহাবনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়ানামুতু ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি, আবার তোমার সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হই । তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি, তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন ।

(সুনানে তিরমিযী : ৩৩৯১)



৫. মে





০১ মে

কুরআন : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রহম করেন

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

অর্থ : তিনি যাকে চান তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন এবং যালিমদের জন্য তিনি কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৭৬-আদ দাহর: আয়াত-৩১)

হাদীস : ঝগড়াটে ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَكْذَرُ الْخَصْمُ .

অর্থ : আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে। (বুখারী হাদীস : ২৪৫৭)

দু'আ : নিদ্রাবস্থায় ভালো বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে যা পড়বে

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ .

উচ্চারণ : আউযু বিকালিমাতিলাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহী ওয়া ইক্বাবিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়া মিন হামঝাতিশ শায়াত্বিনি ওয়া আই ইয়াহদুরুন।

অর্থ : আমি আল্লাহর পূর্ণবাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ ও শাস্তি হতে তাঁর বান্দার অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের খটকা হতে আর সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে।

(ছহীহ আবু দাউদ হাদীস : ৩৮৯৩, তিরমিযী, মিশকাত, ২১৭ পৃ., হাদীস : ২৪৭৭, সনদ হাসান)



০২ মে

কুরআন : মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ. ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى.

৩৪. তোমার দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ!

৩৫. অতঃপর আবার তোমার দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ!। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫-কিয়ামাহ: আয়াত-৩৪-৩৬)

হাদীস : কোনো ব্যাভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যাভিচার করে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, কোনো ব্যাভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যাভিচার করে না এবং কোনো মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোনো চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোনো লুটতরাজকারী মু'মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

(বুখারী হাদীস : ২৪৭৫)

দু'আ : শয্যা ত্যাগের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা-ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : ঐ আল্লাহর প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (বুখারী, মিশকাত, ২০৮ পৃঃ)



০৩ মে

কুরআন : আল্লাহ সব কিছু জানেন

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِدَاتِ الصُّدُورِ.

অর্থ : আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর আর তিনি অন্তর্যামী ।

(৬৪-তাগাবুন: আয়াত-৪)

হাদীস : কোনো জিনিস বন্ধক রাখা

عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعَهُ.

অর্থ : আয়েশা রহিমাতুল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ জৈনক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন । (বুখারী হাদীস : ২৫০৯)

দু'আ : কাপড় পরিধানের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাক্বাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা-কুওয়াহ ।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন । (আবু দাউদ, মিশকাত, ৩৩৫ পৃ, মিশকাত হাদীস : ৪৩৪৩ পোশাক অধ্যায়,)



০৪ মে

কুরআন : বিভিন্ন জিনিস দ্বারা ঈমানদারের পরীক্ষা

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ  
الثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .

অর্থ : এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের  
অভাবের দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং ঐ সব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর ।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৫)

হাদীস : কাজের লোককে সাথে নিয়ে আহার করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا آتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ  
يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَتَوَلَّهُ لِقَمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكَلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ عِلَاجُهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো  
খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত । তাকে  
সাথে না বসালেও দু' এক লোকমা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেয়া উচিত ।  
কেননা, সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে । (বুখারী হাদীস : ২৫৫৭)

দু'আ : নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ  
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

উচ্চারণ : আল্লাহুমা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা খাইরাহু  
ওয়া খাইরা মাস্বুনি'আ লাহ্, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শ:ররি মা-  
স্বুনি'আ লাহ্ ।

অর্থ: হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি আমাকে এ পোশাক পরিধান  
করিয়েছ । আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে  
এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং তার অনিষ্ট হতে  
পরিত্রাণ চাচ্ছি । আর যে অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে, সে অনিষ্ট  
হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি । (আবু দাউদ, মিশকাত ৩৭৫ পৃ)



০৫ মে

কুরআন : মুমিনদের অকল্যাণে কাফিররা খুশী হয়

إِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةً تَنْسُوهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۗ وَإِنْ تَصُدُّوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

অর্থ : যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে – নিশ্চয় আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী ।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১২০)

হাদীস : কেউ যেন কারো উপহার তুচ্ছ মনে না করে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِبِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسُنُ شَاةٍ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশির হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশ্‌তযুক্ত হাড় হলেও ।

(বুখারী হাদীস : ২৫৬৬)

দু'আ : বিপদাপদের দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম । লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রাক্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রাক্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাক্বুল আরদি ওয়া রাক্বুল আরশিল কারীম ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, যিনি মহান, যিনি সহনশীল । আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি । আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের মালিক । (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ২৪১৭)



০৬ মে

কুরআন : প্রত্যেককে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ .

অর্থ : সমস্ত জীবই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন গ্রহণ করবে এবং নিশ্চয় উথান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব যে কেউ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলত: তারাই সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৮৫)

হাদীস : দান করে তা আবার ফেরত নেয়া নিকৃষ্ট কাজ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى عُمٌّ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে এরপর তার বমি পুনরায় খায়। (বুখারী হাদীস : ২৫৮৯)

দু'আ : ঝড় তুফান থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফিহা ওয়া খাইরা মা উরসিলতা বিহি ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহাওয়া ওয়া শাররি মাফীহা ওয়া শাররি মা-উরসিলাত বিহি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে ঝড় ও বাতাসের কল্যাণ চাই, যে কল্যাণ তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট তার অনিষ্ট হতে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্ট তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তা হতে।

(সহীহ মুসলিম : ২১২২)



০৭ মে

কুরআন : অভিশপ্ত ব্যক্তির কোনো সাহায্যকারী নেই

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا.

অর্থ : এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৫২)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর রাত্রি অতিবাহিত করার রুটিন

عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَبَّحَ الصَّارِحَ.

অর্থ : মাসরুক রুটিন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রুটিন-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোনো আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন, নিয়মিত 'আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

(বুখারী, পর্ব ১৯ : তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ৭, হাদীস ১১৩২)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলান্নাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহি।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎকাজ করার। (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০; সহীহ আবু দাউদ হা: ৫০৫৯)



০৮ মে

কুরআন : জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের পরীক্ষা

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ.

অর্থ : আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৩১)

হাদীস : স্ত্রী লোকের সাক্ষ্যদান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَضْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَىٰ قَالَ فذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه সূত্রে নবী صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিতরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই।

(বুখারী হাদীস : ২৬৫৮)

দু'আ : পিতা মাতার জন্য দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا.

উচ্চারণ : রাব্বির হামছমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা।

অর্থ: হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি তুমি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (১৭-বনী ইসরাঈল-২৪)





০৯ মে

কুরআন : কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী পরীক্ষা করা হবে

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ  
الْكٰذِبِينَ.

অর্থ : আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী ।

(২৯-আনকাবুত : আয়াত ৩)

হাদীস : প্রশংসা অপছন্দনীয়

عَنْ أَبِي مُوسَى ۖ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُظَرِّيه فِي مَدْحِهِ  
فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

অর্থ : আবু মুসা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে ।

(বুখারী হাদীস : ২৬৬৩)

দু'আ : আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দু'আ

رَبَّنَا أَمَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগফির লানা ওয়ার হামনা ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন ।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর । তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

(২৩ : মুমিনূন-১০৯)



১০ মে

কুরআন : আসমান জমিনের মালিকানা আল্লাহর একমাত্র

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থ : অথচ আসমান ও যমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর ।

(৫৭-হাদীদ : আয়াত-১০)

হাদীস : ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত নেই

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِمَرْأَةِ الثَّمَنِ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দমত এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ, স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন ।

(বুখারী হাদীস : ২৭৪৭)

দু'আ : বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মা অভ্লাক্কা বিহী ওয়া ফাদদালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খালাক্কা তাফদীলান ।

অর্থ : আল্লাহর শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন । (তিরমিযী : ৩৪৩২)



১১ মে

কুরআন : আল্লাহই অভাবমুক্ত করেন

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ.

৪৮. তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৪৯. আর তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

৫০. এবং তিনিই প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।

(৫৩-আন-নাযম : আয়াত-৪৮-৫০)

হাদীস : মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা

عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا.

অর্থ : আয়েশা রহিমাহা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে সদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সদকা করব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে সদকা করতে পার।

(বুখারী হাদীস : ২৭৬০)

দু'আ : মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقِّنِي بِالرَّفِيقِي الْأَعْلَىٰ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বুখারী : ৪১৭৬)



১২ মে

কুরআন : অতিরিক্ত যা তাই ব্যয় কর

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; আপনি বলে দিন, এ দুটির মধ্যে বড় গুনাহ রয়েছে। আর মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারী। তবে এ দুটোর অপরাধ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, প্রয়োজন বাদে যা অতিরিক্ত হয় তা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৯)

হাদীস : মৃতের মানত পূর্ণ করা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার ওপর মানত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে তা পূর্ণ কর। (বুখারী হাদীস : ২৭৬১)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি।

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি ও সামর্থ নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎকাজ করার। (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিধী-৫/৪৯০; সহীহ আবু দাউদ হা: ৫০৫৯)



১৩ মে

কুরআন : আসমান জমিনের সবই আল্লাহর

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

অর্থ : আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং সব কিছু আল্লাহর প্রতি সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (৩-আলে ইমরান : ১০৯)

হাদীস : কখনো উলঙ্গ হওয়া যাবে না

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا الْغَائِطُ وَحِينَ يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গম হওয়ার সময় ছাড়া আর কোনো সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে। (তিরমিযী : আয়াত-২৮০০)

দু'আ : গৃহে প্রবেশকালে দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়াবিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া আলা রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর ওপরই আমরা ভরসা করি।

(আবু দাউদ-৪/৩২৫; শাইখ বিন বায তুহফাতুল আখইয়ার কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় এ হাদীসের সানাদকে হাসান বলেছেন।)



১৪ মে

কুরআন : গরীব, মিসকিন ও ফকিরদের পাওনা ও অধিকার দিয়ে দাও

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

অর্থ : নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও, আর মিসকিন ও সম্বলহীন পথিককে তাদের অধিকার। তোমরা অপব্যয় অপচয় করো না।

(১৭- আল ইসরা: ২৬)

হাদীস : পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার জন্য মুজাহিদদের কামনা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِيَأْتِيَ مِنَ الْكِرَامَةِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা, সে শাহাদতের মর্যাদা দেখেছে। (বুখারী হাদীস : আয়াত-২৮১৭)

দু'আ : শত্রুর ওপর দু'আ

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيحَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْ لَهُمَّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারী'উল হিসাবি ইহযিমিল আহযাব। আল্লাহুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, তুরিৎ হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম-৩/১৩৬২)



১৫ মে

কুরআন : যারা যাকাত দেয় না তাদের জন্য কঠিন জাহান্নাম

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ  
جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থ : এবং যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেই দিনের আযাবের কথা জানিয়ে দাও যেদিন সোনা ও রূপা আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পাজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে যে, এটাই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চিত সেই ধন-সম্পদ। তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে এখন তারই স্বাদ গ্রহণ কর। (৯-তওবা : আয়াত-৩৪-৩৫)

হাদীস : কিয়ামত মখন হবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ  
الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

(বুখারী, পর্ব ৯২ : ফিতনা, অধ্যায় ২২, হাদীস ৭১১৫)

দু'আ : পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

عُفِّرَانَكَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَىٰ وَعَافَانِي.

উচ্চারণ : গুফরানা কা আলহামদু-লিল্লাহীলাজী আজহাবা আল্লিল আজা ওয়াফানি।

অর্থ : আমি ক্ষমা চাচ্ছি ঐ আল্লাহর নিকট যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইবনে মাযাহ : ৩০১)



১৬ মে

কুরআন : গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বদা দান খয়রাত করা

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ.

অর্থ : আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সালাত কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সেদিন আসার আগেই যেদিন কোনো কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। (১৪-ইব্রাহীম : আয়াত-৩১)

হাদীস : গ্রহীতার হাতের চেয়ে দাতার হাত উত্তম

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ  
السُّفْلَى

অর্থ : হাকিম ইবনে হিয়াম <sup>পাঠাগার</sup> বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম <sup>পাঠাগার</sup> বলেছেন নিচের হাত হতে উপরের হাত উত্তম (অর্থাৎ নেওয়ার চেয়ে দেওয়া উত্তম)।

(সহীহ বুখারী : হাদীস-১৪২৭)

দু'আ : কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলবে

اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْتِ.

উচ্চারণ : আল্লাহ্মাকফিনীহিম বিমা শিতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

(মুসলিম-৪/২৩০০)





১৭ মে

কুরআন : যাকাতের মাল প্রার্থীদের অধিকার ধনীদের অনুগ্রহ নয়

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي  
أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

১৯. এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক ।

২০. পৃথিবীতে বিশ্বাসীর জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে ।

২১. এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক আর যা কিছু প্রতিশ্রুতি তোমাদের  
দেয়া হয়েছে । (৫১-আয যারিয়াত : আয়াত-১৯-২২)

হাদীস : শহীদ পাঁচ প্রকার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهْدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ  
وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,  
পাঁচ প্রকার মৃত শহীদ :

১. মহামারীতে মৃত,

২. পেটের পীড়ায় মৃত,

৩. পানিতে ডুবে মৃত,

৪. ধ্বংসস্বপ্নে চাপা পড়ে মৃত

৫. এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো । (বুখারী হাদীস : ২৮২৯)

দু'আ : কঠিন বিপদে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا .

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মা লা সাহলা ইল্লা মাজা'আলতা'হ সাহলান ওয়া আনতা  
তাজআলুল হযনা ইয়া শি'তা সাহলান ।

অর্থ : হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করনি,  
যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য করতে পার । (ইবনে হিব্বান-২৪২৭.)



১৮ মে

কুরআন : দান করে খোটা দিলে ঐ দান মূল্যহীন হয়ে যায়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ : যেমন একটি চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লো তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি পরিষ্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (২-বাকারা : আয়াত-২৬৪)

হাদীস : নারীদের জিহাদ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكِنَّ الْحُجَّ.

অর্থ : আয়েশা রাডিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ।' (বুখারী হাদীস : ২৮৭৫)

দু'আ : অভিনন্দনের জবাবে সাশুনা লাভকারী বলবে

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ وَأَجْرَلْ تَوَابِكَ.

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া রাযাক্বাকাল্লা-হু মিসলাহু ওয়া আজযালা সাওয়াবাকা।

অর্থ : আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুন্দর প্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মতো সন্তান দান করুন এবং তোমার সাওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন। (তিরমিযী : ৩৪৩১)



১৯ মে

কুরআন : বিরক্তি সহকারে দান গ্রহণযোগ্য নয়

يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ.

অর্থ : নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে আর দান করে কিন্তু বিরক্তি সহকারে। (৯-আত তাওবা : ৫৪)

হাদীস : নারীগণ কর্তৃক যুদ্ধে আহতদের সেবা ও যত্ন

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ أَبِي النَّيِّبِ ۖ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَىٰ وَنَرُدُّ الْقَتْلَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ.

অর্থ : রুবাইয়ি বিনতে মুআব্বিয় হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী ﷺ-এর সাথে থেকে লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদিনায় পাঠাতাম।

(বুখারী হাদীস : ২৮৮২)

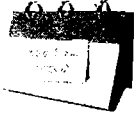
দু'আ : সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন ও তার প্রতি উত্তর

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ, وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرَزَقْتَ بِهِ.

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহ্ লাকা ফিল মাউহুবি লাকা ওয়া শাকারতাল ওয়াহিবা ওয়া বালাগা আশুদাহ্ ওয়া রুযিকতা বিররাহ্।

অর্থ : আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

(হাসান বসরী (র)-এর উক্তি, তুহফাতুল মাওলুদ আল্লামা ইবনে কাইয়ুম প্রণীত পৃষ্ঠা ২০ আল-আওসাত)



২০ মে

কুরআন : খোটাহীন দান মূল্যবান

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোঁটা দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (২-বাকারা : আয়াত-২৬২)

হাদীস : জান্নাত এমন যা কল্পনাতীত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, ‘মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোনো মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, “কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো রয়েছে”। (সূরা সাজদাহ : আয়াত-১৩)

(বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ৮, হাদীস ৩২৪৪)

দু’আ : সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু’আ

أَعِذْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ: উঈয়ু বিকালিমাতিলাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন।

অর্থ : আমি তোমাদের দু’জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৩৩৭১; সহীহ আত-তিরমিযী হা. ২০৬০)



২১ মে

কুরআন : নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিয়ে ব্যয় কর

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজে সাহায্য কর। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে সহযোগিতা করে আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৯৫)

হাদীস : জান্নাতের প্রশস্ততা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّابِعُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ১, হাদীস ৪৮৮১)

দু'আ : বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহ্ লাকা ওয়াবারাকা আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন-যাপনের সামর্থ্য প্রদান করুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী-১০৯১)



২২ মে

কুরআন : কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপর কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। (২ আল বাকারা : আয়াত-২৭২)

হাদীস : আল্লাহর দেয়া সম্পদের ব্যবহার

عَنْ حَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَِّّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : খাওলাহ্ আনসারীয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। (বুখারী হাদীস : ৩১১৮)

দু'আ : বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَجَلًا غَيْرَ أَجَلٍ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাসকিনা গাইসান মুগীসান মারীয়ান মারিয়ান নাফিয়ান গায়রা দাররিন আজিলান গাইরা আজিলিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়। (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ, হাদীস ১১৬৯)



২৩ মে

কুরআন : আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আন

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থ : ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি আর আল্লাহ তাআলা খুব খবর রাখেন যা তোমরা কর । ।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-৮)

হাদীস : ফিরিশতাদের বর্ণনা শয়তান শ্রবণ করে

عَنْ عَائِشَةَ ٱلرَّضِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ ٱلصَّلَوَاتُ عَلَيْهَا وَٱلسَّلَامُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللَّهِ ٱلصَّلَوَاتُ عَلَيْهِ وَٱلسَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ تَنزِلُ فِي ٱلْعَنَآنِ وَهُوَ ٱلسَّحَابُ فَتَذَكُرُ ٱلْأَمْرَ قُضِيَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَسْتَرِيقُ ٱلشَّيَاطِينُ ٱلسَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى ٱلْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِآءَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ ٱنْفُسِهِمْ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم-কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশতামণ্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন । তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শুনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে । অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তারা সেই শুনা কথার সাথে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে । (বুখারী হাদীস : ৩২১০)

দু'আ : বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

ٱللَّهُمَّ حَوَّ ٱلْيَنَابِ وَلَا عَلَيْنَا ٱللَّهُمَّ عَلَى ٱلْأَكَامِرِ وَٱلظَّرَابِ وَبُطُونِ ٱلْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ ٱلشَّجَرِ.

উচ্চারণ : আল্লাহহুমা হাওয়ালাইনা অলা'আলাইনা আল্লাহুমা আলাল-আকামে আযযারাবে ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতে ওয়ামানাবেতিতশ শাজার ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের ওপর নয় । হে আল্লাহ! উচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর । (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৪)



২৪ মে

কুরআন : স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করতে হবে

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُطَيْبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : যারা স্বচ্ছল অবস্থায় ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালবাসেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

হাদীস : জান্নাতের প্রশস্ততা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ  
الرَّاحِبُ الْجَوَادِ الْمُضْمَرِ السَّرِيعِ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

১৮০১. আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া শেষ হবে না। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৫৩)

দু'আ : নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ  
رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبَّكَ اللَّهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুমা আহলিল্লাহ আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানী ওয়াস সলামাতে ওয়াল ইসলামে ওয়াত তাওফিকে লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারদা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু। (তিরমিযী-৫/৫০৪, দারেমী-১/৩৩৬)





২৫ মে

অর্থ : অল্প হউক আর বেশি হউক দান কর

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ : তারা অল্প বা বেশি যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোনো উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে লিখিত হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন।

(৯-তাওবা : আয়াত-১২১)

হাদীস : আল্লাহর পথে দানের বরকত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ أَيْ فَلَانٌ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী صلى الله عليه وسلم-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের পর্যবেক্ষকগণ আহ্বান করতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবু বকর رضي الله عنه বললেন, এমন ব্যক্তি তো সেই যার কোনো ধবংস নেই। তখন নবী صلى الله عليه وسلم বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে। (বুখারী হাদীস : ৩২১৬)

দু'আ : ইফতারের পর দু'আ

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ.

উচ্চারণ : যাহাবায় যামাউ অবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াসাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, রগগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।

(আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯; আবু দাউদ; সনদ হাসান-মিশকাত হাদীস-১৯৯৩)



২৬ মে

কুরআন : দ্বীনের খরচে কৃপণতা কর না

هَاتِعْمُ هُوَآءِ تُدَعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبِنَكْمُ مَن يَبْخَلُ وَ مَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ إِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.

অর্থ : তোমরাতো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন, তারা তোমাদের মত হবে না। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৩৮)

হাদীস : সালাতের অপেক্ষার সময় ফিরিশতাদের দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ.

অর্থ : আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ এ বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়ায় কিংবা তার অযু ভঙ্গ না হয়। (বুখারী হাদীস : ৩২২৯)

দু'আ : পানাহারের দু'আ

اللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আত্বইম্মান আত্বআমানী ওয়াসক্বী মান সাক্বানী

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

(মুসলিম-৩/১৬২৬; সহীহ আহমাদ হাদীস ২,৮০৯)



২৭ মে

কুরআন : বান্দার চাওয়া অনুপাতে আল্লাহ দান করেন

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.

অর্থ : যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (৪২-আশ শূরা : আয়াত-২০)

হাদীস : স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না এমন স্ত্রীকে ফিরিশতাদের লা'নত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, কোনো লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর ওপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফিরিশতাগণ এমন স্ত্রীর ওপর সকাল পর্যন্ত লা'নত দিতে থাকে।

(বুখারী হাদীস : ৩২৩৭)

দু'আ : শোকার্তবছায় দু'আ

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْيُضْطَبِّ  
وَلْيَحْتَسِبْ.

উচ্চারণ : ইন্নালিল্লাহি মাআখাজা ওয়ালাহু মাআতা ওয়াকুলু শাইয়িন ইনদাহ বিআজালিম মুসাম্মা ফালইয়াসতাবী ওয়ালইয়াহতাসিব।

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তারই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশা করা উচিত।

(বুখারী-২/৮০, মুসলিম-২/৬৩৬)



২৮ মে

কুরআন : মাতাপিতা আত্মীয় স্বজন এতিম ও মিসকিনের জন্য দান করা

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَ  
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ.

অর্থ : (হে রাসূল) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি খরচ করব? বলে) দিন, যে মালই তোমরা খরচ কর; নিজের মাতাপিতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতিম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ কর।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২১৫)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ  
أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَإِطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসাইন رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগ অধিবাসী নারী।' (বুখারী হাদীস : ৩২৪১)

দু'আ : গৃহে ইফতারের দু'আ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْإِبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফত্বারা 'ইনদাকুমুস সইমূনা, ওয়া আকালাত্বা 'আমাকুমুল আবরারু ওয়া সাল্লাত 'আলাইকুমুল মালাইকাতু।

অর্থ : তোমাদের সাথে ইফতার করল রোজাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করল সৎলোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করল ফেরেশতাগণ।

(আবু দাউদ-৩/৩৬৭; ইবনে মাজাহ-১/৫৫৬; নাসাঈ হাদীস ২৯৬-২৯৮)



২৯ মে

কুরআন : গোপনে দান করা ভালো

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থ : প্রকাশ্যভাবে খরচ করলে তা ভালো কিন্তু লুকিয়ে গরিবদের দান করলে তোমাদের পক্ষে অতি ভালো এবং তিনি তোমাদের গুনাহ দূর করে দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমরা যা কর সে সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন।

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৭১)

হাদীস : সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে যাবে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعٌ مِائَةٌ أَلْفٌ لَا يَدْخُلُ أَوْ لَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ أَحِبُّهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পরে এভাবে নয় আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। (বুখারী হাদীস : ৩২৪৭)

দু'আ : ফলের কলি দেখলে দু'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী সামারিনা ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া বারিকলানা ফী সাইনা, ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দান কর। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ-সামগ্রী সা-এ (সা বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে) আর বরকত দাও আমাদের মুদে-এ। (মুদ বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে)।

(মুসলিম-২/১০০০)



৩০ মে

কুরআন : ইবাদত করো একনিষ্ঠভাবে

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

অর্থ : (হে নবী) এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, ধীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটি করে দিয়ে। (৩৯-যুমার : আয়াত-২)

হাদীস : জান্নাতে আল্লাহর সাথে কথোপকথন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِينَاكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَإِنِّي شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে। হে আমাদের প্রতিপালক! উপস্থিত, আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। সুতরাং আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম সে কোনো বস্তু? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হব না। (বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫১, হাদীস ৬৫৪৯)

দু'আ : রোগে পতিত বা মৃত্যু হবার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

অর্থ : আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে একত্রিত করে দাও। (বুখারী-৭/১০, মুসলিম-৪/১৮৯৩)



৩১ মে

কুরআন : দানকারির জন্য সহজ পথ প্রদর্শন করা হয়

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

৫. সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে ।

৬. এবং উত্তম বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে ।

৭. অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ ।

(৯২-লাইল : আয়াত-৫-৭)

হাদীস : জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فَضِلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسْتَيْنَ جُزْءًا أَكْثَرَهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র । বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল । তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো ঊনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সম পরিমাণ উত্তাপ রয়েছে । (বুখারী হাদীস : ৩২৬৫)

দু'আ : বিপন্ন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফাদদালানী আলা কাসীরিন মিম্মান খালাক্বা তাফদীলান ।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্যে যিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তার পরীক্ষা করা থেকে এবং আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । (অনুগ্রহ করেছেন) তাঁর অনেক সৃষ্টির ওপর । (ইবনে মাযাহ : ৩৮৯২)



৬. জুন





০১ জুন

কুরআন : মুনাফিকরাই পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ .  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ  
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ .

১০. তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, উপরন্তু আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা মিথ্যা বলতো ।

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সংশোধনকারী ।

১২. সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝে না ।

(২-বাকারা : আয়াত-১০-১২)

হাদীস : আযানের পর না উঠলে শয়তান কানে পেশাব করে দেয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট এমন এক লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করা হলো, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল । তখন তিনি বললেন, সে এমন লোক যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে । (বুখারী হাদীস : ৩২৭০)

দু'আ : মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ .

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুল গাফুর ।

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল । (তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজাহ-২/৩২১) .



০২ জুন

কুরআন : অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করা যাবে না

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتًا أَثِيمًا.

অর্থ : যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না ।

(৪-আন নিসা : আয়াত-১০৭)

হাদীস : আপন পিতা মাতাকে গালি দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা । জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোনো লোক কিভাবে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন- সে অন্য কোনো লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অতঃপর সে তার মাকে গালি দেয় ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৪, হাদীস ৫৯৭৩)

দু'আ : বৈঠকের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাআনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো প্রভু নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি ।

(আবু দাউদ, নাসাঈ হা: ৩০৮, তিরমিযী; ইবনে মাজাহ; আহমাদ-৬/৭৭)



০৩ জুন

কুরআন : পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোনো অবস্থায়ই এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন। হে জ্ঞানবান ব্যক্তিরূপে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো। (৪-আল-মায়েদা : আয়াত-১০০)

হাদীস : সালাত আদায়ের সময় সম্মুখ দিয়ে চলাচল করবে না

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ  
يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

অর্থ : আবু সাঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। তারপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। (বুখারী হাদীস : ৩২৭৪)

দু'আ : শিরক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আলামু, ওয়াআসতাগফিরুকা লিমা লা-আলামু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(আহমদ-৪/৪০৩, সহীহ আল জামে-৩/২৩৩; সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব-১/১৯)



০৪ জুন

কুরআন : কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

অর্থ : তুমি পাঠ কর কিভাবে হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়ম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জনেন।

(২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

হাদীস : শয়তান সালাত নষ্ট করার চেষ্টা করে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي  
فَسَدَّدَ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَكَرَهُ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করার বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর বিজয়ী করেন। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন। (বুখারী হাদীস : ৩২৮৪)

দু'আ: অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا عَيْدُكَ

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা ওয়ালা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, তুমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই।

(আহমদ-২/২২গ, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ২৯২; আলবানী (র) হাদীসটি সহহি বলেছেন।)



০৫ জুন

কুরআন : প্রাচুর্যের লালসা কবর পর্যন্ত থাকবে

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.

১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রাখে,
২. এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও,
৩. কখনো নয় তোমরা অচিরেই জানতে পারবে,
৪. অত:পর কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

(১০২-আত তাকাসুর : আয়াত-১-৪)

হাদীস : সন্তান জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান খোঁচা মারে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِيهِ بِأَصْبَعِيهِ حِينَ يُوَلَّدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। 'ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। তখন সে পর্দার ওপর খোঁচা মারে।

(বুখারী হাদীস : ৩২৮৬)

দু'আ : যাকে তুমি গালি দিয়েছ তার জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ فَإِنِّي أُمُّ مَن سَبَبْتُهُ فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মা ফাআইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাবতুহু ফাজআল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি।

অর্থ : হে আল্লাহ! যে কোনো মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।

(বুখারী-ফতুহুল বারী (১১/১৭১, মুসলিম-৪-২২০৭)



০৬ জুন

কুরআন : রাসূল জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ  
 سِرَاجًا مُنِيرًا.

৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও ভীতি  
 প্রদর্শকরূপে

৪৬. এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে ।

(৩৩-আহযাব : আয়াত-৪৫-৪৬)

হাদীস : হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْتَتَاؤُ بِمِنِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَتَاءَبَ  
 أَحَدُكُمْ فَلْيُذِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَذَا صَحَّكَ الشَّيْطَانُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের  
 পক্ষ হতে হয়ে থাকে । কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন  
 যথাসম্ভব তা রোধ করবে । কারণ তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা'  
 করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে । (বুখারী হাদীস : ৩২৮৯)

দু'আ : একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রশংসায় যা বলবে

أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُرَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ  
 كَذَا وَكَذَا.

উচ্চারণ : আহসিবু ফুলানান ওয়াল্লাহু হাসীবুহু ওয়ালা উয়াককী আলান্নাহি  
 আহাদান আহসিবুহু, ইন কানা ইয়া'লামু যাকা, কাযা ওয়া কাযা ।

অর্থ : অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে  
 অবগত রয়েছেন, আল্লাহর ওপর তার সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না,  
 তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি ।

(মুসলিম-৪/২২৯৬)



০৭ জুন

কুরআন : নিন্দাকারীর জন্যই দুর্ভোগ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.  
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللَّهِ الْمُبْقَدَةُ.

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।
২. যে অর্থ জমা করে রাখে ও তা গুণে গুণে রাখে।
৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিষ্ফিণ্ড হবে হতামায়।
৫. হতামা কী, তা তুমি কি জান?
৬. ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪-হুমায়হ : আয়াত-১-৬)

হাদীস : শয়তান ঘুমের সময় নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ  
فَتَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تَنْتِزُ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُومِهِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং অযু করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।' (বুখারী হাদীস : ৩২৯৫)

দু'আ : কেউ প্রশংসা করলে মুসলমানের তখন যা বলা করণীয়

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَاجْعَلْنِي حَيًّا مِمَّا  
يُظُنُّونَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লা তুআখিযনী বিমাইয়াকুলূনা ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়ালামূনা ওয়াজআলনী খাইরাম মিম্মা ইয়ানুনূনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর যা তারা জানে না এবং তাদের ধারণার চেয়েও আমার ভালো বানিয়ে দাও।

(বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৭১; আলবানী এ সনদটিকে সহীহ বলেছেন)



০৮ জুন

কুরআন : কিয়ামতে কোনো বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে আসবে না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلاَةَ وَلَا شَفَاعَةً.

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৫৪)

হাদীস : রাসূলের কথার কমও না করা বেশিও না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَئِمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা আমল করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর ইবাদত করবে আর তার সাথে অন্য কোনো কিছু অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমায়ান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না। যখন সে ফিরে গেল, নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৪ : যাকাত, অধ্যায় ১, হাদীস ১৩৯৭)

দু'আ : সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এ কথার স্বীকৃতির জন্য দু'আ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

উচ্চারণ : অমা-তাশা-উ না ইল্লা-আইয়াশা-আল্লা-হু রাব্বুল আলামী-ন।

অর্থ : বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।





০৯ জুন

কুরআন : মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ও সম্পদের লালসা মত্ত

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.

৬. মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ ।

৭. এবং নিশ্চয় সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী ।

৮. এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন ।

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কবরে যা আছে তা কখন উখিত হবে? (১০০ আদিয়াত : আয়াত-৬-৯)

হাদীস : পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে ডুবিয়ে দেয়া

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً.

অর্থ : উবাইদ ইবনে হুনায়ন رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে । অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে । কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে প্রতিষেধক । (বুখারী হাদীস : ৩৩২০)

দু'আ : নিজ পিতা-মাতা ও সকলের জন্য ক্ষমা চাওয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের ক্ষমা কর এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস কর ।

(৭১ নূহ-২৮)



১০ জুন

কুরআন : পাপ করতে করতে সে আরো বেশি পাপী হবে

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنِيَّسِرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ.

৮. আর যে কৃপণতা করেছে ও (আল্লাহর প্রতি) বেপরওয়া ভাব দেখিয়েছে

৯. এবং যা ভালো তাকে মিথ্যা গণ্য করেছে,

১০. তার জন্য আমি কঠিন পথে চলার সহজ সুযোগ করে দেবো।

১১. আর ধন-সম্পদ তার কী কাজে আসবে, যখন সে একদিন ধ্বংসই হয়ে যাবে।

১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা।

১৩. আমি তো মালিক পরলোকের এবং ইহলোকের। (৯২-লাইল : আয়াত-৮-১৩)

হাদীস : সকল খুনের পাপের কিছু অংশ কাবিলের উপর বর্তাবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ أَدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) ওপর বর্তায়। কারণ, সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়। (বুখারী হাদীস : ৩৩৩৫)

দু'আ : কিয়ামত দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর হাসিলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا أَنْتَ لَنَا نُورٌ نَا وَاعْفُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আতমিম লনা নূরানা ওয়াগফির লানা ইল্লাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬৬ আত-তাহরীম)



১১ জুন

কুরআন : সতর্করাই কেবল রক্ষা পাবে

وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.

১৭. আর ওটা [ জাহান্নামের আগুন] হতে রক্ষা পাবে সাবধানীগণ ।

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ।

১৯. এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয় বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায় । (৯২-লাইল : আয়াত-১৭-২০)

হাদীস : নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ.

অর্থ : আলী رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারীদের সেরা হলেন খাদীজা رضي الله عنها । (বুখারী হাদীস : ৩৪৩২)

দু'আ : কাফেরদের ধ্বংসের জন্য দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرَيْنِ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفْجَارًا كُفْرًا .

উচ্চারণ : রাব্বি লাভাযার আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা ইল্লাকা ইন ভাযারহুম ইয়ুদ্বিললুই'বাদাকা ওয়ালাইয়্যালিদু ইল্লাফাজ্জিরান কাফফারা

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না । তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্তি করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী । (৭১-নূহ : ২৬-২৭)



১২ জুন

কুরআন : ধন সম্পদের অত্যধিক মায়া ও লালসা

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا.

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাকো ।

২২. এটা সংগত নয় যখন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হবে । (৮৯-ফাজর : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : সন্তান হত্যা করা হারাম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা । অথচ, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন । আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ । আমি বললাম, অতঃপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে । আমি নিবেদন করলাম, এরপর কোনোটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৫ : তাফসীর, অধ্যায় ৩, হাদীস ৪৪৭৭)

দু'আ : যালিমের যুলুম থেকে বাঁচা ও জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

উচ্চারণ: রাব্বিবনি লী ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জি'নী মিন ফিরআউনা ওয়া আ'মালিহী ওয়া নাজ্জি'নী মিনাল ক্বাওমিজ জালিমীন

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরআউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে । (৬৬-তাহরীম : ১১)



১৩ জুন

কুরআন : যারা ওজনে কম দেয়, তাদের পরিণাম খুবই কঠিন

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

১. মন্দ পরিণাম তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,
  ২. যারা লোকের নিকট হতে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,
  ৩. এবং যখন তাদের জন্যে মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।
- (৮৩ মুতাফফিন : আয়াত-১-৩)

হাদীস : জাহেলী যুগের পাপের কারণে ধৃত হবে না

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ بِنَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤْخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্যে ধৃত হব? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্যে ধৃত হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্যে) পাকড়াও হবে।

দু'আ : সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজুরেহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বী-লাগাফুররুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১-হুদ : ৪১)



১৪ জুন

কুরআন : মানুষ এত কিছু পাওয়ার পরও আরো চায়

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّندُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهْدَتْ لَهُ تَسْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ  
أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا. سَازِهِقَهُ صَعُودًا.

১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ ।

১৩. এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ ।

১৪. এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছ জীবনের প্রচুর উপকরণ ।

১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দেই ।

১৬. না, তা হবে না, সে তো জেনে শুনে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী ।

১৭. আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব ।

(৭৪-মুদদাসসির : আয়াত-১২-১৭)

হাদীস : মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা, যদিও জুমু'আর খুতবা চলতে থাকে

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَيْتَ  
قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ.

অর্থ : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুতবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না; তিনি বললেন : উঠ, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর । (বুখারী হাদীস : ৯৩১)

দু'আ : আয়নায় মুখ দেখার দু'আ

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

উচ্চারণ : আল্লাহ্মা হাসসানতা খালক্বী ফাহাসসীন খুলুক্বী

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমার আকৃতি বা গঠনকে সুন্দর করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমার স্বভাব চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন ।

(কানজুল উম্মাল : ৮৪০৪)



১৫ জুন

কুরআন : আখিরাতে আপসোস করে কোনো লাভ নেই ।

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّهٖ . يَلَيَّتْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ . مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّهٖ . هَلَكَ عَنِّي  
سُلْطَنِيَّهٖ . خُدُوهُ فَغُلُوهُ . ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ .

২৬. এবং আমি যদি জানতাম আমার হিসাব! হায়!

২৭. আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো!

২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসলো না ।

২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে ।

৩০. ফিরিশতাদের বলা হবে । ধর, ওকে গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও ।

৩১. অতঃপর নিষ্ক্ষেপ কর জাহান্নামে । (৬৯-হাক্বা : আয়াত-২৬-৩১)

হাদীস : বিজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ  
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-  
যে ব্যক্তি ওযু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে । আর যে  
শৌচকার্য করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার করে ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ২৫, হাদীস ১৬১)

দু'আ : একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্ লাইলাহা ইল্লাহ্ওয়া অ আল্লাল্লাহি ফাল ইয়াতাওয়াক্কালিল  
মু'মিনুন ।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর  
ওপর নির্ভর করুক । (৬৪-তাগাবুন-১৩)



১৬ জুন

কুরআন : ঘুষ দেয়া যাবে না

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং তা বিচারকের নিকট টোপ হিসেবে উপস্থাপিত কর না যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে উদরস্থ করতে পার।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৮)

হাদীস : ইসলামে যে দুটি কাজ উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ  
الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২ : ঈমান, অধ্যায় ৬, হাদীস ১২)

দু'আ : দুর্ভিক্ষ ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ঈমানদারের দু'আ

رَبَّنَا كَشِّفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ.

উচ্চারণ : রাক্বানাকশিফ আন্নাল আযাবা ইন্নামু'মিনুন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শাস্তি রহিত কর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। (৪৪-দুখান : ১২)





১৭ জুন

কুরআন : কৃপণ ও কৃপণতার প্রতি আহ্বানকারী জাহান্নামী

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থ : যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকে কাপণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুত: আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪ আন নিসা : আয়াত-৩৭)

হাদীস: রাসূল ﷺ কখনোই অশ্লীল ভাষী ছিলেন না

عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ  
فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

অর্থ : মাসরুক রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনোই বা ইচ্ছাপূর্বক অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী হাদীস : ৩৭৫৯)

দু'আ : বিপদ-আপদে ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বানাআফরিগ আলাইনাছবরাও ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা আনছুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

(২-বাকারা : ২৫০)



১৮ জুন

কুরআন : অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা যাবে না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস কর না, কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা কর না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল । (৪-আন নিসা : আয়াত-২৯)

হাদীস : মুমিনের গুণাবলি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصُتْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তাঁর মেহমানের সম্মান করে । যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে । (সহীহ বুখারী, পর্ব ৭৮ : আদব-আচার, অধ্যায় ৩১, হাদীস ৬০১৮)

দু'আ : স্বীয় প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে কবুলের জন্য দু'আ

فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

উচ্চারণ : ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইল্লাকা আত্তাচ্ছামী'উল আলীম ।

অর্থ : আমার নিকট থেকে আমার এই প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (৩-আলে ইমরান : ৩৫)



১৯ জুন

কুরআন : রিযিক বৃদ্ধি পায় আল্লাহর ইচ্ছায়

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।

(৩১-যুমার : আয়াত-৫২)

হাদীস : আয়েশা রাঃ-এর মর্যাদা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَا يَا عَائِشَةَ هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

অর্থ : আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, হে 'আয়েশা! জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম “ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুল্হ। আপনি যা দেখতে পান আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বুঝিয়েছেন। (বুখারী হাদীস : ৩৭৬৮)

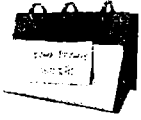
দু'আ : রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নের দু'আ পড়লে আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন এবং পরকালে লজ্জিত করবে না।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিননারা ফাখ্বাদ আখযাইতাহ ওয়ামা লিজ্জালিমীনা মিন আনছার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাও তাকে তুমি হেয় করলে, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

(৩-আলে ইমরান : ১৯২)



২০ জুন

কুরআন : কেবল নেককার মুমিনদের জন্য রয়েছে অসীম নিয়ামত

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

অর্থ : কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার । (৯৫-আত তীন : ৬)

হাদীস : আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের আলামত

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَنْصَارَ لَأَ يُحِبَّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ

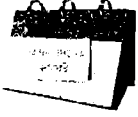
অর্থ : বারা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি অথবা তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুমিনগণ ব্যতীত আনসারগণকে আর কেউ ভালোবাসে না এবং মুনাফিক ছাড়া তাদের সাথে আর কেউ শত্রুতা-পোষণ করে না । যারা আনসারগণকে ভালোবাসেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা-পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা করেন । (সহীহ বুখারী, পর্ব ৬৩ : অধ্যায় ৪, হাদীস ৩৭৮৩)

দু'আ : আল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান, মর্যাদা ও সম্পদ অর্জনের দু'আ

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুমা মালিকাল মুল্কি তু'তিল মুল্কা মান তাশাউ ওয়াত্‌তানযি'উল মুল্কা মিম্মান তাশাউ, ওয়াতু'ইয়ু মান তাশাউ ওয়াতুজিললু মান তাশাউ বিইয়াদিকাল খাইর, ইল্লাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ।

অর্থ : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা ইজ্জতশালী কর আর যাকে ইচ্ছা বে-ইজ্জত কর । কল্যাণ তোমার হাতেই । নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান । (৩-আলে ইমরান : ২৬)



২১ জুন

কুরআন : ভরসাহুল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৬৫-তালাক : আয়াত-৩)

হাদীস : আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের কল্যাণ করুন। (বুখারী হাদীস : ৩৭৯৫)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)



২২ জুন

কুরআন : যে ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য দশগুণ বেশি রয়েছে

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

অর্থ : যে ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য দশ গুণ বেশি রয়েছে। আর যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততটুকু প্রতিদানই দেয়া হবে, যতটুকু দোষ সে করেছে। তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।

(৬-আল আনআম : আয়াত-১৬০)

হাদীস : চোগলখোরী এবং প্রস্রাবে অসতর্কতার জন্য শাস্তি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كِبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَسْتَشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী ﷺ একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন- এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে। কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কেন? তিনি বললেন: আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ৪ : উযু, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ২১৮)

দু'আ : তওবা ও ক্ষমার জন্য দু'আ

أَنْتَ وَلِيَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِينَ.

উচ্চারণ: আনতা ওয়লিয়ুনা- ফাগফির লানা ওয়ারহামনা- ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরীন।

অর্থ: তুমি তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। (৬-আনআম-১৫)



২৩ জুন

কুরআন : ক্ষমা পাওয়ার শর্তাবলি

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থ : কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুত: আমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদানকারী, করুণাময় । (২-আল বাকারা : আয়াত-১৬০)

হাদীস : আশুরার সাওম পালন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ.

অর্থ : আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম পালন করতেন । যখন হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন । যখন রমযানের সাওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা (আশুরা) সাওম করতেন আর যার ইচ্ছা করতেন না ।

(বুখারী হাদীস : ৩৮৩১)

দু'আ : সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি মাজুরেহা ওয়ামুরছাহা ইন্না রাব্বী-লাগাফুররর রাহীম ।

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি । নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (১১-হুদ : ৪১)



২৪ জুন

কুরআন : আল্লাহর অবস্থান

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

অর্থ : এবং যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও - নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে-তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারবে। (২-বাকারা : আয়াত-১৮৬)

হাদীস : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ.

অর্থ : ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا সূত্রে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের কসম করতে হয় তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে কসম করো না। (বুখারী হাদীস : ৩৮৩৬)

দু'আ : কোনো বৈঠক হতে উঠার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহ্মা ওয়াবিহামইদকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অর্থ : আপনি পুতপবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করছি, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)





২৫ জুন

কুরআন : দুনিয়ার জীবন মাত্র খেল-তামাশা

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থ : এ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্য মঙ্গলময়, যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?

(৬-আল আনআম : আয়াত-৩২)

হাদীস : কারো বংশের খুঁটা ও কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ خَلَالٌ مِنْ خَلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِي الثَّالِثَةَ قَالَ سُفْيَانٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কাজের মধ্যে একটি হলো,

১. কারো বংশ-কুল নিয়ে খোটা দেয়া,

২. কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা।

৩ নাম্বারটি (রাবী 'উবাইদুল্লাহ' ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তৃতীয় কাজটি হলো, তারকার সাহায্যে বৃষ্টি চাওয়া। (বুখারী হাদীস : ৩৮৫০)

দু'আ : অজ্ঞতাবশত ভুল প্রশ্ন করার পর ক্ষমা চাওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নীআউযুবিকা আন আছআলাকা মালাইছা লী বিহী-ইলমুন ওয়া ইলা-তাগফিরলী ওয়া তারহামনী- আকুম্মিনাল খাছিরীন।

অর্থ : আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১১-হুদ : ৪৭)



২৬ জুন

কুরআন : সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হয় না

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.

অর্থ : যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। (১৮-কাহাফ : আয়াত-৩০)

হাদীস : নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أُنزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَمَكَتَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَكَتَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওপর যখন (ওহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অতঃপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁকে হিজরাত করার আদেশ দেয়া হয়। তিনি হিজরাত করে মদিনায় চলে গেলেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। (বুখারী হাদীস : ৩৮৫১)

দু'আ : বিপদ-মছিবতে ধৈর্য ধারণ করার দু'আ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

উচ্চারণ : ফাছাবরুন জামীলুও ওয়াল্লাহুল মুছতাআন আলা মা তাছিফুন।

অর্থ : সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যের স্থল। (১২-ইউসুফ-১৮)



২৭ জুন

কুরআন : আখিরাত সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যিক

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ.

অর্থ : তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল। (৩০-রুম : আয়াত-৭)

হাদীস : বান্দার প্রতি আখিরাতের প্রথম হিসাব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةَ

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন আল্লাহ ভায়ালা কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নিবেন।

(তিরমিযী : ৪১৩)

দু'আ : হিদায়াতের ওপর অবিচল থাকার দু'আ

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত ক্বলবি আলা দ্বিনীকা।

অর্থ: হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে পরিবর্তন করে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিন। (তিরমিযী : ৩৫৮৭)



২৮ জুন

কুরআন : আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া খেল-তামাশা

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَوَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

অর্থ : এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় । পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা তা জানতো । (২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৬৪)

হাদীস : খন্দকের যুদ্ধে আসর সালাত সময় মত পড়তে না পারা

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

অর্থ : আলী রাঃ সূত্রে নবী সঃ হতে বর্ণিত । তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন বদ দু'আ করে বলেছিলেন, “আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরে দিন । কারণ তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাতের সময় ব্যস্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে” । (বুখারী হাদীস : ৪১১১)

দু'আ : নেক কাজকে পছন্দনীয় ও মন্দ কাজকে ঘৃণিত করার দু'আ

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা হাব্বিব্ব ইলাইনাল ইমানা ওয়া যায়িনহু ফি কুলুবিনা ওয়া কারিয়হহু ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইসইয়ান ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন, ঈমান দিয়ে অন্তরাত্মাকে সুশোভিত অর্থাৎ আকর্ষণীয় করে দিন । আর কুফরীকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন এবং পাপাচার ও অবাধ্যতাকেও অপছন্দনীয় করে দিন । (মুসনাদে আহমদ : ১৫৪৯২)



২৯ জুন

কুরআন : আখিরাত হলো চিরস্থায়ী

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ.

অর্থ : হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০-আল মু'মিন : আয়াত-৩৯)

হাদীস : বায়তুল্লাহর চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিল

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُمُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ { جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ } { جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ }.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি নিজ হাতে একটি লাঠি নিয়ে প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে, বাতিলের উদ্ভব বা পুনরুত্থান আর ঘটবে না।

(বুখারী হাদীস : ৪২৮৭)

দু'আ : পশুর পিঠে আরোহনের দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজি সাখখারালানা হাজ্জা ওয়ামা কুল্লা লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাবিবনা লামুনকালিবুন।

অর্থ : অতি পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (৪৫ আল-জাছিয়া : ১২)



৩০ জুন

কুরআন : পুণ্য পক্ষের আর পাপ ব্যক্তির বিপক্ষের সাক্ষি

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ.

অর্থ : যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার রব বান্দাদের প্রতি কোনো যুলম করে না। (৪১-হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৪৬)

হাদীস : ইয়ামানবাসীদের সম্মান করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا كُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقَى أَفِيدَةً وَالْيَمَنِ قُلُوبًا الْإِيمَانِ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাঁরা অশুরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হলো ইয়ামানীদের, হিকমাত হলো ইয়ামানীদের, গরিমা ও অহঙ্কার রয়েছে উটওয়ালাদের মধ্যে, ছাগল পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গান্ধীর্য।

(বুখারী হাদীস : ৪৩৮৮)

দু'আ : লায়লাতুল ক্বদরের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُورٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউউন তহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ১৯৯০)



৭. জুলাই



০১ জুলাই

কুরআন : আসন্ন কিয়ামতের জন্য পাথয়ে অর্জন কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَنظَرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (৫৯-আল হাশর : আয়াত-১৮)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবরণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُبِّبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُبِّبَتِ الْجَنَّةُ بِالْكَارِهِةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে, আকর্ষণীয় জিনিস দ্বারা আর জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা। (বুখারী হাদীস : ৬৪৮৭)

দূ'আ : বরকতসহ সম্পদ বৃদ্ধির দূ'আ

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আকছির মালাহ ওয়া ওয়ালাদাহ ওয়াবারিক লাহ ফীমা আ'ত্বাইতাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। (বুখারী হাদীস : ৫৮২৫)





০২ জুলাই

কুরআন : হাত ও পা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ.

৬৫. আজ আমি এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে যা তারা করত সে সম্পর্কে ।

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে দৃষ্টিহীন করে দিতাম । অতঃপর তারা পথ চলতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত? (৩৬-ইয়াসীন : আয়াত-৬৫-৬৬)

হাদীস : মুসলিমদের কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া ও একে অন্যকে হত্যা করা

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থ : জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ জাবির رضي الله عنه কে বিদায় হচ্ছে বললেন, লোকজনকে চুপ থাকতে বল । তারপর বললেন, আমার ইস্তিকালের পর তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়াবে ।

(বুখারী হাদীস : ৪৪০৫)

দু'আ : কোনো ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহ্ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা ।

অর্থ : আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন ।

(বুখারী : ২০৪৯)



০৩ জুলাই

কুরআন : জান্নাত পাওয়ার শর্ত

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে।

৪১. জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (৭৭-নাযি'আত : আয়াত-৪০-৪১)

হাদীস : হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক সাথে আদায় করা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

অর্থ : আবু আইয়ুব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর সাথে বিদায় হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক সাথে আদায় করেছেন।

(বুখারী হাদীস : ৪৪১৪)

দু'আ : শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লমু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আদাবুল মুফরাদ : ৭১৭)



০৪ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের প্রাধান্য

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ حَيًّا وَآبِقِي.

অর্থ : ১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। ১৭. অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (৮৭-আলা: আয়াত-১৬-১৭)

হাদীস : নিয়মিত মিসওয়াক করার গুরুত্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَفْلَأَصْدُرَكَ غَنِيٌّ وَأَسَدُّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ سُغْلًا وَلَمْ أَسَدِّ فَقْرَكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন— নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে বলেন আমার ইবাদতের জন্য ব্যস্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার মুখাপেক্ষীতা দূর করব। যদি এ কাজ না কর, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার মুখাপেক্ষীতা দূর করব না। (ভিরমিযী : ২৪৬৬)

দু'আ : কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয়

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَأَعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَاجْعَلْنِي حَيًّا مِمَّنَّا يَظُنُّونَ.

উচ্চারণ : আল্লাহহুম্মা লা তুআখিযনী বিমা ইয়াকুলূনা, ওয়াজফিরীলী মা-লা ইয়ালামূনা ওয়াজআলনী খাইরাম মিম্মাইয়ামুনূনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও ভালো করে দাও। (কানযুল উম্মাল : ৩৫৭০৪)



০৫ জুলাই

কুরআন : ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে মানুষ দলে দলে তার ছায়াতলে আশ্রয় নেবে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

১. যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে ।
২. তখন মানুষদেরকে তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে ।
৩. অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা কর এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর; অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী । (১১০. নাসর : আয়াত-১-৩)

হাদীস : নবী ﷺ-এর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল তেষটি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । ওফাতকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল তেষটি বছর । (বুখারী হাদীস : ৪৪৬৬)

দু'আ : কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে দু'আ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ: আউযু বিকালিমাতিল্লা হিততাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্বা ।

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্তি চাচ্ছি ।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ২৩১০)



০৬ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের কল্যাণ চিরস্থায়ী

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ  
أَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

অর্থ : তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২৮- আল কাসাস : আয়াত-৬০)

হাদীস : সৌভাগ্যের তিনটি জিনিস

عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَلَسْكُنَ الْوَأَسْعُ  
وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيئُ .

অর্থ : নাফে রাযি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত-

১. প্রশস্ত বাসস্থান,

২. সৎ প্রতিবেশী,

৩. চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আল আদাবুল মুফরাদ : ১১৬)

দু'আ : বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়া কালে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ  
وَصَلِّحِ الدِّينَ وَعَلِّبِ الرِّجَالَ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মিওয়াল হুজনি ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়াদালা ইদদাইনি ওয়াগালাবাতির রিজালে।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)



০৭ জুলাই

কুরআন : আখিরাতের প্রাধান্যতা

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ . وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ . وَ جُؤَهٗ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ . وَ جُؤَهٗ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ .

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস ।

২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর ।

২২. কোনো কোনো মুখমন্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে,

২৩. নিজেরা প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ।

২৪. কোনো কোনো মুখমন্ডল সেদিন বিবর্ণ হবে । (৭৫-কিয়ামাহ : আয়াত-২০-২১)

হাদীস : মুহাম্মদ ﷺ কোনো কিছু গোপন করে যাননি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَقُولُ { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } الْآيَةَ .

অর্থ : আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের সামান্য কিছুও মুহাম্মদ সঃ গোপন করেছেন তা হলে অবশ্যই সে মিথ্যা বলেছে । আল্লাহ বলেছেন, “হে রাসূল! আপনি তা পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে ।”

(বুখারী হাদীস : ৪৬১২)

দু'আ : রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য দু'আ

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আযহিবিল বা'সা রাব্বাননাসি ওয়াশফি আনতাশ শাফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফাউকা লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা ।

অর্থ : হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী । তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোনো রোগীকে ।

(মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা'১৪৪৪)



০৮ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর ক্ষমতা, “হও” বললেই হয়ে যায়

بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

অর্থ : তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং যখন তিনি কোনো কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য শুধুমাত্র ‘হও’ বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায় । (২-আল বাকারা : আয়াত-১১৭)

হাদীস : শেষ মুহূর্তে ঈমান আনলে আর কাজে আসবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمْنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সময় যখন কোনো ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না । (বুখারী হাদীস : ৪৬৩৬)

দু'আ : হাটে-বাজারে প্রবেশ করার সময় দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহলুল মুলকু ওয়া লাহলুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লাইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই । তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা । তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন । তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না । তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান ।

(তিরমিযী, সনদ হাসান, ইবনে মাজাহ হাদীস : ২২৩৫; মিশকাত হাদীস : ২৩১৮)



০৯ জুলাই

কুরআন : সালাত আদায় করো ও কুরবানী করো

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

১. (হে নবী!) আমি অবশ্যই তোমাকে (নিয়ামতের ভাণ্ডার) কাওসার দান করেছি।
২. অতএব, (আমার স্মরণের জন্য) তুমি নামায (কায়েম) আদায় কর এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) কুরবানী কর;
৩. নিশ্চয় (পরিশেষে) তোমার নিন্দুকরাই হবে শিকড়-কাটা (অসহায়)।

(১০৮-আল কাওছার : ১-৩)।

হাদীস : আল্লাহ যখন কাউকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيُنْبِئِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }

অর্থ : আবু মুসা আশ'আরী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। এরপর তিনি [নবী ﷺ] এ আয়াত পাঠ করেন— “আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও যখন তিনি কোনো জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলমের দরুণ। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন” (বুখারী হাদীস : ৪৬৮৬) (সূরা হূদ : ১০২)।

দু'আ : যুদ্ধে বের হয়ে যে দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা আযুদী ওয়া নাসীরী বিকা আহুলু ওয়া বিকা আহুলু ওয়া বিকা উক্বাতিলু।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর মড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।

(তিরমিযী, সনদ ছহীহ আবু দাউদ হাদীস : ২৬৩২; মিশকাত হাদীস : ২৩২৭)





১০ জুলাই

কুরআন : নিজ স্বার্থেই আল্লাহর বিধান মানা

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ .

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা মানলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না মানলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। (৬-আনআম : আয়াত-১০৪)

হাদীস : যারা নানাভাবে কুরআনকে বিভক্ত করেছে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۖ { الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ } قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَاءُ وَهُوَ أَجْرَاءُ فَأَمَّنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। “যারা কুরআনকে ভাগ করে ফেলেছে।” এরা হলো আহলে কিতাব (ইহুদী-নাসারা)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলেছে। তারা কতক অংশের ওপর বিশ্বাস এনেছে এবং কতক অংশকে অস্বীকার করেছে। (বুখারী হাদীস : ৪৭০৫)

দু'আ : গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক চেয়ে দু'আ

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্মা আইনী আলায়িকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।

(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত : ৮৮৮)



১১ জুলাই

কুরআন : চোরের হাত কাটার বিধান

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

অর্থ : যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কর্মফলের শাস্তি হিসেবে, এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। (৩-আল মায়েরা : আয়াত-৩৮)

হাদীস : মূসা (আলাইহিস সালাম) ও আমাদের নবী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদিনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (আলাইহিস সালাম) ফিরআউনের ওপর জয়ী হয়েছিলেন। তখন নবী (সা) বললেন, আমরাই তো তাদের চেয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটবর্তী। কাজেই (মুসলিমগণ) তোমরা এ সিয়াম পালন কর। (বুখারী হাদীস : ৪৭৩৭)

দু'আ : দাওয়াতকারীর জন্য মেহমানের দু'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিকলাহুম ফীমা রাব্বাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের ওপর রহমত বর্ষণ কর।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ২৩১৫)



১২ জুলাই

কুরআন : আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে কুরআন ও কথা শিখিয়েছেন

الرَّحْمٰنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ .

১. পরম করুণাময় আল্লাহ
২. এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন ।
৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ।
৪. এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন । (৫৫-আর-রাহমান : আয়াত- ১-৪)

হাদীস : আয়েশা رضي الله عنها -এর ওপর মিথ্যা অপবাদ

عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ رضي الله عنها أُمِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها خَرَّتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها -এর মা উম্মু রুমান رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন আয়েশা رضي الله عنها -এর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন । (বুখারী হাদীস : ৪৭৫১)

দু'আ : আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বিদায় দানের দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ وَرِزْقَ اللَّهِ التَّقْوَىٰ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ  
وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ .

উচ্চারণ : আসতাওদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা ওয়া ঝাউওয়াদাকাল্লাহত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইছু মা-কুন্তা ।

অর্থ : তোমার ধীন, তোমার আমানত, তোমার কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম । আল্লাহ যেন তোমার তাকওয়া বৃদ্ধি করে দেন । তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন আর তুমি যেখানেই থাক যে কাজই কর কল্যাণকর দিক যেন আল্লাহ তোমাকে সহজ করে দেন ।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ২৩২২, ২৩২৪)



১৩ জুলাই

কুরআন : কোনো জাতি পরিবর্তন চাইলেই আল্লাহ করেন

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

অর্থ : মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই। (১৩-রাদ : আয়াত-১১)

হাদীস : যখন হত্যাযজ্ঞ ব্যাপক হবে

عَنْ أَبِي مُوسَى ۖ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَجُ وَالْهَزَجُ الْقَتْلُ .

১৭১০. আবু মুসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হলো (মানুষ) হত্যা। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৬২-৭০৬৩; মুসলিম, হাদীস ২৬৭২)

দু'আ : নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি আখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহমাতিকা, ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি তো সর্বাধিক দয়াময়।

(৭-আ'রাফ-১৫১)



১৪ জুলাই

কুরআন : ঘরে প্রবেশের সময় সালাম আবশ্যিক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا  
عَلَىٰ أَهْلِهَا .

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না হয় এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর ।।

(২৪-নূর : আয়াত-২৭)

হাদীস : পর্দার আয়াত অবতীর্ণ প্রসঙ্গে

قَالَ عُمَرُ   قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ   يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ  
أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

অর্থ : ওমর   হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল (সা) আপনার কাছে ভালো ও মন্দ লোক আসে । আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে পর্দার নির্দেশ দিতেন । তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করলেন । (বুখারী হাদীস : ৪৭৯০)

দু'আ : অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত যাতে না হয় তার জন্য প্রার্থনা

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

উচ্চারণ: রাব্বানা লা তাজআলনা মাআল ক্বাওমিয় যালিমীন ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে যালিমদের সাথি কর না ।

(৭-আরাফ-৪৭)



১৫ জুলাই

কুরআন : ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ১০০ দোররা মারা

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

অর্থ : কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন তাকে ১০০ দোররা মার। (২৪-নূর : আয়াত-২)

হাদীস : তোমরা তাদের মত হয়ে না, যারা মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا }.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, “মূসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন খুব লজ্জাশীল”। আর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর এ বাণী, হে মু’মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে না, যারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা’আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত।

(বুখারী-হাদীস : ৪৭৯৯)

দু’আ : নিষিদ্ধ বিষয়ের কামনা করলে যে পাপ হয়, তা ক্ষমার জন্য দু’আ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নী আউযুবিকা আন আসআলাকা মালাইসা লী বিহী ইলমুন ওয়া ইল্লা তাগফিরলী ওয়া তারহামানী আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : প্রভু হে! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে চাওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (১১-হূদ : ৪৭)



## ১৬ জুলাই

কুরআন : মুসলিম নর-নারীর গুণাবলি

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক - আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩৩-আহযাব : আয়াত-৩৫-৩৬)

হাদীস : অসৎ শাসক জাহান্নামী হবে

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئَةُ الْمَلِكَةِ.

অর্থ : আবু বকর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : অসৎ রাজা কখনোই জান্নাতে যাবে না। (মুসনাদে আহমদ : ৩১)

দু'আ : রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا.

উচ্চারণ : রাব্বি আদখিলনী মুদখালা ছিদক্বিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদক্বিও ওয়াজ আললী মিল্লাদুনকা সুলত্বা-নান নাছীরা

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে, বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আপনার নিজের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

(১৭-বনী ইসরাঈল : ৮০)



১৭ জুলাই

কুরআন : আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ.

অর্থ : আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১২)

হাদীস : কিয়ামাতের দিন সবার আগে উঠবেন রাসূল ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْأُخْرَةِ فَإِذَا أَنَا بِسُوسَى مُتَّعِلٌّ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكُذِّبُكَ كَانَ أَمْرٌ بَعْدَ النَّفْخَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শেষবার শিক্কাই ফুঁক দেয়ার পর যে সবার আগে মাথা উঠাবে, সে আমি। তখন আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেখব আরশের সঙ্গে বুলন্ত অবস্থায়। আমি জানি না, তিনি আগে থেকেই এভাবে ছিলেন, না শিক্কাই ফুঁক দেয়ার পর।

(বুখারী হাদীস : ৪৮১৩)

দু'আ : কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য দু'আ

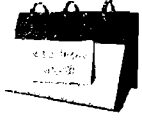
رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়্যাই লানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার নিকট রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন।

(১৮-কাহফ:১০)





১৫ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর বিধান মানলে অফুরন্ত রিযিক

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ فُقُوقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ .

অর্থ : তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদদ্রব্য ফুটে বের হতো ।

(৫-মায়িদা : আয়াত-৬৬)

হাদীস : কাল বা সময়কে গালি দেয়া মারাত্মক গুনাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানেরা আমাকে কষ্ট দেয় । তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা । আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি । (বুখারী হাদীস : ৪৮২৬)

দু'আ : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন ।

অর্থ : (হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ মহাপবিত্র, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি । (২১-আম্বিয়া-৮৭)



১৯ জুলাই

কুরআন : সৎকর্ম করলে সফলতা অনিবার্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু' কর, সাজ্জদাহু কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার।

(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৫)

হাদীস : নবী ﷺ -এর দীর্ঘ সালাত আদায়ে পা ফুলে যেত

عَنِ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

অর্থ : মুগীরা রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত অধিক সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? (বুখারী হাদীস : ৪৮৩৬)

দু'আ : আয়না দেখার দু'আ

اللَّهُمَّ حَسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাসসানতা খালুক্বী ফাআহসিন খুলুক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও। (আহমাদ, মিশকাত হ/৫০৯৯, হাদীস সহীহ)



২০ জুলাই

কুরআন : যালিমরাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা যালিম। (৫-মায়িদা : আয়াত-৪৫)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর ফায়সালা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضًا حَاكَ كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَّخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أَصْبَتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكَ فُلَانٌ لِعَظِيمِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَّخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ইয়াহুদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে সে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল : না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন : তবে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল : জি, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো। (বুখারী, পর্ব ৬৮ : হাদীস ৫২৯ ; মুসলিম, পর্ব ২)

দু'আ : রাগ দমনের দো'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)



২১ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার না করা ফাসেকী

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ.

অর্থ : যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসিক ।

(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৪৭)

হাদীস : জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরিচয়

عَنْ حَارِثَةَ بِنِ وَهَبِ الْخُرَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَّضِعٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهَ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عْتَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ.

অর্থ : হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযাইঈ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তাঁরা যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসে, তাহলে তা পূরণ করে দেয় । আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? যারা রুঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী । (বুখারী হাদীস : ৪৯১৮)

দু'আ : হিংসা বিদ্বেষ দূর করার দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

উচ্চারণ: রাব্বানাগফির. লানা ওয়া লিইখওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ইমান-নি ওয়ালা তাজআল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা ইল্লাকা রাউফুর রাহীম ।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর । ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না । হে প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়ালু পরম করুণাময় (৫৯-হাশর-১০)



২২ জুলাই

কুরআন : মুস্তাকী ও রাসূল ﷺ-এর অনুসারীরাই সফল

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

অর্থ : আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে থাকে ।

(২৪-আন কূর : আয়াত-৫২)

হাদীস : গোসল করার সুনাত তরিকা

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَيَّ يَسَارِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ عَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ عَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضَّضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَتَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِبِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

অর্থ : মায়মূনা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত । আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম । তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধৌত করলেন । অতঃপর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন । পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুলেন এবং মাথার ওপর পানি ঢাললেন । পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুলেন । অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হলো, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না । (সহীহ বুখারী, পর্ব ৫ : গোসল, অধ্যায় ৭, হাদীস ২৫৯)

দু'আ : প্রজ্ঞা ও হিকমত বৃদ্ধির জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنَئِي بِالصَّالِحِينَ - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ  
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

উচ্চারণ : রাবিব হাবলী হুকমাও ওয়া আলহিকনী বিছছালিহীন । ওয়াজ আল লী লিসানা ছিদকিন ফিল আখিরীন । ওয়াজ আলনী মিও ওয়রাছাতি জান্নাতিন নাস্ঈম ।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে হিকমত দান করুন এবং সং বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন । হে আল্লাহ! আখিরাতে আমাকে সত্যবাদীদের সাথি করুন এবং আমাকে নাস্ঈম নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন । (২৬-শুআরা-৮৩-৮৫)



২৩ জুলাই

কুরআন : রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ মানা ফরজ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>১</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

(৫৯-আল হাশর : আয়াত-৭)

হাদীস : নবী ﷺ-এর ওহী মুখস্থ করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سَفِيَّانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ }.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হতো, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহবা নাড়তেন। রাবী সুফইয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা সঞ্চালন করবে না। (বুখারী হাদীস : ৪৯২৭)

দু'আ : মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য দু'আ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا  
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

উচ্চারণ: ফাতিরি সসামাওয়াতী ওয়াল আরদি আনতা ওয়ালিয়ী ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাতে তাওয়াক্ফানী মুছলিমাও ওয়া আলহীকনী বিসসালেহীন।

অর্থ : হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার বন্ধু আপনি মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(কানজুল উম্মাল : ১৭৬১২)



২৪ জুলাই

কুরআন : স্পষ্ট বিষয়ে বিরোধীদের জন্য কঠোর শাস্তি

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

অর্থ : এবং তাদের সদৃশ হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৫)

হাদীস : কুরআন ঠিকমত পড়তে না জানলে তা জানার জন্য চেষ্টা করলে দ্বিগুণ পুরস্কার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফিয পাঠক লিপিকর সম্মানিত মালাইকার মত । আর যে, খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও বারবার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে । (বুখারী হাদীস : ৪৯৩৭)

দু'আ : পাপ ক্ষমা করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য দু'আ

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনূবানা ওয়া কিন্না আযাবান্নার ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর ।

(৩-ইমরান-১৮)



২৫ জুলাই

কুরআন : আমানত পূরণ ও ন্যায়ের সাথে মীমাংসার নির্দেশ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا .

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অপর্ণ করার এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক । (৪-আন নিসা : আয়াত-৫৮)

হাদীস : পুরুষের জন্য স্ত্রীলোক হচ্ছে ফিতনা

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

অর্থ : উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা আমি রেখে গেলাম না ।

(বুখারী হাদীস : ৫০৯৬)

দু'আ : ক্ষমার দু'আ, এটি রুকু-সিজদায় পড়া সুন্নত

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুমাগফিরী ।

অর্থ : হে আল্লাহ আমার রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি ।

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন । (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত হাদীস : ৮১১)





২৬ জুলাই

কুরআন : পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীদের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার আদেশ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচারের প্রতিষ্ঠাতা হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়। যদি সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব, সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না, এবং যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৩৫)

হাদীস : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের মর্যাদা

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآيَتَانِ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُوَ.

অর্থ : আবু মাস'উদ আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী হাদীস : ৫০৪০)

দু'আ : রুকু থেকে উঠার পর আল্লাহর প্রশংসার দু'আ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মাশিতা মিন শাইয়ম বা'দু।

অর্থ : হে প্রভু! আসমান ও যমীন ভর্তি এবং তদুপরি তুমি আরো যা চাও তাও ভর্তি তোমার প্রশংসা। (বুখারী, মিশকাত হাদীস : ৮১৭)



২৭ জুলাই

কুরআন : ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই তাকওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৮)

হাদীস : সাত দিনের কমে কুরআন খতম করা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ حَتَّىٰ قَالَ قَافِرَاهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَرُدْ عَلَىٰ ذَلِكِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم আমাকে বললেন, “এক মাসে কুরআন পাঠ সমাপ্ত কর।” আমি বললাম, “আমি এর চেয়ে অধিক করার শক্তি রাখি।” তখন নবী صلى الله عليه وسلم বললেন, “তাহলে সাত দিনে তার পাঠ শেষ কর এবং এর চেয়ে কম সময়ে পাঠ শেষ কর না।”

( বুখারী হাদীস : ৫০৫৪ )

দু'আ : সিজদার দু'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

উচ্চারণ : সুবহানাক আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (মুত্তাফকুন আলাইহ, মিশকাত হাদীস : ৮১১)



২৮ জুলাই

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ জীবিত

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ .

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলা না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৪)

হাদীস : প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَلَّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস স্বীয় মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। ওনো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৪৯ : ক্রীতদাস আযাদ করা, অধ্যায় ১৭ হাদীস ২৫৫৪)

দু'আ : দুই সেজদার মধ্যে পঠিত দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي .

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া আফিনী ওয়ার বুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার ওপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রোগ মুক্ত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ৮৪০)



২৯ জুলাই

কুরআন : কিয়ামতে যালিমদের করুণ পরিণতি

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلْبِئْسَ لِي الْوَسِيْلًا.  
يُوَيْلَتِي لِيَلْبِئْسَ لِي الْوَسِيْلًا لَمْ آتْخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ  
كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسٰنِ خَدُوْلًا.

২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (স্ফোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে। হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রাসুলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুককে (নিজের) বন্ধু না বানাতাম!

২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করে দিয়েছিল; আর শয়তান তো (হামেশাই) মানুষকে (বিপদের সময় একলা) ফেলে কেটে পড়ে। (২৫-ফুরকান : আয়াত-২৭-২৯)

হাদীস : প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া

عَنْ أَبِي حَازِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

( বুখারী হাদীস : ৫১৮৫ )

দু'আ : সাজদায়ে তিলাওয়াতের দু'আ

سَجْدًا وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلٍ وَقُوَّةٍ.

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিইয়া লিল্লাজী খালাক্বাহু ওয়া শাক্বাহু সামআহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ।

অর্থ : আমার চেহারা সাজদা করল তারই জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ বলে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ৯৬৮)



৩০ জুলাই

কুরআন : কিয়ামতের তাকওয়াবিহীন বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে

الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ .

অর্থ : সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দূশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা ।

(৪৩-আয যুখরুফ : আয়াত-৬৭)

হাদীস : কিয়ামাতের দিনের হিসাব নিকাশ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا } قَالَ ذَاكَ الْعَرَضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে । তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন । আল্লাহ কি বলেননি, “যার ‘আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে । এ কথা শুনে রাসূলুলাহ ﷺ বললেন, এ আয়াতে ‘আমলনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে । (বুখারী হাদীস : ৪৯৩৯)

দু'আ : সালাম ফিরানের পর দু'আ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়ায়াল জালালি ওয়াল ইকরাম ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির প্রতীক । তুমিই শান্তিময় এবং শান্তির ধারা তোমার হতেই প্রবাহিত । তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী ।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ৮৯৯) .



৩১ জুলাই

কুরআন : আশ্রয় প্রার্থনা

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

১. (হে নবী!) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই।
২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে
৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়।
৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে।
৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

(১১৩-ফালাক : আয়াত-১-৫)

হাদীস : শোয়ার সময় সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ার ফযিলত

অর্থ : আয়েশা রাবীয়াতুল আন্বাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাদীস : ৪৬৩০)

দু'আ : হজ্জ ও ওমরার তালবিয়া দু'আ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক; ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।

অর্থ : আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নে'আমত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যই তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই। (মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হাদীস : ২৪২৬)



৮. আগস্ট



০১ আগস্ট

কুরআন : সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সাথী হও । (৯-আত তাওবা : আয়াত-১১৯)

হাদীস : খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষেধ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন যে, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হতে বর্ণিত । তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না । কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা । একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিও না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না; বরং ভাই ভাই হয়ে যাও । কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দিবে না যতক্ষণ না বিয়ে হয় বা প্রস্তাব বাতিল হয় । (বুখারী হাদীস : ৫১৪৩)

দু'আ : হাজ্জের আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পঠিত দু'আ

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানা তাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা তাও ওয়া ফিনা আযাবান নার ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর ও আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও । (আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস : ২৪৬৬)





০২ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর পথে শহীদদের প্রতিদান

وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ  
بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ.

৪. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।

৫. তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দিবেন।

৬. আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৪-৬)

হাদীস : রাস্তার হক আদায় করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ  
فَقَالُوا مَا لَنَا بَدَأَ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ  
فَاعْطُوا الظَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الظَّرِيقِ قَالَ غَضُّ البَصَرِ وَكُفُّ الأذَى وَرَدُّ السَّلَامِ  
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন, তোমরা রাস্তার ওপর বসা পরিত্যাগ কর। লোকজন বলল, এ ব্যতীত আমাদের কোনো পথ নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠা-বসার জায়গা এবং এখানেই আমরা সর্বদা কথাবার্তা বলে থাকি। নবী صلى الله عليه وسلم ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কী? রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায কাজে নিষেধ করা। (বুখারী, পর্ব ৪৬ : অত্যাচার, কিসাস ও লুঠন, অধ্যায় ২২, হাদীস ২৪৬৫)

দু'আ : ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে পঠিত দু'আ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

উচ্চারণ : ইন্বাছছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিলাহ

অর্থ : নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।



০৩ আগস্ট

কুরআন : শয়তানের ষড়যন্ত্র চতুর্দিক হতে আগত

ثُمَّ لَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ .

অর্থ : আমি এদের (মানব জাতির) সামনে থেকে আসবো, পিছন থেকে আসবো, ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না । (৭-আল আরাফ : আয়াত-১৭)

হাদীস : সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওলীমার বৌ ভাত অনুষ্ঠান পরিচয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكَ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট । যে ব্যক্তি কোন ওলিমার দাওয়াত ত্যাগ করল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাথে অবাধ্যতা করে । (বুখারী হাদীস : ৫১৭৭)

দু'আ : আরাফার দিবসের দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ .

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই । তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই । তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা । তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান । (তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ২৪৮২)



০৪ আগস্ট

কুরআন : শরীরের চামড়াও জাহান্নামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

وَقَالُوا الْجُلُودُ لَهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ : জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে- তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে- আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৪১-সিজদাহ : আয়াত-২১)

হাদীস : অত্যাচারী শাসকের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ  
حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرَعَاهُ  
اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنصيحةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

অর্থ : উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল رضي الله عنه তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী صلى الله عليه وسلم থেকে শ্রবণ করেছি। আমি নবী صلى الله عليه وسلم থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করে, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (বুখারী, পর্ব ৯৩ : আহকাম, অধ্যায় ৮, হাদীস ৭১৫০)

দু'আ : খাবার গ্রহণের দু'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্বইমনা খাইরাম মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন। (জিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস : ৪০৯৮)



০৫ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর পরিচয়

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ؛ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

১. (হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক ।
২. তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ।
৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি ।
৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই । (১১২-ইখলাস : আয়াত-১-৪) .

হাদীস : সূরা ইখলাসের ফযিলত

۱. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِنَّمَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ.

১. অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । এক ব্যক্তি নবী صلى الله عليه وسلم কে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালবাসি । তখন রাসূল صلى الله عليه وسلم বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে । (আহমাদ-১২৪৩২, তিরমিযী-২৯০১)

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

২. অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন : জেনে রাখ, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য ।  
(বুখারী হাদীস-৪৬২৭, তিরমিযী- ২৮৯৯)

দু'আ : খাবার শেষে দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানী হাযত ত্বা'আমা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াতিন ।

অর্থ : সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রুযী দান করলেন । (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ৪১৪৯)



০৬ আগস্ট

কুরআন : ঈমান আনা ও কুফরী করা ব্যক্তির ইচ্ছা

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..

অর্থ : হে রাসূল আপনি বলে দিন তোমাদের রবের কাছ থেকেই সত্য আগত যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করুক - আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক ।

(১৮-কাহাফ : আয়াত-২৯)

হাদীস : স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا: خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ.

অর্থ : বুসর ইবনে সা'য়ীদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি তার ভাই-এর সালাতের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার পরিণাম সম্পর্কে জানতো, তবে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো । রাবী আরো বলেন- আমার জানা নেই যে, তিনি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম বলছেন কিনা ।

(তিরমিযী হাদীস নং ৯৪৫)

দু'আ : খাওয়া শেষে দস্তরখানা উঠানোর সময় দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَفْتَى عَنْهُ رَبَّنَا.

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওদ্বা'ইন ওয়ালা মুস্তাফতায়্যিন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময় । হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অশ্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না ।

(বুখারী, মিশকাত হাদীস : ৪০১৭)



০৭ আগস্ট

কুরআন : কর্ণ, চক্ষু ও ত্বকও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ  
وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ : তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।

(৪১-সিজদাহ : আয়াত-২২)

হাদীস : মৃত্যুর পর তার পরকালীন আবাসস্থল দেখানো হয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ  
مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ  
النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান) স্থল দেখানো হয় আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এভাবে দেখানো হয়)।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৮৯, হাদীস ১৩৭৯)

দু'আ : দুখ পানের দু'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করে দিন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস : ৪০৯৮)



০৮ আগস্ট

কুরআন : ব্যভিচার করা তো দূরের কথা তার নিকটবর্তী হওয়া নিষেধ

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

অর্থ : তোমরা যিনার নিকটবর্তী হইও না। নিশ্চয় তা একটি বেহায়া পস্থা এবং অসভ্যতার দিকে যাওয়ার মতো একটা খারাপ রাস্তা। (১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২)

হাদীস : শরীর, চক্ষু ও স্ত্রীর অধিকার

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তুমি এরূপ কর না; বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদত কর এবং নিদ্রা যাও। কেননা, নিশ্চয় তোমার শরীরের ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার ওপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে। (বুখারী হাদীস : ৫১৯৯)

দু'আ : বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহ্ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইয়র।

অর্থ : এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস : ২৩৩২)



০৯ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ ক্ষমা লাভের উপায়

وَلَكِنْ قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

অর্থ : তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এইসব (দুনিয়াদার) লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা থেকে অনেক উত্তম ।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৫৭)

হাদীস : মানুষ যদি জানত তাহলে হাসত খুব কম এবং কাঁদত অধিক

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أُمَّتَهُ تَرْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই । তিনি তাঁর কোনো বান্দা নর হোক কি নারী হোক তার ব্যভিচার তিনি দেখতে চান না । হে উম্মতে মুহাম্মদী! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে অধিক অধিক । (বুখারী হাদীস : ৫২২১)

দু'আ : বাসর ঘরে পাঠ করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকু খাইরাহা ওয়া খাইরামা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা আলাই ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছে তা প্রার্থনা করছি । আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছে তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি । (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হাদীস : ২৪৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হাদীস : ২৩৩৩)





১০ আগস্ট

কুরআন : প্রকৃত মুমিন ও সত্যবাদীর পরিচয়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا وَجْهَهُمْ وَأَبْأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .

অর্থ : প্রকৃত মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের ও জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।

(৪৯-আল হজুরাত : আয়াত-১৫)

হাদীস : বিধবা ও মিসকীনকে সাহায্য করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَسَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ  
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত।

(বুখারী হাদীস : ৫৩৫০)

দু'আ : বাসর রাতে দু'রাকআত ছালাত পড়া এবং দু'আ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لَهُمْ فِي أَلْهَمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ  
وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মা বারিক লী ফী আহলী ওয়া বারিক লাল্‌হুম ফিইয়্যা, আল্লাহ্‌ম্মাজমা বাইনানা মা জামা'তা বিখাইরিন ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা ইয়া ফাররাক্বতা ইলা খাইর।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান কর এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভালো একত্রিত করেছে তা আমাদের মাঝে একত্রিত কর। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ কর তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ কর। (আদাবুয যিফাফ, পৃ: ৯৬, বঙ্গনুবাদ পৃ: ২৭।)



১১ আগস্ট

কুরআন : মুমিনরাই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর হুকুম মানে

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ : মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৫১)

হাদীস : স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষের গমন (হারাম)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ قَالَ الْحَمَوُ الْمَوْتُ.

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। (বুখারী হাদীস : ৫২৩২)

দু'আ : স্ত্রীর মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা রাক্বাতানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হাদীস : ২৩০৪)



১২ আগস্ট

কুরআন : কু ধারণা পোষণ করা গুনাহ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! খুব বেশি অনুমান বা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, অনেক কু-ধারণা গোনাহের নামান্তর। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। (৪৯-হজুরাত : আয়াত-১২)

হাদীস : এক মহিলা অন্য মহিলার দেহের বর্ণনা যেন কারো কাছে না দেয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَمَهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- কোনো নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর দেহের বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে (ঐ নারীকে) চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে। (বুখারী হাদীস : ৫২৪০)

দু'আ : যুদ্ধে বের হওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ أَنْتَ غَضِبْتَنِي وَنَصَبْتَنِي بِكَ أَحْوَلُ وَبِكَ أَصْوَلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ .

উচ্চারণ: আল্লাহুমা আনতা আদুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহুলু ওয়া বিকা আছুলু ওয়া বিকা উক্বাতিলু।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহু বল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।

(তিরমিথী, আবু দাউদ হাদীস : ২৬৩২; মিশকাত হাদীস : ২৩২৭)



১৩ আগস্ট

কুরআন : ফাসিকদের সংবাদ যাচাই-বাছাই করা অপরিহার্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে কোনো কিছু করে বসার পূর্বে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখ, যাতে অন্ততপ্ত না হও । (৪৯-আল হজুরাত : আয়াত-৬)

হাদীস : কিয়ামতের ময়দানে মানুষের ঘাম ঝরবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِئُهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে । এমনি ক তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনি কান পর্যন্ত ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৪৭, হাদীস ৬৫৩২)

দু'আ : জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ রাব্বুল আরশিল আযীম, লাইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম ।

অর্থ : সহনশীল মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই । আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রতিপালক । আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব ।

(মুত্তাফাঙ্কু আলাইহ, মিশকাত হাদীস : ২৩০৫)



১৪ আগস্ট

কুরআন : অতি ক্ষুদ্র পাপ-পুণ্যও বিচারে আসবে

يُبَيِّنُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ .

অর্থ : হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুস্বদর্শী সর্বজ্ঞ ।

(৩১-লুকমান : আয়াত-১৬)

হাদীস : পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব ।

\* (বুখারী হাদীস : ৫৩৫২)

দু'আ : রোগ নিরাময়ের জন্য দু'আ করা

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا .

উচ্চারণ : আযবিহিল বাসি রাব্বাননাসি ওয়াশফি আনতাশ শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লাইউগাদিরু সাক্বামা ।

অর্থ : হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী । তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোনো রোগীকে ।

(মুত্তাফাফু আলাইহ, মিশকাত হাদীস : ১৪৪৪)



১৫ আগস্ট

কুরআন : অহংকার, অবজ্ঞা ও দাস্তিকতাকে আল্লাহ ঘৃণা করেন

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .

অর্থ : অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের ওপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোনো আত্ম-অহংকারী দাস্তিক মানুষকে ভালবাসেন না। (৩১-লুকমান : আয়াত-১৮)

হাদীস : ইমাম হওয়ার অধিক হকদার যে

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْرَهُمْ سِنًّا. وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ بَيْتِهِ إِلَّا بِأَذْنِهِ.

অর্থ : আবু মাসউদ আনসারী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এরশাদ করেন, আল্লাহর কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামত করবে, সুন্নাহর ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে অগ্রে হিজরত করেছে সে; আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না। (তিরমিযী হাদীস : ২৩৫)

দু'আ : জীবনের নিরাশার সময় বলবে

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقِيقِي بِالرَّفِيقِي الْأَعْلَى

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহাক্বীনী বিররফীক্বিল আলা

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বুখারী, ৭/১০)



১৬ আগস্ট

কুরআন : বিনয়ী ও নম্রভাবে চলাফেরা করা

يُبْتِئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  
 إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ  
 مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ  
 صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

১৭. হে আমার ছেলে! সালাত কয়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ হল দৃঢ় সংকল্পের কাজ।
১৮. আর তুমি অহংকারবশত মানুষকে অবহেলা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দান্তিক, অহংকারকারীকে ভালোবাসেন না।
১৯. আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমার আওয়াজ নিচু কর। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো, গাঁধার আওয়াজ।

(৩১-লুকমান : আয়াত-১৭-১৯)

হাদীস : পরিবার-পরিজনের ওপর ব্যয় করা ওয়াজিব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى  
 وَابْتِدَاءِ بِنْتِنِ تَعْوُنِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম দান তা-ই, যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে শুরু কর। (বুখারী হাদীস : ৫৩৫৬)

দু'আ : মজলিসের মধ্যে পঠিতব্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

উচ্চারণ : রাব্বিগফীরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তওয়াবুল গাফুর।

অর্থ : হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮১)



১৭ আগস্ট

কুরআন : হস্তি বাহিনীর সাথে আল্লাহর আচরণ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَ  
 أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ  
 كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

১. তুমি কি দেখনি, তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্য আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন?
২. তিনি কি (সে সময়) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাত্ন করে দেননি?
৩. এবং তিনি তাদের ওপর আবাবীল (ঝাঁকে-ঝাঁকে) পাখী পাঠিয়েছেন।
৪. যে পাখীগুলো এ সুসজ্জিত বাহিনীর ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিল।
৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে জস্ত-জানোয়ারের ভক্ষিত চর্বিত ঘাস-পাতার মতো করে দিলেন। (১০৫-আল ফীল : আয়াত-১-৫)

হাদীস : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর পরিবারের অবস্থা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعَ أَلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى  
 قُبِضَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত একনাগাড়ে তিনদিন পরিতৃপ্তির সাথে আহার করতে পারেননি। (বুখারী হাদীস : ৫৩৭৪)

দু'আ : মজলিসের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুবহানা কা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাআনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে ফিরে যাই।

(তিরমিহী, মিশকাত, পৃ: ২১৪)





১৮ আগস্ট

কুরআন : প্রকৃত ও সফল মুমিনদের গুণাবলি

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ  
حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ  
ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ.

১. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে।
২. যারা তাদের নামাযে বিনয়ী ও ভীত থাকে।
৩. যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।
৪. যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।
৫. যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফযত করে।
৬. তাদের স্ত্রীদের ও ডান হাতের অধিকারী দাসীদের কাছে ছাড়া।
৭. এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না।
৮. অবশ্য যারা এর বাইরে আরও কিছু চায় তারাই সীমা লংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (২৩-মুমিনুন : আয়াত-১-৮)

হাদীস : নিজ পরিবারে গৃহকর্তার কাজকর্ম

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي  
الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ.

অর্থ : আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাযি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন- তিনি ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন, যখন আযান শুন্তেন, তখন বেরিয়ে পড়তেন। (বুখারী হাদীস : ৫৩৬৩)

দু'আ : কুরআন তিলাওয়াত ও মজলিস শেষের দু'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ তোমার প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তোমার নিকট ক্ষমা ও তওবা প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)



১৯ আগস্ট

কুরআন : মুমিনরা আল্লাহর শত্রুর সাথে সম্পর্কে রাখে না

أَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ.

অর্থ : যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদের তুমি কখনো আল্লাহর শত্রুদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখবে না। হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও নিকট আত্মীয়। (৫৮-মুজাদালা : আয়াত-২২)

হাদীস : মদ পান করা ও তা থেকে তওবা না করার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। (বুখারী হাদীস : ৫৫৭৫)

দু'আ : ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দু'আ

بَارِكْ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّهَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহ্ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা ইন্নামা জাযাউস সালানফিল হামদু ওয়াল আদাউ।

অর্থ : আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময় মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা। (ইবনে মাজাহ, পৃ: ১৭৪)



২০ আগস্ট

কুরআন : অহংকার করা নিষেধ

وَلَا تَسْهَى فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا .

অর্থ : তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয় তুমি জমিনকে ভেদ করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছাতে পারবে না।

(১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৭)

হাদীস : আহারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رِبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ .

অর্থ : আবু নু'আইম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একদা কিছু খাবার আনা হলো, তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর পোষ্য 'ওমর ইবনে আবু সালামা। তিনি বললেন- "বিসমিল্লাহ" বল এবং নিজের কাছের দিক থেকে খাও। (বুখারী হাদীস : ৫৩৭৮)

দু'আ : শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমালাআ'লাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ছহীহুল জামে ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩)



২১ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করলে তাঁর বিনিময় অবধারিত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ .

অর্থ : হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-৭)

হাদীস : আহার ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْسَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعَلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ قَالَ بِوَأَسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জন, জুতা পরিধান এবং চুল আঁচড়ানোতে সাধ্যমত ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৩৮০)

দু'আ : বাজারে প্রবেশের দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলাকুল্লি শাইয়িং কাদীর।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সকল বিষয়ের কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(তিরমিযী, মিশকাত, পৃ: ২১৪, সনদ ছহীহ)



২২ আগস্ট

কুরআন : অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকা

وَإِذَا سَبَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ.

অর্থ : তারা যদি কোনো অর্থহীন উক্তি শুনতে পায় তখন তারা একথা বলে তা হতে আলাদা হয়ে যায়, “আমাদের আমল আমাদের জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে।” (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-৫৫)

হাদীস ; মু'মিন এক পেটে খায়

عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِسِسْكَينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ سَبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

অর্থ : মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (রহ.) নাফি (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে ওমর رضي الله عنه ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ না তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে আনা হতো। একদা আমি তাঁর সাথে বসে খাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি খুব অধিক আহার করল। তিনি বললেন- নাফি! এমন মানুষকে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন এক পেটে খায়। আর কাফির সাত পেটে খায়। (বুখারী হাদীস : ৫৩৯৩)

দু'আ : ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দু'আ

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.

উচ্চারণ : ছুবহানাকা তুবতু ইলাইকা ওয়া আনাআওয়ালুল মু'মিনীন।

অর্থ : মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি প্রথম বিশ্বাসী। (৭-আ'রাফ-১৪৩)



২৩ আগস্ট

কুরআন : রাসূল ﷺ-এর অনুসরণই হেদায়াত লাভের উপায়

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ.

অর্থ : যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

(২৪-নূর : আয়াত-৫৪)

হাদীস : স্ত্রীর জন্য খাদিম এর চেয়ে নফল ইবাদত উত্তম

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ إِلَّا أُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنْامِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ سَفِيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ فَمَا تَرَ كُتُبَهَا بَعْدَ قَيْلٍ وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ.

অর্থ : আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। ফাতিমা رضي الله عنها একটি খাদিম চাইতে নবী صلى الله عليه وسلم-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন- আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অধিক কল্যাণদায়ক বিষয়ে খবর দিব না? তুমি শয়নকালে তেত্রিশবার 'সুবহানালাহ' তেত্রিশবার 'আল হামদুলিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। পরে সুফইয়ান বলেন, এর মধ্যে যে কোনো একটি চৌত্রিশবার। আলী رضي الله عنه বলেন : অতঃপর কখনও আমি এগুলো ছাড়িনি। জিজ্ঞেস করা হলো সিফফীনের রাতেও না? তিনি বললেন, সিফফীনের রাতেও না। (বুখারী হাদীস : ৫৩৬২)

দু'আ : ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির জন্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : রাবিগফিরলী ওয়ালী আখী ওয়া আদখিলনাফী রাহমাতিকা ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও, আর দয়ালুদের মধ্যেই তুমিই শ্রেষ্ঠ।

(৭-আ'রাফ : ১৫১)



২৪ আগস্ট

কুরআন : কিয়ামতের দিন মানুষ বহুদলে বের হবে

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

৬. সেদিন [কিয়ামতের দিন] মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে ।

৭. কেউ অণুপরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে ।

৮. এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে ।

(৯৯-যিলযাল : আয়াত-৬-৮)

হাদীস : খাবার পানিতে নিঃশ্বাস ছাড়া এবং ডান হাতে শৌচকার্য না করা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسُحُ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ .

অর্থ : আবদুল্লাহ পিতা আবু ক্বাতাদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে সে যেন তখন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে । আর তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব করে, সে যেন ডান হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তোমাদের কেউ যখন শৌচ কার্য করে তখন সে যেন ডান হাতে তা না করে । (বুখারী হাদীস : ৫৬৩০)

দু'আ : তওবা ও ক্ষমার জন্য দু'আ

أَنْتَ وَلِيَّتُنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ .

উচ্চারণ : আনতা ওয়ালিয়্যুনা ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরীন ।

অর্থ : তুমিই তো আমাদের অভিভাবক । সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ।

(৭-আ'রাফ : ১৫৫)



২৫ আগস্ট

কুরআন : মানুষের ওপর আল্লাহ খবরদার ও ক্ষমতাবান

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ . أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ . يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبِّدًا . أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ .

৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম-নির্ভর করে ।

৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

৬. সে বলে : আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি ।

৭. সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখছে না? (১০- বালাদ : আয়াত-৪- ৭)

হাদীস : দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا .

অর্থ : সুমামাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - এর নিয়ম ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পাত্র হতে পানি পান করতেন । তিনি মনে করতেন যে, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন ।

(বুখারী হাদীস : ৫৬৩১)

দু'আ : দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'আ

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّآ هُدْنَا اِلَيْكَ .

উচ্চারণ : ওয়াকতুব লানাফী হাযিহিদ্দুনইয়া হাছানাভাও ওয়াফিল আখিরাতি ইন্না হুদনা ইলাইকা

অর্থ : আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি । (৪-আ'রাফ : ১৫৬)





২৬ আগস্ট

কুরআন : কিয়ামতের দিন কিছু মুখ উজ্জ্বল এবং কিছু কালো হবে

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

অর্থ : সে [কিয়ামতের] দিন [নিজেদের নেক আমল দেখে] কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, আবার কিছু লোকের চেহারা [ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর] কালো [ও বিশী] হয়ে পড়বে, সুতরাং যাদের মুখ [সেদিন] কালো হয়ে যাবে [তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে], ঈমানের [নিয়ামত পাওয়ার] পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল [হিসাবে] এ আযাব উপভোগ করতে থাকো । (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১০৬)

হাদীস : রোগ গুনাহের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন- মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট ক্রেশ, রোগ-ব্যাদি, উদ্বেগ-উৎকর্ষা, দৃষ্টিশ্রা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবার মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন । (বুখারী হাদীস : আয়াত-৫৬৪১-৫৬৪২)

দু'আ : আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

উচ্চারণ : ইন্নী তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম মামিন দাব বাতিন ইল্লাহুওয়া আখিয়ুন বিনাছিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা চিরাত্বিম মুছতাক্বীম ।

অর্থ : আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর, এমন কোনো জীব-জন্তু নেই যে তার পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নয় । আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন । (১১-হূদ : ৫৬)



২৭ আগস্ট

কুরআন : মদ ও জুয়ায় উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল - এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোনো কোনো লোকের (কিছু) উপকার আছে। কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর। তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমাণ) ব্যয় করবে? তুমি বল - যা তোমাদের উদ্ধৃত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ। (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৯)

হাদীস : আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে দুঃখে-কষ্টে পতিত করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন।

(বুখারী হাদীস : ৫৬৪৫)

দু'আ : সংশোধনের জন্য তাওফীক কামনার দু'আ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

উচ্চারণ: ইন উরীদু ইল্লাহ ইছলাহা মাছতাত্বাতু ওয়ামাতাওফীক্বী ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্বালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

অর্থ : আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে, আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী।

(১১-হূদ : ৮৮)



২৮ আগস্ট

কুরআন : মারাত্মক গুনা ক্ষমা হয় তওবা দ্বারা

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا  
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ.

অর্থ : এবং যখন কেউ অশীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে, সে ব্যাপারে জেনে গুনে হঠকারিতা করে না। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৫)

হাদীস : রোগাক্রান্ত হলে গুনাহ ঝরে যায়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا  
وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلُ مَا مِنْ  
مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম- নিশ্চয় আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি এও বললাম যে, এটা এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন- হ্যাঁ। যে কেউ রোগাক্রান্ত হয়, তা থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছ হতে তার পাতাগুলো ঝরে যায়। (বুখারী হাদীস : ৫৬৪৭)

দু'আ : বিপদ-মহিবতে ধৈর্য ধারণ করার দু'আ

فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.

উচ্চারণ: ফাহাবরুন জ্বামীলুন অল্লাহুল মুহতাআনু আ'লা মাতাছিফুন।

অর্থ : সূতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যের স্থল। (১২-ইউসুফ : ১৮)



২৯ আগস্ট

কুরআন : সীমালঙ্ঘনের পর তওবা করলে মাগফিরাত পাওয়া যাবে

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

অর্থ : অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করার পর (চুরি করার পর) তওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

(৫-আল মায়িদা : আয়াত-৩৯)

হাদীস : মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَمَتِّتَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي.

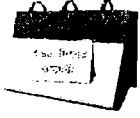
অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়। (বুখারী হাদীস : ৫৬৭১)

দু'আ : আল্লাহর আদেশে বিজয়ের জন্য দু'আ

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

উচ্চারণ : ওয়াল্লাহি গালিবুন আ'লাআমরিহী ওয়ালা কিন্না আকছারান্নাছি লা ইয়া'লামুন।

অর্থ : আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (১২-ইউসুফ : ২১)



৩০ আগস্ট

কুরআন : মদ, জুয়া, মূর্তি লটারীর তীর হারাম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়। এটা শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (৫-আল মায়িদা : আয়াত-৯০)

হাদীস : দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের একভাগ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَأَنَّكَ لَكَافِيَةٌ قَالَ فَطَلْتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا أَكْثَرَهُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো ঊনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫৯ : সৃষ্টির সূচনা, অধ্যায় ১০, হাদীস ৩২৬৫; মুসলিম, পর্ব ৫১ : জান্নাত, তার বিবরণ, অধ্যায় ১২, হাদীস ২৮৪৩)

দু'আ : সন্তানাদি হেফায়তের দু'আ

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

উচ্চারণ : ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাও ওয়াহুওয়া আরহামুর রাহিমীন।

অর্থ : আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(১২-ইউসুফ : ৬৪)



৩১ আগস্ট

কুরআন : আল্লাহ অহংকারীকে ভালবাসেন না

لَا جَزْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ .

অর্থ : এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না । (১৬-আন নাহল : আয়াত-২৩)

হাদীস : মহিলাদের কানের দুল ও হাতের কংকন সদকা করা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقَلْبَ وَالْخُرْصَ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বের হলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এর আগে ও পরে কোনো সালাত আদায় করেননি । এরপর তিনি বিলাল رضي الله عنه কে সাথে নিয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন । তাদের উপদেশ দিলেন এবং সদকা করার নির্দেশ দিলেন । তখন মহিলাগণ কানের দুল ও হাতের কংকন ছুঁড়ে মারতে লাগলেন ।

(বুখারী হাদীস : ১৪৩১)

দু'আ : বিপদ-আপদে ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দু'আ

فَصَبِّرْ وَجَبِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

উচ্চারণ : ফাছাবরুন জ্বামীলুন আ'ছাল্লাহ আন ইয়াতিয়ানী বিহিম জ্বামীআন ইল্লাহ হুওয়াল আলীমুল হাকীম ।

অর্থ : সূতরাং পূর্ণ ধৈর্য-ধারণাই আমার পক্ষে শ্রেয়, হয়তো আল্লাহ তাদের এক সাথে আমার নিকট এনে দেবেন । নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

(১২-ইউসুফ : ৮৩)



৯. সেপ্টেম্বর



## ০১ সেপ্টেম্বর

কুরআন : তওবা কবুল হওয়ার শর্ত

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অর্থ : আল্লাহর কাছে তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তওবা করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহতো মহাজ্ঞানী ও হেকমতওয়ালা। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭)

হাদীস : জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنَ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالنَّاءِ.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها সূত্রে নবী صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- জ্বর হয় জাহান্নামের তাপ থেকে। কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

(বুখারী হাদীস : ৩২৬৩)

দু'আ : দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করার দু'আ

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

উচ্চারণ : ইন্নামা আশকু বাছহী ওয়া হুযনি-ইলাল্লা-হ অআ'লামু মিনাল্লাহি মালাতা'লামুন।

অর্থ : আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না।

(১২-ইউসুফ : ৮৬)





০২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : স্বীয় সম্মানকে লুকমান (আ)-এর উপদেশ

يُبْتِئُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .

অর্থ : সালাত কয়েম কর, ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর এবং আপদে বিপদে ধৈর্যধারণ কর, এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ । (৩১-লুকমান : আয়াত-১৭)

হাদীস : পুরুষ নারীর বেশ ধারণ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ এ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে ও যারা পুরুষের বেশ ধরে । (বুখারী হাদীস : ৫৮৮৫)

দু'আ : ইসলামের ওপর মৃত্যু ও নেককার লোকদের সাথে একত্রিত হওয়ার দু'আ

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِّقْنِي  
بِالصَّالِحِينَ

উচ্চারণ : ফাত্বিরাছ ছামাওয়াতি অল আরছি আনতা অলিয়ীফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাতি তাওয়াফফানী মুছলিমাও ওয়া আলহিক্বনী বিছছালিহীন ।

অর্থ : হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক । তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়দের অন্তর্ভুক্ত কর । (১২-ইউসুফ : ১০১)



০৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আশ্রয় যদি মুশরিকও চায়, দিতে হবে

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ.

অর্থ : মুশরিকদের মধ্যে কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর- যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে ।

(৯-তওবা : আয়াত-৬)

হাদীস : অহংকারের সাথে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া কবিরা শুনাহ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدًا شَقِيٌّ إِزَارِي يَسْتَوْرِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَسْتَ مِنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার বশত নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (দয়ার) দৃষ্টি দিবেন না । তখন আবু বকর رضي الله عنه বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে থাকে, আমি তাতে গিরা না দিলে । নবী صلى الله عليه وسلم বললেন : যারা অহংকার বশত এমন করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও । (যুখারী হাদীস : ৫৭৮৪)

দু'আ : নিরাপত্তার জন্য দু'আ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمَ مَا نَخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

উচ্চারণ: রাক্বানা-ইন্বাকা তা'লামু মা-নুখফী অমা-নু'লিনু অমা-ইয়াখফা-আ'লাল্লা-হি মিন শাইইন ফিল আরদ্বি অলা-ফিছছামা-ই ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না । (১৪-ইবরাহীম : ৩৮)



০৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তির ওপর তার শক্তির অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না, সে যা কিছু (নেকী) অর্জন করেছে তার জন্য তার সওয়াব হবে, আর যা কিছু (পাপ) অর্জন করবে এর শাস্তিও তার ওপর হবে।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২৮৬)

হাদীস : মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার কোনো নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। বান্দা তখন বলবে, হে আমার প্রভু আমার জন্য এসব কোথা থেকে কী কারণে এল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। (ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেছেন : হাদীস : ১০৬১১)

দু'আ : সত্য পথের সন্ধানের জন্য দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হায়িয়ালানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজে থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

(১৮-আল-কাহফ : ১০)



০৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন । আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন । (৬৫-তালাক : আয়াত-৩)

হাদীস : নাভির নিচের পশম কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গৌফ খাটো করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْتِفِ الْأَبْطُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটি :

১. খাতনা করা,
২. ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে),
৩. বগলের পশম উপড়ে ফেলা,
৪. নখ কাটা ও
৫. গৌফ খাটো করা । (বুখারী হাদীস : ৫৮৮৯)

দু'আ : মুশরিকদের থেকে দূরে থাকার দু'আ

رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا .

উচ্চারণ : রাব্বুনা রাব্বুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরছি লান নাদউওয়া মিন দুনিহী ইলাহান লাক্বাদ কুলনাইয়া শাত্বাত্বা ।

অর্থ : আমাদের প্রতিপালক আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক! আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে । (১৮-আল-কাহফ : ১৪)



০৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : দুঃখের সাথে আছে সুখ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب .

৫. কষ্টের সাথেই তো রয়েছে স্বস্তি ।

৬. অবশ্যই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি ।

৭. অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর ।

৮. এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর । (৯৪-ইনশিরাহ : আয়াত-৫-৮)

হাদীস : বান্দা আল্লাহর দিকে আসলে আল্লাহও তার দিকে আসেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَسْتَشِيءُ أَتَيْتُهُ هَرَوْلَةً .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুলাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যে রূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে থাকে । আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে । যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি । আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি । যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'বাহু অগ্রসর হই । আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই । (বুখারী : হাদীস ৭৪০৫)

দু'আ : কল্যাণকর কাজের সঞ্চানের জন্য দু'আ

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .

উচ্চারণ : আছা আইইয়াহ দিয়ানি রাব্বি লাআক্বরাবা মিনহাযা রাশাদা ।

অর্থ : সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন । (৪৬-আহকাফ : ২৪)



০৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য গুনা ক্ষমা করেন

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا .

অর্থ : আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (৪-আন নিসা : আয়াত-৪৮)

হাদীস : আনাস رضي الله عنه রাসূল ﷺ এর খাদেম ছিলেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنْسًا غُلَامًا كَتَبْتُ فَلِي خَدْمَكَ قَالَ فَخَدَّمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ بِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করলেন, তখন আবু তালহা رضي الله عنه আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন সতর্কবান ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোনো দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করিনি? (সহীহ বুখারী : হাদীস ৬৯১১)

দু'আ : নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার দু'আ

مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ .

উচ্চারণ : মা মাক্কানী ফীহি রাব্বী খাইরুন।

অর্থ : আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট।

(১৮-আল-কাহফ : ৯৫)



০৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের পথ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ : অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে, আর তার রবের দাসত্ব ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে।

(১৮-কাহাফ : আয়াত- ১১০)

হাদীস : যে ঘরে জীবের ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ.

অর্থ : আবু ত্বালহা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ঐ ঘরেও না, যে ঘরে ছবি থাকে। (বুখারী হাদীস : ৫৯৪৯)

দু'আ : কোনো ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনার দু'আ

هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

উচ্চারণ : হাযা রাহমাতুম মির রাব্বী ফাইযা জ্বাআ ওয়া'দু রাব্বী জ্বাআনাছ দাক্বাআ ওয়াকানা ওয়াদু রাব্বী হাক্বা।

অর্থ : এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। (৪৬-আহকাফ : ৯৮)



০৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ .

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছ তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম । (৭-আল আরাফ : আয়াত-১৯৭)

হাদীস ; পিতা-মাতার নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

অর্থ : সা'দ ইবনে হাফস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটকে রাখা, যে জিনিস গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ঠিক নয় তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া । আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা । (বুখারী হাদীস : ৫৯৭৫)

দু'আ : নেককার সন্তান লাভের জন্য দু'আ

رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا .

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নী-অহনাল আ'জমু মিন্নী-ওয়াশতাআ'লার রা'ছু শাইবাও ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাক্বিয়া ।

অর্থ : হে প্রভু আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি । (১৯-মারইয়াম : ৪)





১০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : কল্যাণ ও ক্ষতি করার মালিক আল্লাহ

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (১০-ইউনুস : আয়াত-১০৭)

হাদীস : রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করলে রিয়ক বৃদ্ধি পায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। (বুখারী হাদীস : ৫৯৮৫)

দু'আ : অত্যাচারের আশংকার সময়ের দু'আ

رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى.

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আই ইয়াপ রুত্বা আ'লাইনাআও আই ইয়াত্বুগা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি, সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। (২০-ত্বহা : ৪৫)



১১ সেপ্টেম্বর

৫৬

কুরআন : গায়েবের চাবিকাঠি শুধু আল্লাহর হাতে

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.

অর্থ : সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহর) নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। (৬-আল আন'আম : আয়াত-৫৯)

হাদীস : মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهِبِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَقَى.

অর্থ : নু'মান ইবনে বশীর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।

(বুখারী হাদীস : ৬০১১)

দু'আ : অহংকারীদের সামনে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

উচ্চারণ : রাক্বনাল্লাযী আ'ত্বোয়া কুল্লা শাইয়িন খালক্বাহু ছুম্মা হাদা।

অর্থ : আমার প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। (২০-স্বহা : ৫০)



১২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মূর্তিগুলো কিছই শোনে না

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا  
دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَبِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ .

১৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দু'আ বা প্রার্থনা কর, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসেরও মালিকও নয় ।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের দু'আ শুনতে পায় না, শুনলেও তোমাদেরকে কোনো জবাব দিতে পারে না । (৩৫-ফাতির : আয়াত-১৩-১৪ )

হাদীস : কথা বললে ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-  
যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার  
মেহমানকে সম্মান করে । যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার  
প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে । যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে,  
সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে । (বুখারী হাদীস : ৬০১৮)

দু'আ : বালা মুসিবত থেকে মুক্তির দু'আ

أَيُّ مَسْنِيٍّ الضَّرْبُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

উচ্চারণ : আন্বী মাছছানিয়াধদুররু ওয়াআনতা আরহামুর রাহীমিন ।

অর্থ : আমি দুঃখে কষ্টে পড়েছি, তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

(২১-আম্বিয়া : ৮৩)



১৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ভ্রান্ত ইলাহ তো নিজেরাই সৃষ্ট বস্তু

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ  
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نَشُورًا .

অর্থ : আর তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের অপকার অথবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের ওপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না ।

(২৫-আল ফুরকান : আয়াত-৩)

হাদীস : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে ভালবাসা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى  
يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَ حَتَّى أَنْ يُقَدِّفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ  
إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ سِوَاهُمَا .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসবে, আর যতক্ষণ না সে যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাবার চেয়ে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে না করবে, এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হবেন । (বুখারী হাদীস : ৬০৪১)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দো'আ

بِسْمِ اللَّهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি । (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)



১৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : শিরকীর জন্য কঠিন শাস্তি

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ - وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

২১৩. তুমি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবে না, ডাকলে তুমি শাস্তিপ्राপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২১৪. তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও।

(২৬-আশ ওআ'রা : আয়াত-২১৩-২১৪)

হাদীস : কাউকে কাফির বলা যাবে না

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزِمُنِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمُنِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ.

অর্থ : আবু যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা, অপরজন যদি তা না হয়, তবে সে অপবাদ তার নিজের ওপরই আপতিত হবে। (বুখারী হাদীস : ৬০৪৫)

দু'আ : জাহান্নামের আশুন থেকে বাঁচার দু'আ

رَبَّنَا اضْرِبْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَائِثٌ مُسْتَفْرَأٌ  
وَمُقَامًا.

উচ্চারণ: রাব্বানাছরিফ আন্না আজাবা জাহান্নামা, ইন্নাহা আজাবাহা কানা গারামা। ইন্নাহা ছাআৎ মুস্তাফরাউ ওয়া মুক্বামা

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর, জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট। (২৫-আল-ফুরকান : ৬৫-৬৬)



১৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদ আসে না

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

অর্থ : আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (৬৪-আত্‌ তাগাবুন : আয়াত-১১)

হাদীস : চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ حَدِيثِهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .

অর্থ : হুয়াইফা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বললেন- আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী হাদীস : ৬০৫৬)

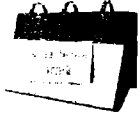
দু'আ : নেককার স্ত্রী, সন্তানাদি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

উচ্চারণ: রাব্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজ্বিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুররাতা আ'ইউনিন ওয়াজ্জাআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কর এবং আমাদের মুত্তাক্বীনদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(২৬-আল-ফুরকান : ৭৪)



১৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মুমিনরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করে

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে । (৬৪-আত্ তাগাবুন : আয়াত-১৩)

হাদীস : বিদআত করার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُزْفَعَنَّ مَعِيَ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لِيُخْتَلَجَنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে পৃথকভাবে হাউযে কাউসারের নিকট গিয়ে পৌছব । আর (ঐ সময়) তোমাদের কিছু সংখ্যক লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে । আবার আমার সামনে তাদেরকে হাউয থেকে নেয়া হবে । তখন আমি বলব- হে আমার প্রভু! এরা তো আমার উম্মত । তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কী কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ৫৩, হাদীস ৬৫৭৬)

দু'আ : বিশুদ্ধ অস্ত:করণের অধিকারী হওয়ার দু'আ

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

উচ্চারণ : ওয়ালা তুখজিনী ইয়াউমা ইউবআছুন । ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুও ওয়ালা বানুন । ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকালবিন ছালীম ।

অর্থ : আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাজ্জিত করো না । যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না । উপকৃত হবে কেবল সে যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অস্ত:করণ নিয়ে আসবে । (২৬-আশ গ্যারা-৮৭-৮৯)



১৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহ ছাড়া কেউই বিপদ দূর করে না

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَنْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

অর্থ : যদি আল্লাহ কারও ক্ষতি সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেউ নেই, আর যদি তিনি কারও কল্যাণ করেন, (তাহলে আল্লাহ সেটাও করতে পারেন) কেননা, তিনি সমস্ত কিছুর ওপর ক্ষমতাবান । (৬-আনআম : আয়াত-১৭)

হাদীস : লাইলাতুল কদরের সময় নির্দিষ্ট না থাকার কারণ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخَبِّرَ النَّاسَ بِبَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِأُخَبِّرْكُمْ فَتَلَاخَى فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَانْتَهَا رُفِعَتْ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের 'লাইলাতুল কাদর' সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বের হলেন । তখন দু'জন মুসলিম ঝগড়া করছিলেন । নবী ﷺ বললেন : আমি 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে তোমাদের খবর দিতে বেরিয়ে এসেছিলাম । এ সময় অমুক, অমুক ঝগড়া করছিল । এজন্য ঐ খবরের 'ইলম' আমার থেকে তুলে নেয়া হয়েছে । এটা হয়ত তোমাদের জন্য ভালোই হবে । অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে খোঁজ করবে । (বুখারী হাদীস : ৬০৪৯)

দু'আ : পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা ও বরকত হাসিলের জন্য দু'আ

وَأَنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ .

উচ্চারণ : ওয়াইল্লাহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । আল্লা তা'লু আলাইয়্যা অ'তুনী মুছলিমীন ।

অর্থ : অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে । আমার অবাধ্য হয়ো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও । (২৭-আন-নামল : ৩০-৩১)





১৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ইসলাম পরিপূর্ণ ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থ : আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের ধীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম) । (৫-মায়িদা : আয়াত-৩)

হাদীস : নিজে পরিশ্রম করে আয় করা অন্যের কাছে চাওয়া হতে উত্তম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোনো লোকের কাছে এসে চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভালো, চাই সে দিক বা না দিক । (বুখারী হাদীস : ১৪৭০)

দু'আ : বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মিওয়াল হুযানি ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়াদালা ইদদাইনি ওয়া গালাবাতির রিজালে ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে । (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১৭৩)



১৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : প্রকৃত মুমিনের নিশ্চিত বিজয়

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

অর্থ : নিরুৎসাহ হয়ো না, এবং দুঃখ কর না। তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

হাদীস : দু'মুখো লোক সম্পর্কিত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا بِوَجْهِهِ وَهَوْلًا بِوَجْهِهِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর কাছে ঐ লোককে সব থেকে খারাপ পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সম্মুখে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের সম্মুখে অন্য রূপে যেত। (বুখারী হাদীস : ৬০৫৮)

দু'আ : শক্তির ব্যক্তির অত্যাচারের আশংকায় পঠিত দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَحْزَابِهِ وَمِنْ خَلَائِقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى عَزَّ جَارَكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌মা রাক্বাস সামাওয়াতিস সাবইঈ, ওয়া রাক্বাল আরশিল আযীম। কুনলী জারান মিন ফুলানিবনি ফুলানিন, ওয়া আহযাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফরুত্বা আলাইয়্যা আহাদুম মিনহুম আউ ইয়াত্বুগা, আযযা জারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু! মহামহীয়ান আরশের প্রতিপালক! অমুকের ছেলে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, কেউ আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই।

(বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৭; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)



২০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যারা

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

১০৩. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাব যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ?

১০৪. (তারা হলো ঐসব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং তারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করেছে।

(১৮-আল কাহফ : আয়াত-১০৩-১০৪)

হাদীস : অন্যের দোষ সন্ধান করা ও হিংসা করা করা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। ধারণা বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ সন্ধান কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, পরস্পর হিংসা পোষণ কর না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কর না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী হাদীস : ৬০৬৪)

দু'আ : কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা লা সাহলা ইল্লা মাজা আলতাহ্‌ সাহলান ওয়া আনতা তাজআলুল হুজনি ইয়া শি'তা সাহলান।

অর্থ : হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করনি, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দূর) করতে পার।

(ইবনে হিব্বান-২৪২৭, ইবনে সুনী)



২১ সেপ্টেম্বর

কুরআন : চোখ, কান ও অন্তর জিজ্ঞাসিত হবে

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا .

অর্থ : যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুট না। নিশ্চয় তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছু (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।

(১৭-বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

হাদীস : নিজের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহও তা গোপন রাখবেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ امْتِي مُعَانِي إِلَّا  
الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ  
سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ  
وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই অন্যায় যে, কোনো লোক রাতের বেলা অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল। (বুখারী হাদীস : ৬০৬৯)

দু'আ : কোনো গোষ্ঠীকে ভয় পেলে যা বলবে

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাকফিনীহিম বিমা শিতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে ইচ্ছামতো সেরূপ আচরণ কর, যে রূপ আচরণের তারা হকদার।

(মুসলিম-৪/-২৩০০)



২২ সেপ্টেম্বর

কুরআন : চুপে চুপে কাতরভাবে আল্লাহকে ডাকা

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

অর্থ : তোমাদের রবকে কাতরভাবে ও চুপে চুপে তোমরা ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৫৫)

হাদীস : তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা নিষেধ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : আবু আইউব আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো লোকের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিনদিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে দেখা হলেও একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম লোক। (বুখারী হাদীস : ৬০৭৭)

দু'আ : রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ

أَعِيذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ غَيْرٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ: উয়ীযুকা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়্টানিন, ওয়াহাম্মাতিন ওয়ামিন কুল্লি আইনিল লাম্মাতিন।

অর্থ : আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী আল-মাদানী প্র. হা. ৩৩৭১; সহীহ আত-তিরমিযী হা. ২০৬০)



২৩ সেপ্টেম্বর

কুরআন : সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে চুপে চুপে ডাকা

وَإِذْ كَرَّرْنَا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .

অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের যিকির কর, সকাল-সন্ধ্যায় বিনয় ও নম্রতার সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি অমনোযোগীদের বা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না । (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

হাদীস : মিথ্যা কথা বলার পরিণাম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন- সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায় । আর মানুষ সত্যের ওপর অবিচল থেকে অবশেষে সিদ্দিক-এর দরজা লাভ করে । আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায় । আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । (বুখারী হাদীস : ৬০৯৪)

দু'আ : জ্ঞান অর্জনের দু'আ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

উচ্চারণ : ছুবহানাক লা ইলমালানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইল্লাকা আস্তাল আলীমুল হাকীম ।

অর্থ : আপনি মহান, পবিত্র আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই । নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । (২-আল বাকারা : ৩২)



২৪ সেপ্টেম্বর

কুরআন : প্রবৃত্তির অনুসরণ সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

অর্থ : আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ এই ধরণের যালেমকে কখনোই হেদায়াত দান করেন না। (২৮-আল কাসাস : আয়াত-৫০)

হাদীস : মুসলিম ভাইকে কাফির বললে তা নিজের ওপর বর্তায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدَهُمَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন : যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে ডাকে, তখন তা তাদের দু'জনের কোনো একজনের ওপর বর্তায়। (বুখারী হাদীস : ৬১০৩)

দু'আ : নিরাপত্তা ও রিয়কের জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَدَلًا أَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

উচ্চারণ : রাব্বিজ আল হাজাবালাদান আমিনাও ওয়ারযুক্ আহলাহ্ মিনাচ্ছামারাতি মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়ালইয়াওমিল আখিরি।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করবে তাদেরকে সব রকমের ফল রিয়ক হিসেবে দান কর। (২-আল বাকারা : আয়াত- ১২৬)



২৫ সেপ্টেম্বর

কুরআন : আল্লাহর ডাক না শুনলে তাঁর কোনো ক্ষতি নেই

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ  
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

অর্থ : যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারির ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(৪৬-আহকাফ : আয়াত-৩২)

হাদীস : প্রাণীর ছবি আঁকা ও ছবি টাঙ্গানো নিষেধ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَكَوَنَ  
وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَمَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ  
عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ .

অর্থ : আয়েশা রাযিহালাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা রাযিহালাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে বললেন- ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐসব লোকের যারা এ সব ছবি অঙ্কণ করে। (বুখারী হাদীস : ৬১০৯)

দু'আ : সৎ কাজ কবুলের জন্য দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

উচ্চারণ : রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আত্তাচ্ছামীউল আলীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (২-আল বাক্বারা : আয়াত-১২৭)





২৬ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ব্যক্তি ভালো কিছু চাইলে আল্লাহ তা করার শক্তি দেন

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.

অর্থ : যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (৪৮-মুহাম্মাদ : আয়াত-১৭)

হাদীস : দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা হওয়া উচিত

عَنْ ضِيَاءِ الْمُخْدِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِي أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ : জিয়া আল মাখদিসী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন- যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে। তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেন চারটি রোপন না করে সেখান থেকে না উঠে। (মুসনাদে আহমদ : ১২৯৮১)

দু'আ : ভবিষ্যৎ বংশধরের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِرِنَا مَنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়াজ্জাআলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিয়াতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা ওয়াআরিনা মানা ছিকানা ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আত্তাওয়াবুর রাহীম।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার আনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার অনুগত এক উম্মত কর। আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৮)



২৭ সেপ্টেম্বর

কুরআন : মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ  
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ  
الشُّكْرِينَ .

অর্থ : এবং মুহাম্মদ রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কিছুই নন; নিশ্চয় তাঁর পূর্বে  
রাসূলগণ বিগত হয়েছে। অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয়  
তাহলে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পিছনে ফিরে যায় তাতে  
সে আল্লাহর কোনোই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার  
প্রদান করেন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

হাদীস : নম্র হওয়া ও কঠোর না হওয়া

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَبِيِّ ﷺ وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تَسْكِنُوا وَلَا  
تُنْقِرُوا .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন-  
তোমরা নম্র হও এবং কঠোর হয়ো না। শাস্তি দান কর, বিদ্রোহ সৃষ্টি করো না।

(বুখারী হাদীস : ৬১২৫)

দু'আ : বিপদাপদে ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

উচ্চারণ : রাব্বানা আফরিগ আলাইনা-ছাবরাও ওয়াছাব্বিত আক্বদামানা  
ওয়ানছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচালিত  
রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর।

(২-আল বাক্বারা : আয়াত-২৪০)



২৮ সেপ্টেম্বর

কুরআন : যা উত্তম তা দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করা

إِدْفَعْ بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ.

অর্থ : মন্দের মোকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (২৩-আল মু'মিনুন : আয়াত-৯৬)

হাদীস : ক্রোধ এবং রাগ ধমনের উপায়

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاحِدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الْآ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

অর্থ : সুলাইমান ইবনে সুরদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ-এর সম্মুখেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপর জনকে এত রেগে গিয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ত, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিলাহি মিনাশ্শাইত্বুনির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী ﷺ কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বলল : আমি নিশ্চয় পাগল নই।

(বুখারী হাদীস : ৬১১৫)

দু'আ : আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রদর্শনের দু'আ

سِعْعَنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

উচ্চারণ : ছমি'না ওয়াআত্বানা গুফরা নাকা রাব্বানা ওয়াইলাইকাল মাছীর।

অর্থ : আমরা শুনেছি। এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকটে ফিরে যাব। (২-আল বাক্বারা : ৮৫)



২৯ সেপ্টেম্বর

কুরআন : ধৈর্যশীলদের প্রতিদান অসীম

قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ  
أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অর্থ : বল (আমার এই কথা) : হে আমার মু' মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (৩৯-আয যুমার : আয়াত-১০)

হাদীস : অমুসলিম-মুসলিমদের সালামের উত্তর দেয়ার নিয়ম

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَيَلِكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلَ هُوَ  
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

অর্থ : ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বললেন- 'ওয়াইলাকুম' অথবা 'ওয়াইহাকুম' (তোমাদের জন্য আফসোস) আমার পরে তোমরা আবার কাফির অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দেবে।

(বুখারী হাদীস : ৬১৬৬)

দু'আ : আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান সুদৃঢ় করার দু'আ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্বালাকা জামিউন্নাছি লিইয়াউমিল্লা রাইবাফীহি, ইন্বালাহা লাইউখলিফুল মীআদ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন সমবেত করবে এতে সন্দেহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

(৩-আলে-ইমরান : আয়াত-৯)



৩০ সেপ্টেম্বর

কুরআন : বুহতানের অপবাদ পরিচয় ও পরিণাম

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزْمِرْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

অর্থ : আর যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধের প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপবাদ (বুহতান) ও প্রকাশ্য পাপ বহন করে। (৪-আন নিসা : আয়াত-১১২)

হাদীস : কঠোরতা অবলম্বন না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَعَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةٌ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه তাদের বললেন- তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি অথবা একপাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। (বুখারী হাদীস : ৬১২৮)

দু'আ : মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ

رَبِّنَا إِنَّا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাখফিরলানা জুনুবানা ওয়াক্দিনা আজাবান্নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনয়ন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধসমূহ মাফ কর, জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর।

(৩-আল-ইমরান : আয়াত-১৬)



১০. অক্টোবর



০১ অক্টোবর

কুরআন : সৎকর্মের সওয়াব আল্লাহ অনেক বাড়িয়ে দেন

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ  
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ : কেউ যদি সৎকর্ম করে তাহলে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে মন্দ কর্ম করে, সে তো শাস্তি পাবে শুধু তার কর্ম অনুপাতে।

(২৮-আল কাফাস : আয়াত-৮৪)

হাদীস : মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খিদমত করা

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ  
فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَمَّى عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ  
حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ  
لِيَصُبْتُ.

অর্থ : আবু শুরায়হ কা'বী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিনদিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সদকাহ'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়। (অন্যসূত্রে) মালিক (রহ.) এ রকম বর্ণনা করার পর আরো অধিক বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

(বুখারী হাদীস : ৬১৩৫)

দু'আ : সৎকর্ম যা করা হয় তা কবুলের জন্য দু'আ

فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ: ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী- ইন্বাকা আস্তাচ্ছামীউল আলীম।

অর্থ: আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(৩-আল-ইমরান : আয়াত-৩৫)



০২ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.

অর্থ : নিশ্চই মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (৪- আন নিসা : আয়াত-১৪৫)।

হাদীস : ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা

عَنْ عَائِشَةَ   أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلَّهِ.

অর্থ : আয়েশা   হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ   কে যখন কোনো দু'টি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হত। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তা হলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে দূরে সরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ   কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

(বুখারী হাদীস : ৬১২৬)

দু'আ : শত্রুর ভয়ের সময় দু'আ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

উচ্চারণ: হাছবুনাল্লাহি ওয়ানিমা'ল ওয়াকীল।

অর্থ : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)





০৩ অক্টোবর

কুরআন : ওয়াদা পূর্ণ কর

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। (কারণ) প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৭-বনী ইসরাইল : আয়াত-৩৪)।

হাদীস : যে যে দলকে ভালবাসবে আখিরাতে তাদের সাথে থাকবে

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

অর্থ : আবু মুসা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি একদলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমালে) তাদের সমপর্যায়ের হতে পারেনি। তিনি বললেন- মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথি হবে।

(বুখারী হাদীস : ৬১৭০)

দু'আ : ফাসেকদের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার দু'আ

رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নী-লা-আমলিকু ইল্লা-নাফছী-আ আখী-ফাফরুক্ব বাইনানা-অ বাইনাল ক্বওমিল ফা-ছিক্বী-ন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারও ওপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (৫-আল মায়দা : আয়াত-২৫)



০৪ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের পরিচয়

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

অর্থ : আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয় ।

(২-আল বাকারা : আয়াত- ৮)

হাদীস : কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) শপথ ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা তোলা হবে এবং বলা হবে যে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন । (বুখারী হাদীস : ৬১৭৭)

দু'আ : আকাশ থেকে রিযিক অবতীর্ণের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَإِخْرَانًا  
وَآيَةً مِنْكَ جِ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বানা-আনযিল আলাইনা-মা-ইতাদাম মিনাছ্ছামা-ই  
তাকু-নু লানা-ই দাল্লি আওয়ালিনা- অ আ-খিরিনা-অ আ-ইয়াতাম মিনকা  
অরযুকনা- ওয়াআনতা খাইরুর রাযিক্বীন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ  
খাণ্ডগ প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের ও সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে  
নিদর্শন এবং আনন্দ উৎসব স্বরূপ এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর  
তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা । (৫-আল-মায়দা : আয়াত-১১৪)



০৫ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের ধোঁকাবাজি

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

অর্থ : তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের সাথে ধোঁকাবাজী করে, প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারো সাথে ধোঁকাবাজী করে না। অথচ তারা এ বিষয়টি অনুভব করতে পারে না। (২-আল বাকারা : আয়াত-৯)

হাদীস : কেউ হাই তুললে, সে যেন নিজের বাম হাত মুখে রাখে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَبْعَةٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدِّدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে তবে প্রত্যেক মুসলিম শোতা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তির হাই উঠলে সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে। কেননা, কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে। (বুখারী হাদীস : ৬২২৬)

দু'আ : আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের স্বীকৃতির দু'আ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

উচ্চারণ : ইন্নীওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জহিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাহ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ : নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৫-মায়েরা : আয়াত-৭৯)



০৬ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকদের স্বভাব

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

অর্থ : তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলত ।

(২-বাকারা : আয়াত-১০)

হাদীস : পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত । এক লোক নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন- তুমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন আর যাকে চেন না ।

(বুখারী হাদীস : ৬২৩৬)

দু'আ : হেদায়েত ও মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর বহাল থাকার জন্য দু'আ

إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

উচ্চারণ : ইন্নানীহাদানী রাব্বী ইলাছিরাত্বিম মুছতাক্বীম দীনান কিয়ামাম মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফান ওয়ামাকানা মিনাল মুশরিকীন ।

অর্থ : আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন । ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম । সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না । (৬-আল আনআম : আয়াত-১৬১)



০৭ অক্টোবর

কুরআন : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ - إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ .

১১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়। তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না, তখন তারা বলে - আমরা তো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী।
১২. সাবধান! নিশ্চয়ই তারাি অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝে না।

(২-বাকরা : আয়াত- ১১-১২)

হাদীস : কারো ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়া নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجُرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِسِقِّينِ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُ الرَّجُلُ لِيَطْعَنَهُ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, একবার জনৈক লোক নবী (সা)-এর এক কক্ষে উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, তা যেন আমি এখনও দেখছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজছিলেন।

(বুখারী হাদীস : ৬২৪২)

দু'আ : একগ্রন্থতার সাথে খাঁটিভাবে ইবাদত করার দু'আ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

উচ্চারণ : ইন্না ছালা-তী-অনুছুকী ওয়ামাহইয়া-ইয়া-ওয়ামামাতী লিল্লাহী রাব্বিল আলামীন।

অর্থ : আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। (৬-আল আনআম : আয়াত-১৬২)



০৮ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকী আচরণ

وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ  
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ.

অর্থ : এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকি। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৪)

হাদীস : যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّزَا  
أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَرِزْنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ وَالتَّنْفُسُ تَمَنَّى  
وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো দেখা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে। (বুখারী হাদীস : ৬২৪৩)

দু'আ : সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

উচ্চারণ : আলহমাদু লিল্লা হিল্লাযী হাদানা লিহাযা ওয়ামা কুন্না লিনহতদি লুলা আন হদানা লিল্লাহু।

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদের এ পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৪৩)



০৯ অক্টোবর

কুরআন : মুনাফিকী আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেবেন

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.

অর্থ : যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বेष ভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (৪৭-মুহাম্মাদ : আয়াত-২৯)

হাদীস : কেউ কাউকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে বসা অনুচিত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرَ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কোনো লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে অন্য লোক বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইবনে 'ওমর (রা) কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার স্থানে অন্যজন বসুক তা পছন্দ করতেন না। (বুখারী হাদীস : ৬২৭০)

দু'আ : হেদায়াত ও রহমত প্রাপ্তির জন্য দু'আ

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

উচ্চারণ : ওয়াছিয়া রাব্বুনা কুল্লা শাইয়িন ইলমান আলান্নাহি তাওয়াক্কালনা রাব্বানাফতাহ বাইনানা ওয়াবাইনা ক্বাওমিনা বিলহাকক্বি ওয়াআনতা খাইরুল ফাতিহীন।

অর্থ : সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৭-আল আ'রাফ : আয়াত-৮৯)



১০ অক্টোবর

কুরআন : বিপদের সময় যা বলতে হয়

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থ : যাদের ওপর কোনো বিপদ নিপতিত হয় তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৫৬)

হাদীস : গোপনীয়তা রক্ষা করা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَرَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ  
وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي أُمُّ سَلِيمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (সা) আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাইনি। এটা সম্পর্কে উম্মে সুলাইম رضي الله عنها আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলিনি। (বুখারী হাদীস : ৬২৮৯)

দু'আ : বিপদ-আপদে ঈমানের ওপর ধৈর্য ও মৃত্যু বরণের জন্য দু'আ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুছলিমীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটান। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-১২৬)





১১ অক্টোবর

কুরআন : মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ : মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।

(৪৯-আল হুজুরাত : আয়াত-১০)

হাদীস : তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে কথা বলা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاخَى رَجُلَانِ دُونَ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجَلٌ أَنْ يُحْزِنَهُ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন- কোথাও তোমরা তিনজনে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই। (বুখারী হাদীস : ৬২৯০)

দু'আ : সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ : হাছবিয়াল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আ'রশিল আজীম।

অর্থ : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তারই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

(৯-আত-তওবা : আয়াত-১২৯)



১২ অক্টোবর

কুরআন : মাতাপিতা ও সকল মুমিন নর নারীর জন্য দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِسَنَ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন ।

(৭১-নূহ : আয়াত ২৮)

হাদীস : রাতে দরজা বন্ধ করে ঘুমানো

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَظْفَرُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلَقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَبَرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بَعُودٍ يَغْرُضُهُ .

অর্থ : জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- রাতে যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করবে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখবে । হাম্মাম বলেন- এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও । (বুখারী হাদীস : ৬২৯৬)

দু'আ : যুলুম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্ তাওয়াকুলনা রাব্বানা লা তাজ্জালনা ফিতনাতাল্লিলি ক্বাওমিজ্জালিমীন ।

অর্থ : আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যালিম সম্প্রদায়ে উৎপীড়নের পাত্র করো না । (১০-ইউনুস : আয়াত-৮৫)



১৩ অক্টোবর

কুরআন : উপহাস না করা ও তুচ্ছ নামে না ডাকা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

অর্থ : হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; আশা করা যায় যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো মহিলা অপর কোনো মহিলাকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। (৪৯-আল হুজরাত : আয়াত-১১)

হাদীস : প্রত্যেক নবীর মাকবুল দু'আ আছে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سَوْأًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلَتْ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীই যা চাওয়ার চেয়ে নিয়েছেন। অথবা নবী ﷺ বলেছেন- প্রত্যেক নবীকে যে দু'আর অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি সে দু'আ করে নিয়েছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আকে কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি। (বুখারী হাদীস : ৬৩০৫)

দু'আ : কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার দু'আ

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

উচ্চারণ: ওয়া নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কাফিরীন

অর্থ : আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।

(১০-ইউনুস : ৮৬)



## ১৪ অক্টোবর

কুরআন : তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .

অর্থ : আল্লাহ কেবল তাদের তওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে ফেলে। অতঃপর তাড়াতাড়ি তওবা করে নেয়। এসব লোকের তওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৭)

হাদীস : নবী ﷺ সন্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তাওবা করতেন

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .

অর্থ : আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আমি রসূললাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আলাহর কাছে সন্তর বারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি। (বুখারী হাদীস : ৬৩০৭)

দু'আ : দেশের নিরাপত্তা অর্জন ও পৌত্তলিকতা হতে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَيْدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ .

উচ্চারণ : রাব্বিজ্জআল হাযাল বালাদা আমিনাও ওয়াজ্জুনুবনী ওয়া বানিয়্যা আননা'বুদাল আছনাম।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখ। (১৪-ইবরাহীম : ৩৫)



১৫ অক্টোবর

কুরআন : ঋাটি তওবা কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ  
عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তওবা ।  
যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেন  
এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত ।

(৬৬-আত্ তাহরীম : আয়াত-৮)

হাদীস : তওবা করলে আল্লাহ তাআলা খুশী হন

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ  
سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ  
তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে  
লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায় । (বুখারী হাদীস : ৬৩০৯)

দু'আ : স্বীয় দায়িত্ব সহজে আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ  
(আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ)-এর এ দু'আ কবুল করেছেন)

قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা নাখাফু আইইয়াফরুত্বা আ'লাইনা আও আই  
ইয়াত্বগা ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি, সে আমাদের যাওয়া  
মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে । (২০-ত্বাহ : আয়াত ৪৫)



১৬ অক্টোবর

কুরআন : আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ  
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল ।

৭১. তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন । যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে । (৩৩-আহযাব : আয়াত-৭০-৭১)

হাদীস : রাতের শেষভাগে এগার রাক'আত সালাত আদায় করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانِ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا  
طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَنِ حَتَّى يَبْجَاءَ  
الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের শেষভাগে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন । তারপর যখন সুবহি সাদিক হতো, তখন তিনি হালকাভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন । অতঃপর তিনি নিজের ডান পার্শ্বে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন । যতক্ষণ না মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের খবর দিতেন । (বুখারী হাদীস : ৬৩১০)

দু'আ : দুশমনদের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের দু'আ

رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ط وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

উচ্চারণ: রাবিহকুম বিলহাক্বক্বি ওয়ারাক্বনার রাহমানুল মুছতাআনু আ'লা মা তাছিফুন ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই সাহায্যস্থল । (২১-আল-আখিয়া : আয়াত-১১২)



১৭ অক্টোবর

কুরআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ .

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যে বা যারা এমনটা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” (৬৩-আল মুনাফিকুন : আয়াত-৯)

হাদীস : ঘুমানোর সময় যে দু'আ পড়তে হবে

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَالِيَهُ النَّشُورُ .

অর্থ : হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন : হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মরি আর আপনার নাম নিয়েই বাঁচি। আর তিনি জেগে উঠতেন তখন পড়তেন : যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর পানেই। (বুখারী হাদীস : ৬৩১২)

দু'আ : যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে বাঁচার দু'আ

رَبِّ امَّاَثِرِ يَتَى مَا يُؤْعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

উচ্চারণ: রাবিব ইম্মা তুরিইয়ান্নী মা ইউআদুনা। রাবিব ফালা তাজ্জআলনী ফিল ক্বাউমিজ্জ জ্বায়া-লিমীন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তুমি যদি তা আমাদের দেখাতে চাও, তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কর না। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-৯৩-৯৪)



১৮ অক্টোবর

কুরআন : মুসা (আ) এর অভিযোগ মুক্তি

رَبَّنَا أَتَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومُ لَعْنًا كَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুসা (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল; আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন সে অপবাদ থেকে যা তারা আরোপ করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে খুবই সম্মানিত নবী। (৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৬৮-৬৯)

হাদীস : শেষ রাতে আল্লাহ আমাদের নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন- প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন- আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবুল করব। আমার নিকট কে চাবে? আমি তাকে দান করব। আমার কাছে কে তার গুনাহ ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

(বুখারী হাদীস : ৬৩২১)

দু'আ : রহমত ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ: রাবিবগফির ওয়ারহাম ওয়া আস্তা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-১১৮)





১৯ অক্টোবর

করআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

(৬৪-আত তাগাবুন : আয়াত-১৫)

হাদীস : তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتٍ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না।

(বুখারী হাদীস : ৬৩৪০)

দু'আ : নেককার স্ত্রী, সন্তানাদি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য দু'আ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

উচ্চারণ: রাক্বানা হাব লানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আইউনিন ওয়াজ্জআলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কর এবং আমাদের মুত্তাক্বীনদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

(২৫-আল-ফুরকান : আয়াত-৭৪)



২০ অক্টোবর

কুরআন : নিজ ও পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (৬৬- আত তাহরীম : আয়াত-৬)

হাদীস : কিয়ামতের দিন পার্থিব নি'আমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنَى الْعَبْدُ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নি'আমত সম্বন্ধে বান্দাকে প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো- আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটাইনি? (ইমাম ডিরমিযী হাদীস : ৩৩৫৮)

দু'আ : আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতির দু'আ

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي تَفَّ لِيَبْلُوَنِي أَلَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.

উচ্চারণ: হাজা মিন ফাছলি রাব্বী লিইয়াবলুআনী আ আশকুরু আম আকফুরু, ওয়ামান শাকারা ফাইল্লামা-ইয়াশকুরু লিনাফছিহী ওয়ামান কাফারা ফাইল্লা রাব্বী থানিইয়ুয়ন কারীম।

অর্থ : এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। (২৭-আন-নামল : আয়াত-৪০)



২১ অক্টোবর

কুরআন : জান্নাতে মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততি এক সাথে মিলিত হবে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ .

অর্থ : আর সেসব লোক যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সাথে তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোনো আমলই বিনষ্ট করব না। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। (৫২-আত্ব তুর : আয়াত-২১)

হাদীস : দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাকে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত দিবেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন- আমি যখন আমার কোনো বান্দার দু'টি চোখকে অন্ধ করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করি আর তাতে সে ধৈর্য ধরে, তবে এর প্রতিদানে আমি তাকে জান্নাত দিব। (বুখারী হাদীস : ৫৬৫৩)

দু'আ : আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাজীর স্বীকৃতির দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা হিল্লাজী ফাড্দালানা আল কাছীরিম মিন ইবা-দিহিল মু'মিনীন।

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের তার বহু সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (২৭-আন-নামল : আয়াত-১৫)



২২ অক্টোবর

কুরআন : সেদিন বন্ধু-বন্ধু থেকে পলায়ন করবে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ  
وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ .

৩৩. সর্বশেষে যখন সে কান-বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হাজির হবে),

৩৪. সে দিন মানুষ নিজের ভাই,

৩৫. নিজের মাতা ও পিতা,

৩৬. স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে ।

৩৭. তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত অবস্থা থাকবে না ।

(৮০-আবাসা : আয়াত-৩৩-৩৭)

হাদীস : নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ  
تُؤْمِنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, যখন ক্বারী 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে । কারণ এ সময় ফিরিশতা আমীন বলে থাকেন । সুতরাং যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে । (বুখারী হাদীস : ৬৪০২)

দু'আ : আরশে আযীমের অধিপতির স্বীকৃতির

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

উচ্চারণ: আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম ।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি । (২৭-আন-নামল : আয়াত-২৬)



২৩ অক্টোবর

কুরআন : পরিবারের মধ্যে সালাত কায়েম কর

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

অর্থ : নিজের পরিবার পরিজনকে নামাযের তাকিদ (আদেশ) দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। (২০-ভূহা : আয়াত-১৩২)

হাদীস : জাহান্নাম থেকে রাসূলের আহ্বান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا أَخَذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালানো আর যখন তার চারদিকে আলোকিত হয়ে গেল, তখন কীটপতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগল। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগল। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরল। এরূপ আমি তাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৮১ : সদয় হওয়া, অধ্যায় ২৬, হাদীস ৬৪৮৩)

দু'আ : স্বীকৃতির দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْرِيكُمْ أَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি-হি ছাইয়ুরী-কুম আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফু নাহা, অমা-রাব্বুকা বিগা-ফিলিন আম্মা তা'মালুন।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক বে-খবর নন। (২৭-আন-নামল : আয়াত-৯৩)



২৪ অক্টোবর

কুরআন : সর্বপ্রকার ফেৎনা মানুষের নিজেদের তৈরি

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

অর্থ : স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের কাজ-কর্মের ফলস্বরূপ অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কিছু কাজের শাস্তি ভোগ করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে । (৩০-আর রুম : আয়াত-৪১)

হাদীস : ষাট বছর পর ওজর পেশ করার সুযোগ নেই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَىٰ امْرِئٍ آخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ  
سِتِّينَ سَنَةً .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন- আল্লাহ যার আয়ু দীর্ঘ করেছেন, এমনকি তাকে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি । (বুখারী হাদীস : ৬৪১৯)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي .

উচ্চারণ : রাব্বি ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি । সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর । (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)



২৫ অক্টোবর

কুরআন : ধন-সম্পদ ও সন্তান সম্বলিত পার্শ্বিক জীবনের শোভা

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا .

অর্থ : ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্শ্বিক জীবনের শোভা এবং সংকাজ – যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাস্তব লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট । (১৮-আল কাহাফ : আয়াত-৪৬)

হাদীস : বৃদ্ধ হয়ে গেলেও ২টি জিনিসের লোভ থাকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ  
شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে ।

১. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে ।

২. আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা । (বুখারী হাদীস : ৬৪২০)

দু'আ : আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের স্বীকৃতির দু'আ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

উচ্চারণ: রাব্বি বিমা আনআমতা আলাইয়া ফালান আকুনা জাহীরাল লিল মুজরিমীন ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, তার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না । (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৭)



২৬ অক্টোবর

কুরআন : কুরআন ও হাদীসের প্রতি ফিরে না আসা মুনাফিকী

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ  
عَنْكَ صُدُودًا.

অর্থ : তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেইদিকে আস ও রাসূলের নীতি গ্রহণ কর, তখন এ মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

(৪-নিসা : আয়াত-৬১)

হাদীস : প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ  
عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِحْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোনো প্রিয়বস্ত্র দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই। (বুখারী হাদীস : ৬৪২৪)

দু'আ : কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জনের দু'আ

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ.

উচ্চারণ: রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিজ জ্বালিমিন। আছা রাব্বী আইয়্যাহ দিয়ানী ছাওয়াআছ ছাবীল।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা কর। আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

(২৮-আল-কাসাস : ২১-২২)





২৭ অক্টোবর

কুরআন : এতিমদের মাল তাদের বুঝিয়ে দাও

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاُخْبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۗ

অর্থ : এতিমদের তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের বদল কর না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪-আন নিসা : আয়াত-২)

হাদীস : মানুষের স্বভাব

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْيَانٍ مِنْ مَالٍ لَا بُتَغَىٰ تَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী صلى الله عليه وسلم কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু' উপত্যকা ভরা মালধন থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ভিন্ন বনী আদমের পেট কিছুতেই ভরবে না। আর যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।

(বুখারী হাদীস : ৬৪৩৬)

দু'আ : আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অর্জনের দু'আ

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাক্বীর।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-২৪)



২৮ অক্টোবর

কুরআন : সৎ সন্তানের জন্য দু'আ কর

فَبَشِّرْهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي  
أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
الصَّابِرِينَ .

১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম ।

১০২. তারপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন- হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি । এখন তুমি বল, তোমার মত কি? সে বলল- হে আমার বাবা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণ করুন । ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন ।

(৩৭-আস সাফফাত : আয়াত-১০১-১০২)

হাদীস : তুচ্ছ বিষয় হলেও হাদিয়া দাও

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً  
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِزْسِنَ شَاةٌ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও ।

(সহীহ বুখারী, পর্ব ৫১ : হিবা এর ফযীলত এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যায় ১, হাদীস ২৫৬৬)

দু'আ : আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকৃতির দু'আ

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

উচ্চারণ: ওয়াহুওয়াল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়া লাহুল হামদু ফিল উলা-অল আ-খিরাতি ওয়ালাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজ্জাউন ।

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁর, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে ।

(২৮-আল-কাসাস : আয়াত-৭০)



২৯ অক্টোবর

কুরআন : তারা তোমাদের পোশাক তোমরা তাদের পোশাক

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ । (২-আল বাকারা : আয়াত-১৮৭)

হাদীস : সাহাবীগণের কষ্টের জীবন-যাপন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّهَا هِيَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحِيمِ .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাদের ওপর দিয়ে মাস কেটে যেত, আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না । আমরা কেবল খুরমা ও পানির ওপর চলতাম । তবে যৎ সামান্য গোশত আমাদের নিকট এসে যেত । (বুখারী হাদীস : ৬৪৫৮)

দু'আ : সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালায় স্বীকৃতির দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইলাহুয়া কুললু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহ লাহল হকমু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন ।

অর্থ : তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই । আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংশীল । বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ।

(২৮- আল-কাসাস : আয়াত-৮৮)



## ৩০ অক্টোবর

কুরআন : স্বামী-স্ত্রী একত্রে থাকার উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি কামনা

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

অর্থ : তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়ামমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (৩০-আর রুম : আয়াত-২১)

হাদীস : সবচেয়ে প্রিয় সে আমল যা নিয়মিত করা হয়

عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ  
عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

অর্থ : আয়েশা রাযিখাল্লাহ  
আসহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল সে আমল যা নিয়মিত করা হয়। (বুখারী হাদীস : ৬৪৬২)

দু'আ : সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করার দু'আ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا .

উচ্চারণ: ওয়া তাওয়াক্কাল আ'লাল্লাহে ওয়াক্বাফা-বিল্লাহি ওয়াক্বীলা।

অর্থ : এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৩৩- আল-আহযাব : আয়াত-৪৮)



৩১ অক্টোবর

কুরআন : স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শয্যক্ষেত্রস্বরূপ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ مَقَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ.

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শয্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শয্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশী সেভাবে আগমন কর এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যত রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২২৩)

হাদীস : যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَلَّوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা রাখে। (বুখারী হাদীস : ৬৪৭২)

দু'আ : বিশেষ রাজত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য সুলাইমান (আ)-এর দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ: রাবিবগ ফিরলী অ হাবলী মুলকাল্লা-ইয়ামবাগী-লি আহাদিম মিম বাদী ইন্নাকা আনতাল অহহাব।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর আমি ছাড়া কেউ যার অধিকারী হতে পারবে না।

(৩৮-ছোয়াদ : আয়াত-৩৫)



১১. নভেম্বর



০১ নভেম্বর

কুরআন : কতক মানব পশুর চেয়ে অধম

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

অর্থ : আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা শ্রবণ করে না, তারাই পশুর ন্যায় বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।

(৭-আল আরাফ : আয়াত-১৭৯)

হাদীস : জাহান্নামকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْقَدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى أَبْيَضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْتَوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلَمَةٌ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবৎ তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড়কালে অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪৩২০)

দু'আ : আল্লাহর ওপর ভরসা করার দু'আ

وَأَقْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

উচ্চারণ: ওয়া অফাওবিদু আমরী ইলাল্লাহি ইন্নালাহা বাছি রুমবিল ইবাদ।

অর্থ : আমার সমস্ত কিছু আল্লাহকে অর্পণ করছি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (৪০-আল মুমিন : আয়াত-৪৪)



০২ নভেম্বর

কুরআন : স্বামী ও স্ত্রীর হক সমান

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ .

অর্থ : নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরামর্শালী, প্রজ্ঞাময়। (২-আল বাকারা : আয়াত-২২৮)

হাদীস : ঋণী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يَدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত তাকে ক্ষমা করে দাও। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী হাদীস : ২০৭৮)

দু'আ : আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ দু'আয় উল্লেখ করা মুস্তাহাব।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

উচ্চারণ: হুওয়াল আওওয়ালানু ওয়াল আখিরু আজ জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়ালহুওয়াল বিকুল্লি শাইয়িন আ'লীম।

অর্থ : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৫৭-আল হাদীদ : আয়াত-৩)





০৩ নভেম্বর

কুরআন : নারীর উপর পুরুষ হলো দায়িত্বশীল

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : পুরুষ নারীর কর্তা । কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ [তাদের জন্য] সম্পদ ব্যয় করে । (৪-আন নিসা : আয়াত-৩৪)

হাদীস : ছয়টি জিনিসের হেফাজত করবে বিশেষভাবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَضْدِقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا الْأَمَانََةَ إِذَا أُثْمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا أَرْوُجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

অর্থ : আবু ওবাদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের চিহ্নিততা দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো ।

১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে,
২. ওয়াদা করলে তা পালন করবে,
৩. তোমাদের কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে,
৪. তোমাদের সত্যিত্ব রক্ষা করবে,
৫. তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং
৬. তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে ।

(মিশকাত হাদীস- ৪৬৫৬)

দু'আ : ফেৎনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُزْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিযুক্তী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট । হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সত্য প্রত্যাখানকারীদের পীড়নের পাত্র কর না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৬০-আল-মুমতাহিনা : আয়াত-৪)



০৪ নভেম্বর

কুরআন : দৃষ্টি অবনমিত রাখো আর লজ্জাস্থান হেফাজত কর

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

অর্থ : মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্র। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৩০)

হাদীস : আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

অর্থ : আবু মূসা আশ'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন না।

(বুখারী হাদীস : ৬৫০৮)

দু'আ : কোনো কাজের পূর্ণতা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

উচ্চারণ: ওয়ামাইয়াতা ওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহওয়া হাছবুহু ইন্নালাহা বা-লিগু আমরিহী ক্বাদ জ্বাআলাল্লাহ লিকুল্লি শাইয়িন ক্বাদরা।

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

(৬৫-আত-তালাক : আয়াত-৩)



০৫ নভেম্বর

কুরআন : নারীরাও দৃষ্টি অবনমিত রাখবে ও লজ্জাস্থান হেফাজত করবে

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْضِرْنَ عَلَيْهِنَّ غِلَابًا وَلَا يُبْدِينَ

অর্থ : আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় [ওড়না ও চাদর] দ্বারা আবৃত করে। (২৪-আন নূর : আয়াত-৩১)

হাদীস : তিনটি বস্ত্র মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ..

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- তিনটি বস্ত্র মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়।

১. তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার 'আমাল তার অনুসরণ করে।

২. তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে।

৩. তার আমাল তার সঙ্গে থেকে যায়। (বুখারী হাদীস : ৬৫১৪)

দু'আ : শিরক থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.

উচ্চারণ : ইন্বামা আদউ রাব্বী অলা-ওয়া উশরিকু বিহী আহাদা।

অর্থ : আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (৭২-জ্বিন : ২০)



০৬ নভেম্বর

কুরআন : নারীরা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় কথা বলবে না

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

৩২. তবে চাপাসালায় (আকর্ষণীয়ভাবে) কথা বল না নতুবা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা প্রলুব্ধ হবে এবং ভালো কথা বলো ।

৩৩. নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেড়িও না । (৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৩২-৩৩)

হাদীস : স্বহস্তে উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা

عَنْ الْبُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

অর্থ : মিকদাম رضي الله عنه সূত্রে নবী صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না । আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন । (বুখারী হাদীস : ২০৭২)

দু'আ : কাফেরদের ধবংসের জন্য দু'আ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرَيْنِ دَيًّا وَإِنَّا لَنَكْفُرُ وَلَا نَكِلُكَ الْإِفَّاكُ الْكَفَّارًا.

উচ্চারণ: রাব্বি লা তাযার আলাল আরাধ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা । ইল্লাকা ইন তাযারহুম ইয়ুদ্বিললু ইবা দাকা ওয়ালা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজ্জিরান কাফফারা

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না । তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দূষ্কৃতিকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী । (৭১-নূহ : আয়াত : ২৬-২৭)



০৭ নভেম্বর

কুরআন : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে থাক

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

অর্থ : আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না। (৬-আল আন'আম : আয়াত-১৫১)

হাদীস : কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَرْصَةِ نَعْتَى قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ.

অর্থ : সাহ্ল ইবনে সা'দ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষকে সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে। সাহ্ল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোনো পরিচয়ের পতাকা থাকবে না। (বুখারী হাদীস : ৬৫২১)

দু'আ : আল্লাহ তাআলাকে সর্বক্ষেত্রে উকিল হিসেবে গ্রহণ করার দু'আ।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا.

উচ্চারণ: রাব্বুল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া ফাত্তাখিয্হ ওয়াকীলা

অর্থ : তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, অতএব তাকেই উকিল হিসেবে গ্রহণ কর। (৭৩-আল মুযাম্মিল : ৯)



০৮ নভেম্বর

কুরআন : স্ত্রী কন্যা ও মুমিন নারীরা যেন পর্দা কর

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ.

অর্থ : হে নবী, আপন স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।

(৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৫৯)

হাদীস : হাশরের মাঠে সকল মানুষকে কাপড় বিহীন অবস্থায় উঠানো হবে  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْشَرُونَ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا قَالَتْ  
عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ  
الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهْتَمُّ ذَلِكَ.

অর্থ : আয়েশা রাবিনাতুল আনবার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা রাবিনাতুল আনবার বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তাহলে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে তাকাবে। তিনি বললেন- এরকম ইচ্ছে করার চেয়ে তখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়।

(বুখারী হাদীস : ৬৫২৭)

দু'আ : সমুদয় কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

উচ্চারণ: ওয়ামা-তাশা উনা ইল্লাআইয়্যাশা আল্লাহু রাব্বুল আলামীন।

অর্থ : তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়াল, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক। (৮১-ইনফিতার : আয়াত-২৯)



০৯ নভেম্বর

কুরআন : পুরুষরা নারীদের থেকে কোনো কিছু ষেভাবে চাবে

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ  
قُلُوبِهِنَّ.

অর্থ : তোমরা যখন তাদের নিকট কিছু চাইবে তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের জন্য পবিত্রতম পস্থা।

(৩৩-আল আহযাব : আয়াত-৫৩)

হাদীস : কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى  
يَذْهَبَ عَرْفُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ إِذَا نَهُمُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন- কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৩২)

দু'আ : ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ হবার দু'আ

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.

উচ্চারণ: আসা আইয়্যাহদিয়ানী রাবি লিআকরাবা মিন হাজা রশাদান।

অর্থ : আশা রাখি, আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা ও কর্মনীতির দিকে আমাকে পরিচালিত করবেন। (১৮-আল-কাহফ : ২৪)



১০ নভেম্বর

কুরআন : পোশাক লজ্জাস্থান আবরণের জন্য

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَمْ وَرِيشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ .

অর্থ : হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেয়গারীর পোশাক। এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা গবেষণা করে। (৭-আল আ'রাফ : আয়াত-২৬)

হাদীস : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَآءِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- (কিয়ামাতের দিন) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৩৩)

দু'আ : রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য দু'আ

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاَتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ .

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-মান্না বিমা আনঝালতা ওয়াত্বেনান্না রাসূলা ফাকতুব না মাআশ শাহিদ্দীন।

অর্থ : প্রভু হে! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ। আর আমরা রাসূলের প্রতি অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৫৩)





১১ নভেম্বর

কুরআন : যারাই ভালো কাজ করবে তারাই জান্নাতী

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا .

অর্থ : তোমাদের যে কেউ সে নারী হোক বা পুরুষ মুমিন সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না ।

(৪-আন নিসা : আয়াত-১২৪)

হাদীস : কাউকে কষ্ট দিলে তার কাছ থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ  
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَاؤُهُ وَلَا دِرْهُمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ  
حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর পক্ষে তার নিকট হতে পুণ্য কেটে নেয়ার আগেই । কারণ সেখানে কোনো দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না । তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গুনাহ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে । (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৪)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي .

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী ।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি । সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর । (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)



১২ নভেম্বর

কুরআন : ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ .

অর্থ : যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত । (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

হাদীস : জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থল

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقْضَى لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُدِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا .

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত । দুনিয়ায় তারা একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে । তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে । সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم -এর প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তমরূপে চিনতে পারবে । (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৫)

দু'আ : নিজেকে সৎ পথে কায়ম রাখার দু'আ

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

উচ্চারণ : রাব্বানা লাভুবিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না, আর তোমার পক্ষ হতে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করো । নিশ্চয় তুমি সবকিছুর দাতা । (৩-আলে ইমরান : আয়াত : ৮)



১৩ নভেম্বর

কুরআন : মোহরানা দেয়া ফরজ

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থ : নারীদেরকে তাদের মোহরানা খুশিমনে দিয়ে দাও ।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৪)

হাদীস : পরকালে কোন বিনিময় চলবে না

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন- কিয়ামতের দিন কাফিরকে হাযির করা হবে । অতঃপর তাকে বলা হবে তোমার যদি দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকত তাহলে তুমি কি বিনিময়ে তা দিয়ে আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে হ্যাঁ । এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে বহু ক্ষুদ্র বস্তু (তাওহীদ) চাওয়া হয়েছিল । (বুখারী হাদীস : ৬৫৩৮)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি । আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও শক্তি নেই । (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩/২৩৩০)



১৪ নভেম্বর

কুরআন : ইসলাম একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধীন একমাত্র ইসলাম।

(২-আলে ইমরান : আয়াত-১৯)

হাদীস : জীবিতদের ক্রন্দন মৃতের কষ্টের কারণ হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلِهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذِّبُ فِي قَبْرِهَا.

অর্থ : নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আয়েশা রাজিহালাহা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাজিহালাহা আনহা এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্না করছিল। তখন তিনি বললেন : তারা তো তার জন্য কান্না করছে অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। (সহীহ বুখারী, পর্ব ২৩ : জানাযা, অধ্যায় ৩৩, হাদীস ১২৮৯; মুসলিম, পর্ব ১১ :)

দু'আ : সন্তানাদিসহ নিজে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতাসহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

উচ্চারণ: রাবিবজআলনী মুক্কীমাছ ছালাতি ওয়া মিন যুররিইয়াতী, রাব্বানা ও তাক্বাব্বাল দু'আ। রাব্বানাগফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্কুমুল হিসাব।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে সালাত কয়েমকারী করুন এবং আমাদের সন্তানাদিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দু'আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কয়েম হবে। (১৪-ইবরাহীম : আয়াত-৪০-৪১)



১৫ নভেম্বর

কুরআন : কোনো নারীকে জোর করে বিবাহ করা যাবে না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা  
যায়েজ নেই। আর তোমরা তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর। আর যদি  
তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো  
কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ  
রাখবেন। (৪-আন নিসা : আয়াত-১৯)

হাদীস : পরকালের সবচেয়ে হালকা শাস্তি

عَنِ النَّعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوَضَّعُ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ ۗ

অর্থ : নু'মান ইবনে বাশীর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে  
বলতে শুনেছি, কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাঙ্গে লঘু 'আযাব হবে, যার  
দু'পায়ের তলায় রাখা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার, তাতে তার মগয ফুটতে থাকবে।

(বুখারী হাদীস : ৬৫৬১)

দু'আ : ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝

উচ্চারণ: রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাঝাতিশ শাইয়া-ত্বীন। ওয়া আ'উযুবিকা  
রাব্বি আই ইয়াহয়রুন।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয়  
প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিত থেকে আপনার  
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২৩-আল মুমিনুন : আয়াত-৯৭-৯৮)



১৬ নভেম্বর

কুরআন : সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া জাহান্নামের যাওয়ার কারণ

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَةَ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ  
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা সচরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (২৪-আন নূর : আয়াত-২৩)

হাদীস : মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফাআত

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ  
مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَوُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ .

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসায়ন رضي الله عنه সূত্রে নবী محمد ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ محمد ﷺ-এর শাফাআতে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলেই সম্বোধন করা হবে। (বুখারী হাদীস : ৬৫৬৬)

দু'আ : মসজিদে প্রবেশের দু'আ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ৬৫১)



নভেম্বর ১৭

কুরআন : ঈমানদারদের শুণাবলি

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

অর্থ : এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও ।

(২৪-আল ফুরকান : আয়াত-৭৪)

হাদীস : মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানাদি সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ (সা) -কে মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (বাঁচলে) কী 'আমল করত এ ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন । (বুখারী হাদীস : ৬৫৯৭)

দু'আ : কাবা গৃহ দর্শনের দু'আ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিসসালাম ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসবে । অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন ।

(কানযুল উম্মাল : ৩৮০৫৪)



১৮ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا.

অর্থ : আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(৭২-আল জ্বিন : আয়াত-২৩)

হাদীস : মানত করতে নিষেধাজ্ঞা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

অর্থ : আবদুলাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মানত কোনো জিনিসকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। এর দ্বারা শুধু কৃপণের কিছু মাল বের হয়ে যায়।

(বুখারী হাদীস : ৬৬০৮)

দু'আ : কাবাগৃহে প্রবেশের দু'আ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম আল্লাহ্‌ম্মাফ তাহলী, আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।

(আবু দাউদ হাদীস : ৪৬৫)





১৯ নভেম্বর

কুরআন : মানুষের নিকট হয়ত প্রিয় কিন্তু আল্লাহর নিকট অপ্রিয়

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থ : হতে পারে, কোনো বিষয় তোমাদের অপছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোনো বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর । (২-আল বাকারা : আয়াত-২১৬)

হাদীস : খারাপ পরিণতি ও দুর্ভাগ্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ  
الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সূত্রে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়ানক বিপদ, দুর্ভাগ্যের অতল তল, মন্দ পরিণতি এবং শত্রুর আনন্দ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও । (বুখারী হাদীস : ৬৬১৬)

দু'আ : কাবা গৃহে প্রবেশের দ্বিতীয় দু'আ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اعْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ্‌ম্মা ছিমনি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর ওপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর । হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখ ।

(ইবনে মাজা হাদীস : ৭৭৩)



২০ নভেম্বর

কুরআন : নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়াবে না

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

অর্থ : তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে ।

(২৪-আন নূর : আয়াত-৩১)

হাদীস : কসম না করা চাই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بَيِّنِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبْرَأَ يَوْمَ الْكِفَارَةِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর ওপর অটল থাকে সে মস্ত বড় পাপী, তার কাফফারা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবে না । (বুখারী হাদীস : ৬৬২৬)

দু'আ : আযানের দু'আ

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَاتِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَسْأَلُكَ بِمَحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রব্বাহা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াহ ছালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াবআছহ মাক্কামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন সালাতের ভূমি মালিক । মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান কর অসীলা ও ফযীলাত এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ । (বুখারী, মিশকাত হাদীস : ৬০৮)



২১ নভেম্বর

কুরআন : ইবাদত কর, শিরক করো না

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর ।

(৪-আন নিসা : আয়াত-৩৬)

হাদীস : মন্দ ধারণা করা নিষেধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ  
الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ  
اللَّهِ إِخْوَانًا.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন-  
তোমরা ধারণা করা হতে বেঁচে থাক, ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা ।  
কারও দোষ অনুসন্ধান কর না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি কর না, একে  
অন্যের হিংসা কর না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ কর না । ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ  
আল্লাহর বান্দাহ হয়ে যাও । (বুখারী হাদীস : ৬৭২৪)

দু'আ : মসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই ।

(মুসলিম, মিশকাত হাদীস : ৬৫১)



২২ নভেম্বর

কুরআন : বার্তাবাহক মানুষ এবং ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .

অর্থ : আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা । (২২-হাজ্জ : আয়াত-৭৫)

হাদীস : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তা উত্তরাধিকারীদের জন্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالِنَّاسِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত । তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য । আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার যিম্মায় ।

(বুখারী হাদীস : ৬৭৬৩)

দূ'আ : আযানের দূ'আ

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اِنَّ الدِّيْنَ وَعَدَّتْهُ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাক্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াছ ছালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াবআছ্ছ মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন সালাতের তুমি মালিক । মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান কর অসীলা ও ফযীলাত এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ । (বুখারী, মিশকাত হাদীস : ৬০৮)



২৩ নভেম্বর

কুরআন : পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَاصِمٍ إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيدِ.

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই। (৩১-সুকমান : আয়াত-১৪)

হাদীস : মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থ : উসামাহ ইবনে যায়েদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- মুসলিম, কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।

(বুখারী হাদীস : ৬৭৬৪)

দু'আ : কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ

অর্থ : আল্লাহর নামে, তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর মিল্লাতের ওপর রাখছি।

(আহমদ তিরমিযী, মিশকাত হাদীস : ১৬১৫)



২৪ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহর অবাধ্যতায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা যাবে না

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي  
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

অর্থ : আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে করবে সদ্ভাবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। (৩১- লুকমান : আয়াত-১৫)

হাদীস : মু'মিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ  
مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- মু'মিন তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বস্তিতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোনো হারাম ঘটায়। (বুখারী হাদীস : ৬৮৬২)

দু'আ : মাইয়েত শিশু হলে তার জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَكًا وَذُخْرًا وَاجْرًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলহ্লানা সালাফাও ওয়া ফারাত্বাও ওয়া যুখরাও ওয়া আজরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য কর।

(বুখারী তা'লীক্ব, মিশকাত হাদীস : ১৫৯৯)



২৫ নভেম্বর

কুরআন : সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি জঘন্য গুনাহ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَيْمَانَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থ : হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

(৭-আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

হাদীস : নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া নিষেধ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ .

অর্থ : আবু সাঈদ رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- তোমরা নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। (বুখারী হাদীস : ৬৯১৬)

দু'আ : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লাহ্, আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! (এ সময়) তাকে (ঈমানের ওপর) দৃঢ় রাখ। (আবু দাউদ, হাকেম, হিসনুল মুসলিম, দু'আ নং ১৬৪)



২৬ নভেম্বর

কুরআন : শয়তান প্রকাশ্য শত্রু

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

অর্থ : হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(২-আল বাকারা : আয়াত-১৬৮)

হাদীস : জান্নাত এবং জাহান্নাম খুবই সন্নিকটে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالتَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

অর্থ : আবদুলাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে আর জাহান্নামও সেই রকম। (বুখারী হাদীস : ৬৪৮৮)

দু'আ : কবর যিয়ারতের দু'আ

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِتْنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآحِقُونَ

উচ্চারণ: আসসলামু আলা আহলিদ দিইয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ্ বিকুম লালাহিক্বুন।

অর্থ: মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের ওপর আল্লাহ দয়া করুন। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। (মুসলিম- ২৩০১)





২৭ নভেম্বর

কুরআন : আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১৭২)

হাদীস : তিনটি জিনিসে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُورَةَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُورَةُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ .

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে আর সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া।
২. কাউকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসা।
৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী হাদীস : ৬৯৪১)

দু'আ : ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي .

উচ্চারণ : রাবিব ইন্নী জ্বলামতু নাফছী ফাগফিরলী।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (২৮-আল-কাসাস : আয়াত-১৬)



২৮ নভেম্বর

কুরআন : কাফেরদের কথা ব্যবসা হলো সুদের মতো

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

অর্থ : যারা সুদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন করে রেখেছে। এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই। (২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৫)

হাদীস : পুণ্য মনে করে ইসলামে নতুন কিছুর আভির্ভাব করা যাবে না

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ : আয়েশা রাবিকাতুল আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পূর্ণাঙ্গ বলেছেন- কেউ আমাদের এ শরী'আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।

(বুখারী হাদীস : ২৬৯৭)

দু'আ : কল্যাণকর কাজের সফলতার জন্য দু'আ

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

উচ্চারণ : আছা-আইয়াহ দিয়ানি রাবিব-লা আক্বরাবা মিনহাযা-রাশাদা।

অর্থ : সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। (১৮-আহকাফ : আয়াত-২৪)



২৯ নভেম্বর

কুরআন : চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ কর না এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও । (৩-আলে ইমরান : আয়াত-১৩০)

হাদীস : এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, না সে তার প্রতি যুলুম করবে, আর না তাকে অন্যের হাওলা করবে । যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন । (বুখারী হাদীস : ৬৯৫১)

দু'আ : নিজের অবস্থান থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার দু'আ

مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

উচ্চারণ : মামাক্কান্নী ফীহি রাব্বী খাইরুন ।

অর্থ : আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট ।

(১৮-আল-কাহফ : আয়াত-৯৫)



৩০ নভেম্বর

কুরআন : সুদের পাওনা দেনা ছেড়ে দাও

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ -  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর, আগের (সুদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকে ।

২৭৯. যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে) । আর যদি (এখনো) তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে । (সুদী কারবার দ্বারা) অন্যের ওপর যুলুম কর না, তোমাদের ওপরও অতঃপর (সুদের) যুলুম করা হবে না । (২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৮-২৭৯)

হাদীস : মজলুম এবং যালিমকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصُرْ أَهْلَ ظَلَمٍ أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ  
تُخْجِرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর । সে যালিম হোক অথবা মজলুম হোক । এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম । কিন্তু যালিম হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন- তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে । আর এটাই হলো তার সাহায্য ।

(বুখারী হাদীস : ৬৯৫২)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহে ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি । (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)



১২. ডিসেম্বর



০১ ডিসেম্বর

কুরআন : ব্যবসায় হালাল এবং সুদ হারাম

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ رَزَقَهُ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ رَبَّهِ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 يَمْحُكُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

২৭৫. অখচ আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার যার কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যে সুদ সে খেয়েছে তা তো তার জন্যে অতিবাহিত হয়েই গেছে। তার ব্যাপার একান্তই আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্তের ওপর। কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নিয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

(২-আল বাকারা : আয়াত-২৭৫-২৭৬)

হাদীস : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

অর্থ : আবু ক্বাতাদাহ رضي الله عنه সূত্রে নবী صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (বুখারী হাদীস : ৬৯৮৪)

দু'আ : মুরগের ডাক শুনলে যে দোয়া পড়তে হয়

أَسْتَلُّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আসআল্লুহা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি। (বুখারী : ৩৩০৩)



০২ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যা দেয়া হয় তাই বৃদ্ধি পায়

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيُزَبِّوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

অর্থ : মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।

(৩০-আর রুম : আয়াত-৩৯)

হাদীস : জামাতবদ্ধ থাকা ফরয

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَضْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مِنْ فَارِقِ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَمَا تِ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন- যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুর মত। (বুখারী হাদীস : ৭০৫৪)

দু'আ : কোনো ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দু'আ

بَارِكْ اللهُ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ .

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহ্ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা

অর্থ: আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।

(বুখারী হাদীস : ৪৭৮৫)



০৩ ডিসেম্বর

কুরআন : সালাত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

অর্থ : নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে ।

(২৯-আল আনকাবুত : আয়াত-৪৫)

হাদীস : ফিতনা ছড়িয়ে পড়া

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطَمٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَةَ تَقْعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوْفَعِ الْقَطْرِ .

অর্থ : উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, একবার নবী صلى الله عليه وسلم মদিনার টিলাসমূহের একটির ওপর উঠে বললেন- আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না । তখন নবী صلى الله عليه وسلم বললেন- অবশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা বৃষ্টির মতো পতিত হচ্ছে । (বুখারী হাদীস : ৭০৬০)

দু'আ : গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক চেয়ে দু'আ

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

উচ্চারণ: আল্লাহ্মা আইনী আলাযিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিকা ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি ।

(আহমাদ, আবু দাউদ, নাসঈ, শিকাত হাদীস : ৮৮৮)





০৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরজ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ وِثْمًا وَفُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ جَ فَإِذَا  
 أَظْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

অর্থ : অনন্তর যখন তোমরা সালাত সম্পাদন কর তখন দস্তায়মান ও উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয় সালাত বিশ্বাসীগণের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। (৪-আন নিসা : আয়াত-১০৩)

হাদীস : কিয়ামতের পূর্বে আমল কমে যাবে, কৃপণতা ছড়িয়ে পরবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى  
 الشَّخْ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ  
 الْقَتْلُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন- সময় নিকটতর হতে থাকবে, আর আমল কমে যেতে থাকবে, কৃপণতা ছড়িয়ে দেয়া হবে, ফিতনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। সাহাবায়ে কিয়াম জিজ্ঞেস করলেন, হারজ সেটা কী? নবী ﷺ বললেন, হত্যা, হত্যা। (বুখারী হাদীস : ৭০৬১)

দু'আ : নিজে ও সন্তাদিকে শিরক থেকে বাঁচার জন্য যে দো'আ পড়তে হয়

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْبُنِي وَبَيْتِي أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ .

উচ্চারণ : রাব্বিঞ্জ'আল হাযাল বালাদা আমিনাও ওয়াজুনুবনী ওয়া বানিইয়্যা আল্লা'বুদাল আছনাম।

অর্থ : হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' (সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৫)



০৫ ডিসেম্বর

কুরআন : নামাজ না পড়া ও অভাবগ্রস্থকে সাহায্য না করা জাহান্নামে যাওয়া কারণ

عَنِ الْمُجْرِمِينَ - مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - وَ لَمْ نَكُ نُنْعِمُ الْمُسْكِينِ .

৪১. (ডান পার্শ্ব লোকেরা) অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে ।

৪২. তোমাদের কিসে জাহান্নামে নীত করেছে ।

৪৩. তারা বলবে আমরা নামায পড়তাম না ।

৪৪. অভাবগ্রস্তদের আহার দিতাম না । (৭৪-আল মুদ্দাস্‌সির : আয়াত-৪১-৪৪)

হাদীস : শাসনভার কোনো জ্বীলোকের হাতে অর্পণ করার পরিণাম

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَبَّا بَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَنَّكَوَا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَمْرًا .

অর্থ : আবু বাকরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন । (তা হলো) নবী ﷺ -এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন- সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোনো জ্বীলোকের হাতে অর্পণ করে । (বুখারী হাদীস : ৭০৯৯)

দু'আ : ভোরে ঘুম থেকে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰخِيَانًا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاٰلِيْهِ التَّسْوِيْرُ .

উচ্চারণ : আল'হামদু লিল্লাহিল লায়ী আ'হইয়ানাবা'দা মাতামাতানা ওয়া ইলাহিন নুত্তর ।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে ।

(সহীহ বুখারী ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১)



০৬ ডিসেম্বর

কুরআন : অনিয়মিত নামাজীদের জন্য দুর্ভাগ্য

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ .

৪. পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য,

৫. যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী,

৬. যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে । (১০৭-মাউন : আয়াত-৪-৬)

হাদীস : বসার চেয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা অধিক উত্তম

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا قَال مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ . وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ . وَمَنْ صَلَّى نَائِبًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ .

অর্থ : ইমরান ইবনে হুসায়ন رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ - কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন- যে বসে সালাত আদায় করছিল । তিনি বললেন । যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল, সে উত্তম । আর যে বসে সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব । আর যে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব ।

(ইবনে মাজাহ- ১২৩১, আবু দাউদ-৮৭৭)

দু'আ : কারোর উপকারে কৃতজ্ঞতা জানাতে যে দু'আ পড়তে হয়

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

উচ্চারণ : জাযাকাল্লাহু খাইরান ।

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন । (বুখারী হাদীস : ৩৭৭৩)



০৭ ডিসেম্বর

কুরআন : দ্বীনের সহজ পথ

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دِينًا قَبِيحًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ : বল, 'আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের ধর্মান্দর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (৬-আল আনয়াম : আয়াত-১৬১)

হাদীস : ধৈর্যের প্রতিদান

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنُ أَدَمَ إِنْ صَبَرَتْ وَاحْتَسَبَتْ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضْ تَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবু উমামা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলবেন- হে আদম সন্তান, তোমরা যদি বিপদের প্রথম আক্রমণের (আঘাতের) সময়ে ধৈর্য ধর এবং প্রতিদান চাও তবে আমি প্রতিদানে তোমাদেরকে জান্নাত দিতাম। (ইবনে মাজাহ : ১৫৯৭)

দু'আ : কাউকে বিদায় দিতে গিয়ে যে দু'আ পড়তে হয়

فِي أَمَانِ اللَّهِ.

উচ্চারণ : ফি আমানিল্লাহী।

অর্থ : তুমি আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকো। (আল মু'জামুল কাবীর : ১৭২৫৪)



০৮ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ রাসূল ও নিজেদের আমানত রক্ষা কর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-২৭)

হাদীস : যে আযান দিয়ে নামাজ পড়ে তাকে আল্লাহ জান্নাত দেন।

عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةِ الْجَبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ .

অর্থ : উকবাহ ইবনে আমের رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন- এক রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় আযান দিয়ে সালাত পড়ে। তোমাদের প্রতিপালক এ রাখালের ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যান। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন- তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দিয়ে সালাত পড়ে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। (নাসায়ী : ৬৬৫)

দু'আ : ওপরে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লাহ্ আকবার।

অর্থ : আল্লাহ মহান। (বুখারী হাদীস : ৯১৪)



০৯ ডিসেম্বর

কুরআন : সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ কর

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيلاً - وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً.

২৫. এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায় ।

২৬. রাত্রির কিয়দাংশ তাঁর প্রতি সেজদায় নত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর । (৭৬-আদ দাহর : আয়াত-২৫-২৬)

হাদীস : জানাযার সালাতে উপস্থিত হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَ مَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوَضَّعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَ مَا الْقِيْرَاطُ قَالَ مِثْلُ أَحَدٍ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন- যে ব্যক্তি জানাযার সালাতে আদায় করল তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকল তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সওয়াব রয়েছে । রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কী? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ ।

(মুসলিম-৩য় খ- পৃ: ২৬৪)

দু'আ : নীচে নামার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَ اللَّهِ.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহ ।

অর্থ : আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছি । (বুখারী হাদীস : ৩৫৯৯)



১০ ডিসেম্বর

কুরআন : জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ .

অর্থ : নামায কয়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে রুকু কর । (২-আল বাকারা : আয়াত-৪৩)

হাদীস : নেতৃত্বের লোভ করা নিষেধ

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤْتِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ .

অর্থ : আবু মূসা رضي الله عنه বর্ণনা করেন । তিনি বলেন যে, আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম । সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (কোনো বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন । অন্যজনও ঐরূপ কথা বলল । তখন তিনি বললেন- যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না । (বুখারী হাদীস : ৭১৪৯)

দু'আ : সিজদার তাসবীহ (তিন, পাঁচ, সাত বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى .

উচ্চারণ : সুবহা'না রাবিবয়াল আ'য়ালা ।

অর্থ : আমার মহান রবের তাসবীহ বর্ণনা করছি । (সহীহ মুসলিম : ১৮৫০)



১১ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

অর্থ : আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯১)

হাদীস : নেতা ঠিকমতো রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে জান্নাত যেতে পারবে না

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

অর্থ : হাসান বাসরী (রহ.) হতে বর্ণিত, উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইবনে ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল "তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ-থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের স্রাবও পাবে না। (বুখারী হাদীস : ৭১৫০)

দু'আ : রুকূর তাসবীহ (তিন, পাঁচ, সাত বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ .

উচ্চারণ : সুবহা'না রাব্বিয়াল আ'যীম।

অর্থ : আমার মহান রবের তাসবীহ বর্ণনা করছি।

(সহীহ মুসলিম : ১৮৫০)





১২ ডিসেম্বর

কুরআন : যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي  
الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

অর্থ : যাকাত শুধু তাদের হক যারা ফকীর, মিসকীন, যারা যাকাত আদায় ও  
বিতরণের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয়ের প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য,  
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহর পথে (ফী সাবীলিল্লাহ), ও মুসাফিরদের জন্য;  
এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কুশলী। (৯-আত তাওবা : আয়াত-৬০)

হাদীস : আল্লাহর পথে [জিহাদে] সকাল-সন্ধ্যা ব্যয় করা সবচেয়ে উত্তম

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর রাস্তায়  
একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের  
সকল কিছু থেকে উত্তম। (বুখারী : হাদীস নং ২৭৯৪)

দু'আ : ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর প্রথমে যা পড়তে হয় (একবার)

اللَّهُ أَكْبَرُ .

উচ্চারণ : আল্লাহ্ আকবার ।

অর্থ : আল্লাহ মহান । (বুখারী : ৭৯৫)



১৩ ডিসেম্বর

কুরআন : নিজেকে সালাত আদায়কারী বানানোর দু'আ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَةَ الصَّلَاةِ وَمِن دُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ  
لِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

৪০. হে আমার রব! আমাকে সালাত কয়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হতেও। হে আমাদের রব! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

৪১. হে আমার রব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন। (১৪-আল ইবরাহীম : আয়াত-৪০-৪১)

হাদীস : রাষ্ট্রের প্রধান যেভাবে জনগণের নিকট হতে বায়'আত গ্রহণ করবেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ فِي  
الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا  
كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَئِيمَةً .

অর্থ : উবাদাহ ইবনে সামিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করলাম যে, সুখে দুঃখে আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাকে মেনে চলব। দায়িত্বশীলদের নির্দেশের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হব না। যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর দৃঢ় থাকব কিংবা বলেছিলেন, সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর কাজে কোনো নিন্দুকের ভয় করব না।

(বুখারী হাদীস : ৭১৯৯-৭২০০)

দু'আ : ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর যে দু'আ পড়তে হয় (তিন বার)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ .

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহ।

অর্থ : আমি আল্লাহ নিকট ক্ষমা চাই। (সহীহ মুসলিম : ১৩৬২)



১৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নামাজ শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : নামাজ পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর দান- জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং আল্লাহকে খুব বেশি করে স্মরণ কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

(৬২-আল জুম'আ : আয়াত-১০)

হাদীস : নিয়মিত মিস্‌ওয়াক করার গুরুত্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ  
بِالسَّوَاكِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন : আমার উম্মাতের ওপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে মিস্‌ওয়াক করার হুকুম করতাম। (বুখারী হাদীস : ৭২৪০)

দু'আ : সন্তানাদি ও আবাসস্থল নিরাপদের জন্য দো'আ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا وَازُوقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ.

উচ্চারণ : রাববিজ্জ'আল হাযা বালাদান্ আমিনাওঁ ওয়ারবুক্ আহলাহু মিনাছ্ছামারাতি মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি।

অর্থ : পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে ভূমি শান্তির স্থান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দান কর। (২-আল বাকারা : আয়াত-১২৬)



১৫ ডিসেম্বর

কুরআন : রোজা ফরজ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের ওপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাহ্রত হবে। (২-বাকার : আয়াত-১৮৩)

হাদীস : কৃত্রিমতা করা নিষেধ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكْلِيفِ .

অর্থ : আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওমর رضي الله عنه এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন- (যাবতীয়) কৃত্রিমতা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী হাদীস : ৭২৯৩)

দু'আ : নিজেকে সৎ পথে কায়েম রাখার দু'আ

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً . إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

উচ্চারণ : রাক্বানা লাভুবিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইল্লাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর দাতা।

(৩-আলে ইমরান : আয়াত : ৮)



১৬ ডিসেম্বর

কুরআন : লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ  
مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

১. আমি একে (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে ।
২. আপনি কী জানেন কদরের রাত কী?
৩. কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ।

(৯৭-আল কদর : আয়াত-১-৩)

হাদীস : আয়েশা رضي الله عنها এর তাকওয়া

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِذْ فِئِي مَعَ صَوَّاحِبِي وَلَا تَدْفِنِي مَعَ  
النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزُكِّي.

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত । তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে বললেন, আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে দাফন করবে । আমাকে নবী ﷺ - এর সঙ্গে ঘরে দাফন করবে না । কেননা, তাতে আমাকে অধিক দ্বীনদার পরহেজগার মনে করা হবে, আমি তা পছন্দ করি না । (বুখারী হাদীস : ৭৩২৭)

দু'আ : রোগ মুক্তির দু'আ {আইউব (আ)-এর বিপদের সময় পঠিত দু'আ}

إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

উচ্চারণ : আন্নী মাস্‌সানিইয়ায্ যুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন ।

অর্থ : (হে আমার প্রভু!) আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । (২১- আল আশিয়া : আয়াত-৮৩)



১৭ ডিসেম্বর

কুরআন : হজ্জ করজ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন। (৩-আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

হাদীস : সূরা ইখলাসের গুরুত্ব

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ يَرُدُّوْهَا  
فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ  
اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, এক লোক অন্য এক লোককে বার বার 'ইখলাস' সূরা তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করল। লোকটি যেন সূরা ইখলাসের গুরুত্বকে কম করছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন, যে সন্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। (বুখারী হাদীস : ৭৩৭৪)

দু'আ : বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আল্লাহি, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনে - , ভিভাবক ও শক্তি নেই। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৩/২৩৩০)



১৮ ডিসেম্বর

কুরআন : আদম ও হাওয়া (আ)-এর দু'আ

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অর্থ : তারা বলল - হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (৭-আল আরাফ : আয়াত-২৩)

হাদীস : মানুষের প্রতি রহম প্রসঙ্গে

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْحُمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَزْحُمُ النَّاسَ .

অর্থ : জারীর ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।

(বুখারী হাদীস : ৭৩৭৬)

দু'আ : ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَأَلْتُكَ مِنْ شَيْءٍ مَا صَنَعْتَ أَبُوؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُؤُكَ بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতা রাক্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতা'ওয়া'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিষাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুযযনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নিয়া'আত দান করেছে তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই।

(বুখারী, মিশকাত হা/ ২২২৭)



১৯ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكِ  
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ .

অর্থ : তারা কি জানে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা। (৯-আত তাওবা : আয়াত-৬৩)

হাদীস : ঘুমাতে যাওয়ার আগে ও পরে দু'আ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِأَسْبِكَ أَحْيَا  
وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

অর্থ : হুযাইফাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم যখন আপন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন- হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে সমবেত হতে হবে। (বুখারী হাদীস : ৭৩৯৪)

দু'আ : কাপড় খুলে রাখার সময় দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ .

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। (তিরমিযী সনদ সহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃ:১৩)





২০ ডিসেম্বর

কুরআন : অপরাধীদের করণ পরিণাম

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِيْسِئِلِهَا ۗ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ  
اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَانَمَا أُغْشِيَتْ ۗ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا ۗ مِنَ الْيَلِّ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

অর্থ : পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে  
ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ  
(এর শাস্তি) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমন্ডলকে  
আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাত্রির অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে  
জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে। (১০-ইউনুস : আয়াত-২৭)

হাদীস : সন্দেহ থাকলে অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কোনো কিছু খাওয়া

عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَنْهُمْ  
بِشْرِكٍ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوا  
أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا .

অর্থ : আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর  
রাসূল! এখানে এমন কতকগুলো সম্প্রদায় আছে, যারা সবে মাত্র শিরক ত্যাগ  
করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশত নিয়ে আসে।  
সেগুলো যবাই করার কালে তারা আল্লাহর নাম নেয় কিনা তা আমরা জানি  
না। নবী ﷺ বললেন- তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা  
খাবে। (বুখারী হাদীস : ৭৩৯৮)

দু'আ : নতুন কাপড় পরিধানকালে দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ .

উচ্চারণ : আলহাম্দু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাক্বানীহি মিন গাইরি  
হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।

অর্থ : সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে বিনাশ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ  
ব্যতীতই রুখী দান করেছেন এবং এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন।

(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪১৪৯)



২১ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহ কারো ওপর যুলুম করেন না

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

অর্থ : এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। (১০-ইউনুস : আয়াত-৪৪)

হাদীস : অশীলতা হারাম

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ  
الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ.

অর্থ :আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালবাসে। (বুখারী হাদীস : ৭৪০৩)

দু'আ : বিবাহ পড়ানোর পর বর-কনের জন্য বিবাহ আসরে পঠনীয় দু'আ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

উচ্চারণ : বারাকাল্লাহ্ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ : এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হাদীস : ২৩৩২)



২২ ডিসেম্বর

কুরআন : উপাস্যগুলি কোনো উপকার করেনি

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ .

অর্থ : আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলি যাদের তারা ইবাদত করত আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে পৌছলো তোমার রবের হুকুম; বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করলো। (১১-হূদ : আয়াত-১০১)

হাদীস : ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষার মধ্যে রাখা হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرِّعِ  
يَبْقَى وَرَفُّهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكْفِفُهَا فَإِذَا سَكَتَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ  
الْمُؤْمِنُ يُكْفَى بِالْبَلَاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرزَّةِ صَبَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِبَهَا  
اللَّهُ إِذَا شَاءَ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমানদার শস্যক্ষেতের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস বইলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। বাতাস শান্ত হলে, আবার সোজা হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দিয়ে এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা হয়। আর কাফেরের দৃষ্টান্ত দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। ফলে আল্লাহ যখন চান সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন। (বুখারী হাদীস : ৭৪৬৬)

দু'আ : কোনো মুসলমানের ওপর বিপদ আসলে বলতে হয়

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مَصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন, আল্লাহুম্মা আজ্জিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলুফলী খাইরাম মিনহা।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর। (মুসলিম, মিশকাত হ/১৫৩০)



২৩ ডিসেম্বর ২৩

কুরআন : প্রত্যেকেই কৃতকর্ম পাবে

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থ : এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (১৪-আল ইবরাহীম : আয়াত-৫১)

হাদীস : আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দৃঢ়তার সাথে চাইতে হবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلِيَعْزِمُ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرَهَ لَهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ এভাবে দু'আ করো না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম কর। তুমি চাইলে আমাকে রিয়ক দাও, বরং দু'আ প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার কেউ নেই। (বুখারী হাদীস : ৭৪৭৭)

দু'আ : বিপদের সময় যা পড়তে হয়

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানা কা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি।" (সূরা-আযিয়া : আয়াত নং ৮৭)



২৪ ডিসেম্বর

কুরআন : নারী পুরুষ যে কেউ ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান অনিবার্য  
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ  
 لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই  
 আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান  
 করব । (১৬-আন নাহল : আয়াত-৯৭)

হাদীস : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে বড় আমল

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ  
 لَوْ قَتَبَهَا وَبَرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত । এক লোক (সহাবী) নবী  
 (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো 'আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন  
 যথা সময়ে সালাত আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করা, অতঃপর  
 আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । (বুখারী হাদীস : ৭৫৩৪)

দু'আ : রাগ দমনের দু'আ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

উচ্চারণ: আওয়ু বিল্লাহি মিনাশশাই ত্বয়ানির রাজীম ।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।

(মুত্তাফাক্বু আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)



২৫ ডিসেম্বর

কুরআন : আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বান্দার ওপর থাকবে

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ -

অর্থ : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না; আর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় ।

(২৪-আন নূর : আয়াত-১০)

হাদীস : আল্লাহর সাহায্য দ্রুত আসে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُودِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شَيْءٍ  
تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًا  
أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

অর্থ : আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই । আর সে যখন আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই । সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই । (বুখারী হাদীস : ৭৫৩৬)

দু'আ : স্ত্রীর মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্বনাশ্ শাইত্বানা ওয়া জান্নিব্বিশ্ শাইত্বানা মা রাঝাক্বতনা ।

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ । (মুস্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৪)



২৬ ডিসেম্বর

কুরআন : যারা শিরক করত তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি

مِنْ وَرَثَتِهِمْ جَهَنَّمَ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

অর্থ : তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (৪৫-আল জাসিয়া : আয়াত-১০)

হাদীস : কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ  
حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন- আল্লাহ উচ্চঃস্বরে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যত সন্তোষ প্রকাশ করেন, অন্য কোনো কিছুর প্রতি তত সন্তোষ প্রকাশ করেন না। (বুখারী হাদীস : ৭৫৪৪)

দু'আ : আয়না দেখার দু'আ

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي.

উচ্চারণ: আল্লাহ্‌ন্মা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌ক্বী ফাআহসিন খুলূক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও। (আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীস সহীহ)



২৭ ডিসেম্বর

কুরআন : কেয়ামতের দিন পালাবার কোনো স্থান থাকবে না

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ . كَلَّا لَا وَزَرَ . إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ .  
يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ آخَرَ . بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَ  
لَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ .

১০. সেদিন মানুষ বলবে- আজ পালাবার স্থান কোথায়?

১১. না, কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

১২. সেদিন আল্লাহর কাছেই অবস্থান।

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

১৪. বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (৭৫-কিয়ামাহ : আয়াত-১০-১৫)

হাদীস : আল্লাহর গযবের আগে রহমত অগ্রগামী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ  
أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার অগ্রে একটি লেখা লিখে রেখেছেন। তা হলো “আমার গযবের ওপর আমার রহমত অগ্রগামী হয়েছে”, এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লেখা আছে। (বুখারী হাদীস : ৭৫৫৪)

দু‘আ : খাবারের শুরুতে নিশ্চয় দু‘আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আ‘লা বারাকাতিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ বরকত দানের মালিক।





২৮ ডিসেম্বর

করআন : রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের দায়ে জাহান্নাম অবধারিত

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -

অর্থ : আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনবিস্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (৪-আন নিসা : আয়াত-১১৫)

হাদীস : অযুর পর বিশেষ দু'আ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ  
الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتَحَّتْ لَهُ  
ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি খুব ভালো করে অযূ করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটির অর্থ হলো :

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে शामिल কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর। (তিরমিযী হাদীস- ৫৫৪৯৮, ইবনে মাজাহ-৪৭০ সহীহ)

দু'আ : গাধার ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

উচ্চারণ: আওয়ুবিল্লাহি মিনাশশাই তুয়ানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(বুখারী হাদীস : ৩৩০৩)



২৯ ডিসেম্বর

কুরআন : কম হাসো বেশি কাঁদো

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

অর্থ : অতএব, তারা অল্প কয়েকদিন হেসে (খেলে) কাটিয়ে দিক, আর তারা প্রচুর কাঁদবে, ঐ সব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল ।

(৯-আত তাওবা : আয়াত-৮২)

হাদীস : ছবি তোলা হারাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি । তিনি বলেছেন- আল্লাহ বলেছেন : তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা অণু কিংবা শস্যাদানা কিংবা যব তৈরী করুক । (বুখারী হাদীস : ৭৫৫৯)

দু'আ : মুরগের ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়

أَسْتَلُّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আসআলুল্লাহা মিন ফাদলিকা ।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট তোমার কল্যাণ কামনা করছি ।

(বুখারী : ৩৩০৩)



৩০ ডিসেম্বর

কুরআন : মুমিনের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِدَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

অর্থ : মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে ।

(৮-আল আনফাল : আয়াত-২)

হাদীস : রাসূল ﷺ যত্নর সময় কোনো সম্পদ রেখে যাননি

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَهُ بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

অর্থ : আমার ইবনে হারিস রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) কিছুই রেখে যাননি, কেবল তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও এক টুকরা জমি, যা সদাকা করে গিয়েছিলেন । (বুখারী হাদীস : ২৯১২)

দু'আ : অযুর শুরুতে দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

অর্থ : পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি ।



৩১ ডিসেম্বর

কুরআন : তোমার কর্ম, তোমার আমার কর্ম আমার

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا  
 أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

১. (হে নবী!) তুমি বলে দাও, হে কাফিররা!
২. আমি (তাদের) ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর,
৩. আর তোমরা (তঁর) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি ।
৪. এবং আমি (কখনই তাদের) ইবাদতকারী নই- যাদের ইবাদত তোমরা কর ।
৫. আর তোমরা (তার) ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি ।
৬. (এ দুইনের মধ্যে কোনো ধরণের মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে- আর আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে ।

(১০৯-আল কাফিরন : আয়াত-১-৬)

হাদীস : অমুসলিম রাজাদের নিকট চিঠি দিয়ে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيْسِيِّينَ.

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত । আল্লাহর রাসূল (সা) কায়সারের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমার ওপরেই চাপানো হবে ।

(বুখারী হাদীস : ২৯৩৬)

দু'আ : উচ্চারণে সহজ, ওজনে ভারী আর আল্লাহর নিকটও খুব প্রিয় ।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আ'যীম ।

অর্থ : আমি প্রশংসার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা আদায় করছি, আমি আরো বর্ণনা করছি মহামহীম আল্লাহর মাহাদু । (বুখারী : ৬৪০৬)

## কুরআন কেন পড়ি না ?

এ বাস্তবতা কতইনা বেদনাদায়ক যে, আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ার জন্য দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করি, কিন্তু কুরআন মাজীদ শিখা, বুঝা, অনুধাবনের জন্য পনের বিশ মিনিটও মিলে না। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শতকরা ৯০ জন লোকই পরিবার-পরিজনকে নিয়ে টিভির সামনে বসে প্রিয় জীবনের মূল্যবান সময় বরবাদ করে কিন্তু নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে বসে কুরআন মাজীদ শিখার, শিখানোর জন্য সামান্য সময়ও জোটে না। সন্তান চার-পাঁচ বৎসরে পৌঁছেলেই পিতা-মাতা তাকে পার্থিব শিক্ষা দীক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যায়, যে তাকে কোনো স্কুলে ভর্তি করানো যায়, ভবিষ্যতে তাকে কি বানানো যায়।

অথচ কুরআন শিখানোর ব্যাপারে মোটেও চিন্তা আসে না। পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে পিতা-মাতা পানির মত টাকা-পয়সা ব্যয় করে কিন্তু কুরআন শিক্ষার জন্য এর দশভাগের এক ভাগ খরচ করাও পিতা-মাতার জন্য কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। ফলে দেখা যায় যে, বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলের নিকট চাকুরির পাওয়ার জন্য তিন থেকে দশ ধরনের ডিগ্রী থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও কুরআন কারীম একবার খতম করার মত ডিগ্রী থাকে না।

কুরআন কারীম শিক্ষার ব্যাপারে পুরো মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অবস্থাও দুঃখজনক। কোনো মহল্লা, বাজার, মার্কেট, পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বাসে চড়লে চতুর্দিক থেকে লজ্জাকর গান, কান ফটা মিউজিকের শব্দ ভেসে আসে। এমনকি আযান, সালাত, জুমু'আর খোতবার সময়ও আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তা শ্রবণ করা থেকে নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখতে প্রস্তুত নয়। এর বিপরীতে কতজন দোকানদার, কয়টি মহল্লা বা কয়টি বাস এমন পাওয়া যাবে যেখানে গান বাজানোর পরিবর্তে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত হচ্ছে।

হয়ত বা হাজারে একটিও পাওয়াও অনিশ্চিত। লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আলিয়ুল আযীম। কুরআনে কারীমের শিক্ষা থেকে এ মারাত্মক অবহেলা এবং অমনযোগিতার একটি কারণ এ হতে পারে যে, কুরআন কারীমের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। আমাদের এ ধারণাই নেই যে দুনিয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, যাবতীয় চিন্তা, দুঃখ অসুস্থতার চিকিৎসা এ কুরআন কারীমে রয়েছে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আলমে বারযাখে (কবরে) এ কুরআন কারীমই আমাদের মুক্তির বাহন হবে।

এমনভাবে আলমে বারখাখের পর, আখিরাতে এ-কুরআন কারীমই আমাদের সুপারিশকারী হবে। আমাদের এ প্রসঙ্গে কোনো অনুভূতিই নেই যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমকে আমাদের জন্য কত বড় নি'আমত হিসেবে দান করেছেন। কুরআন কারীম থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা একে কেবল খায়ের ও বরকতের কিতাব মনে করে বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে উপহার হিসেবে পেশ করা, মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় তাঁর ছায়া দিয়ে তাকে অতিক্রম করানো, ঝগড়া-বিবাদে সময় তা নিয়ে কসম করা বা তাকে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা, জ্বিন তাড়ানো প্রসঙ্গে তা দিয়ে তাবীজ বানানো। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে কবরে খতম করানো, বিপদের সময় এর মাধ্যমে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ। মৃতদেরকে ঈসালে সোয়াবের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করিয়ে নেয়া ইত্যাদিকে আমরা ধরে নিয়েছি যে, এ বুঝি কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য। অথচ তা হলো এমন যে, কোনো পাগলের হাতে হিরা, জাওহরের বহুত বড় ভাণ্ডার থাকা এবং সে তা পাথরের টুকরা মনে করে উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট করার মত।

কুরআন কারীম থেকে দূরে থাকা এবং তার প্রতি অমনযোগিতার একটি কারণ হলো একথা মনে করা যে, কুরআন কারীম অনেক কঠিন গ্রন্থ। এটা পড়া এবং বুঝা শুধু আলেম ওলামার কাজ, এটা সকলের বুঝার বিষয় নয়। যদি এ ধারণা সঠিক হত তাহলে কবরে প্রশ্নের জবাব দিতে না পারা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এ কঠোরতা কেন করা হয় যে, لَا دَرِيَّةَ وَلَا تَكْنِيَتْ - তুমি কি শিখ নাই এবং পড় নাই?

আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমে এ ভ্রান্তির সমাধানে বলেন যে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

অর্থ : শিক্ষার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ কুরআনকে আমি তোমাদের জন্য সহজ করেছি, আছে কি কেউ? যে এখান থেকে শিক্ষা নিবে। (৫৪-কামার : আয়াত-১৭)

আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, সত্যই কুরআন কারীমে এমন কিছু স্থান আছে যা সকলের জন্য বুঝা কষ্টকর। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, এ কারণে কি পূর্ণ কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে? যদি কোনো ছাত্রের পদার্থ বা রসায়নের কোনো সূত্র বুঝতে কষ্ট হয়, তাহলে তো তার পিতা-মাতা একথা বলে না যে, বাবা এটা বাদ দাও, এটা তোমার বুঝার বিষয় নয়।

বরং ছেলের জন্য উঁচু মানের কোনো গৃহ শিক্ষক ঠিক করে দেয়া হয়, যাতে করে ছেলে পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারে। পার্থিব যে কোনো বিষয়ে আমাদের মাথা এত কাজ করে কিন্তু দ্বীনের কঠিন স্থানে চলে আসলে তা বুঝার চেষ্টা না

করে দ্রুত তা পড়া ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ উচিত ছিল এই যে, গভীরভাবে তা অধ্যয়ন করা, এর পর যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়, তাহলে সফলতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক সাধনা করা। এমন না করা যে, প্রথম দিনই না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষায় ফেলের ব্যাপারে সীলমোহর মেরে বসে না থাকা।

কুরআন কারীম বুঝা থেকে দূরে থাকার আরো একটি কারণ এও হতে পারে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ অধিক জ্ঞান হাছিল করাকে ধ্বংসের কারণ মনে করে, তাদের ধারণা যে ইবলীসও বড় পণ্ডিত ছিল এবং নিজ পাণ্ডিত্যের কারণেই গোমরাহ হয়েছে। কাজেই যতটুকু জানা আছে এর ওপর আমল করাই যথেষ্ট। এ ভ্রান্তিও শয়তানের একটি কুপ্রবঞ্চনা। ইবলীস তার পাণ্ডিত্যের কারণে নয়; বরং সে গোমরাহ হয়েছিল তার গর্ভ অহংকারের কারণে। এ বিষয়ে জ্ঞানীদের প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

(সূরা : ফাতের আয়াত - ২৮)

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ : বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

বয়সের কারণে কোনো কোনো মানুষ কুরআন মাজীদ পড়তে লজ্জাবোধ করে। মূলত এটাও একটি খারাপ দিক। কেননা, পার্থিব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত তার উন্নতি কল্পে সাধনা চালায় অথচ এটাকে সে বে-মানান বলে মনে করে। কিন্তু দ্বীনের বিষয় হলে এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কি করে চলে আসে? সাহাবাগণের মধ্যে কেউ পঞ্চাশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কেউ ষাট বছর বয়সে, এর পর তারা কুরআন কারীম শিখেছে, কেউ কেউ তা মুখস্থ করেছে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন— দ্বীনি ইলম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয (ত্বারানী)। এ জন্য নবী করীম ﷺ কোনো বয়স নির্ধারণ করেন নাই। কুরআন কারীম শিখা থেকে মানুষের দূরে থাকার আরো একটি কারণ হলো এই যে, বিভিন্ন ধরনের পাঁচ সূরা, বিভিন্ন ওযিফার বই, যা মানুষ প্রতি দিনের রুটিনভিত্তিক কাজে পরিণত করেছে, মূলত তা করা প্রয়োজন ছিল

কুরআন কারীম প্রসঙ্গে। আর যারা এগুলো পাঠ করে তারা এরপর কুরআন কারীম তিলাওয়াতের আর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

কুরআন কারীমের কিছু কিছু সূরা এবং আয়াতের অবশ্যই ফযিলত আছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এ সমস্ত সূরাগুলোকে যথেষ্ট মনে করে অবশিষ্ট গোটা কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, নিয়মিত কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার পর যে অধিক নেকী হাছিল করতে চাইবে সে এ সূরাগুলো তিলাওয়াত করবে।

অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক দ্বীনি সংগঠন নিজেদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জনের নিমিত্তে তাদের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস নির্ধারণ করে দেয়। যদিও তা কোনো দোষণীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু সিলেবাসকে এত গুরুত্ব দেয়া যে, দাওয়াতের মূল ভিত্তি এরই ওপর। তা নিঃসন্দেহে দোষণীয় ব্যাপার। কুরআন কারীমের বাছাইকৃত কতগুলো আয়াত তিলাওয়াত করা মোটেও কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নয়।

মূল উদ্দেশ্যে হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কুরআন পাঠ করা, এর হুকুম আহকাম প্রসঙ্গে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সাধারণ মানুষকে কুরআন কারীম শিখা থেকে দূরে রাখার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে সূফীবাদীদের আকীদা। তাদের মতে কুরআন কারীমের একটি জাহেরী অর্থ আর একটি বাতেনী, তাদের মতে, কুরআনের জাহেরী অর্থের চেয়ে বাতেনী অর্থই উত্তম তবে তা তিলাওয়াতের মাধ্যমে হাছিল হয় না বরং তা সিনা বা সিনায় হাছিল হয়ে থাকে। সূফীদের নিকট একথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, “ইলম দারসী না বুদ দারসিনা বুদ” ইলম পড়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং তা হয়ে থাকে সিনা বা সিনা (অন্তর থেকে অন্তরে)। কোনো কোনো সূফী আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন : “আল ইলমু হিজাবুল আকবার” কুরআনী ইলম তরীকতের রাস্তায় বিরাট বাধা।

ভেবে দেখুন, যে দলের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম থেকে দূরে রাখার এবং যার মূলভিত্তি হলো মানব রচিত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে দলের সদস্য বা দায়িত্বশীল হয়ে কুরআনের পক্ষে কথা বলার সাহস কয়জনের আছে? কুরআন কারীমের বিষয়ে আমাদের এ গাফলত ও অমনযোগিতা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে এবং লজ্জার কারণ হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার মত রাস্তা শুধু এই যে, আমরা যত দ্রুত সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করব, অতীত জীবনে আপ্রাণ চেষ্টা করা কুরআন কারীম আমাদেরকে শুধু এ দুনিয়াতেই হেদায়েত, কল্যাণ ও বরকতে আলোকময় করবে না, বরং কবরেও দৃঢ়পদ থাকা ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করবে। ইনশাআল্লাহ!



## কুরআন বুঝা সহজ

কুরআন বুঝা সকলের জন্যই সহজ। কুরআনে আল্লাহ বলছেন : আমি আল্লাহ কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। আল্লাহ নিজে বলেছেন কুরআন বুঝা সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণির মুসলিম মসজিদের মধ্যে বসে আলোচনা করেন এবং বলেন কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না। আমরা সাধারণ পাবলিক। আমরা কুরআনের বুঝবো কি? কুরআন বুঝবে আলেমরা, কুরআন বুঝবে বড় বড় মুহাদ্দেস বা মুফাসসিররা, আমরা এসব বুঝব না। একথা যারা বলেন আর বিশ্বাস করেন তারা শয়তানের বড় ধরনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ কুরআন কি আল্লাহ এ জন্য নাযিল করেছেন যে, কুরআন শুধু মাওলানারা বুঝবে আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিভার্সিটি গ্যাজুয়েট তারা বুঝবে না, আল্লাহ কি এমন একটা দুর্বোধ্য কিতাব নাযিল করেছেন?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অঙ্ক একটা সহজ সাবজেক্ট না কঠিন সাবজেক্ট? অবশ্যই একটা কঠিন সাবজেক্ট। যে ছেলে অঙ্ক বুঝে তার কাছে এটা পানির মত, আর যে বুঝে না তার জন্য পাহাড়ের মত। কিন্তু এই ছেলে অঙ্ক যে বুঝে সে তো চেষ্টা করেই বুঝেছে। চেষ্টা না করে জন্ম গ্রহণ করেই তো অঙ্ক করা শিখেনি। তাই কুরআন বুঝার জন্য একদিনও চেষ্টা করলাম না খালি মুর্কিব্বারা কি বলে তাই শুনে গেলাম তাহলে হবে কী করে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমাকে ভয় করে আমার পথে যে চলতে চায় তার জন্য আমার রাস্তা খুলে দেই। চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন দুর্বোধ্য কিতাব হিসেবে নয়, বুঝার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- আপনি বলুন আমার রবের কালেমার ব্যাখ্যা লিখার জন্য যদি সারা পৃথিবীর সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের পানি কালি বানানো হয় আর তাই দিয়ে যদি আমার রবের কালেমার ব্যাখ্যা লিখা শুরু হয়ে যায় লিখতে লিখতে সারা পৃথিবীর পানি শেষ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তা'আলার কালেমার ব্যাখ্যা লিখা শেষ হবে না। এ হচ্ছে সেই কুরআন। অনেকে মনে করেন কুরআনের চাইতে বিজ্ঞান উন্নত। এটি ভুল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বাড়বে বিজ্ঞানীরা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের কাছে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস। আমেরিকার নাসাতে চারজন বিজ্ঞানীকে রাখা হয়েছে যাদের ফুলটাইম অফিসিয়াল কাজ হচ্ছে শুধু কুরআন পড়া, কুরআন নিয়ে গবেষণা করা। বিজ্ঞানীরা আজ যা আবিষ্কার করছেন তা কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ১৪শত বছর আগে বলে রেখেছেন। যেমন কিছু দিন আগে

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ব্লাক-হোল এর কথা, কিন্তু আল্লাহ এই কথা বলে রেখেছেন অনেক আগেই। কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, রাজনীতি আছে, এর মধ্যে অঙ্ক আছে, ভূগোল আছে, ইতিহাস আছে। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দিনীতি, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান কী নেই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সব কিছু খুলে খুলে আমি কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি।

তবে কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে বলে এটা বিজ্ঞানের ওপর কোনো বই নয়। কুরআনের মধ্যে ইতিহাস আছে বলে এটা ইতিহাসের বই নয়। কুরআনের মধ্যে ভূগোল আছে বলে এটা ভূগোলের বই নয়। এর মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি আছে বলে এটা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বই নয়। এর মধ্যে ফৌজদারী, দণ্ডবিধি, জুডিসিয়াল ল আছে বলে এটা কোনো পেনাল কোডের বই নয়। তবে এটা কী?

এটি হচ্ছে পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য, গোটা মানবগোষ্ঠী পরিচালনা করার জন্য যত নীতির প্রয়োজন সমস্ত নীতির মূলনীতি এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা যদি কুরআন বুঝি তাহলে সব বুঝা হবে। আমরা নানা রকম পড়াশোনা করে নানা প্রফেশনাল হই, অবসর সময় পেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ি কিন্তু শুধুমাত্র কুরআন পড়ি না আর বুঝার চেষ্টাও করি না, আর বলি সব জানি। আইনস্টাইন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'জীবনের শেষে জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সামান্য বালুকণা নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেলাম কিন্তু অকূল জ্ঞানসমুদ্রের কিছুই দেখতে পারলাম না। এটা হলো জ্ঞানীদের কথা। আর আমাদের যাদের জ্ঞান কম তারা বলি সব জানি, সব বুঝি। আসলে কিছুই জানি না। সত্যিকার জ্ঞানীরা কখনো দাবি করেন না সব বুঝেন।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন, পড় "রাবিব যিদনী ইলমা" "আয় আল্লাহ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"। যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় তা আবু জেহেলের জ্ঞান আর যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় তা মুহাম্মাদ ﷺ-এর জ্ঞান।

কুরআন তো এসেছিল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন "হে নবী কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যারপরও আপনি হতভাগ্য হয়ে থাকবেন"। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ কুরআনকে সম্মান করেছে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষেরা সম্মানিত ছিলেন। আর যখন কুরআন ত্যাগ করেছে তখন আমাদের ওপর নেমে এসেছে অশান্তি।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আজ তাবিযের সম্পর্ক। কুরআনের কাছে তখন যাই যখন কিছু চুরী হয়ে যায়। তখন মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হয়। হুজুর আমার তো ঘর থেকে সোনা চুরী হয়ে গেছে। চাল পড়া দেন অথবা একটা তাবিয লিখে দেন। তাহলে বুঝা গেল কুরআন এসেছে চাল পড়া বা তাবিয লিখার জন্য, চোর ধরার জন্য। যদি তাই হয় কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত পড়ে চালে ফুঁ দিয়ে সে চাল পড়া দিয়ে যদি চোর ধরা যেত বিশ্বাস করুন পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোতে পুলিশের চাকুরী থাকত না। ঐখানে সব চাকুরী হতো মৌলভী সাহেবদের। তাদের বস্তায় বস্তায় চাল দেয়া হতো আর বলা হতো হুজুরা আপনারা শুধু চাল পড়বেন আর চোর ধরবেন। এটাই আপনারদের কাজ।

কুরআন মাজীদ চোর ধরার জন্য আসেনি। ডাকাত ধরার জন্য আসেনি। হত্যাকারীকে ধরার জন্য আসেনি এই কুরআন। তাহলে কুরআন কেন এসেছে? কুরআন এসেছে চুরীকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। কুরআন ডাকাত ধরতে আসেনি, ডাকাতীকে বন্ধ করার জন্যে। হত্যাকারীকে ধরতে আসেনি অবৈধ রক্তপাতকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবার জন্য কুরআন এসেছে। কুরআন স্বৈরাচারকে ধরতে আসেনি স্বৈরাচারের কণ্ঠকে চিরকালের জন্য নিরব ও নিস্তব্ধ করে দিতে এসেছে।

আমরা বুঝিনি। কুরআনকে চুমা দিয়েছি, মাথায় লাগিয়েছি, বুকে লাগিয়েছি। এ পর্যন্তই। কুরআনকে চুমা দিব, মাথায় লাগাব, কিন্তু কুরআন বুঝিও না, পড়তেও পারি না, আমলও করি না। চুমা দিয়ে কাজ হবে? ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন দিল, আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে মাথায় লাগালাম, বুকে লাগালাম, অথবা গ্রাসের মধ্যে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলাম, অথবা পুটলি বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম, রোগ ভালো হবে? যদি কোনো রোগী এমন ব্যবহার করে আমরা তাকে কী বলবো? পাগল তাই নয় কি? আর কুরআনের সাথে আমরা কী করছি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া এই মহা প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ মহান চিকিৎসক। তিনি দিয়েছেন গোটা পৃথিবীব্যাপী মানসিক রোগ, শারীরিক রোগ, সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ। রোগ থেকে মুক্ত হয়ে গোটা পৃথিবীতে শান্তি আর আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের একটি পথ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা করেছেন এই কুরআনের মধ্য দিয়ে। মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হলো, কোনো আলেম সাহেব, ইমাম সাহেব উনার কাছে যাওয়া হলো উনি লাল কালি দিয়ে কতগুলি আয়াত লিখে দিলেন আর আমি তা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ৪১ দিন খেলাম! আস্তাগফিরুল্লাহ। কী অন্যায! অথবা তাবিজ বানিয়ে রূপার মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম! মহা অন্যায! আল্লাহর কুরআনের সাথে এ ব্যবহার করার জন্য এই কুরআন নাযিল করেননি। আমরা অন্যায করছি।

হ্যাঁ কুরআন থেকে ইচ্ছে করলে কেউ ঝাড় ফুক দিতে পারেন। এটা জায়েয আছে কিন্তু ভুল বুঝা যাবে না, কুরআন ঝাড়-ফুকের জন্য নাজিল করা হয় নাই। ঝাড় ফুকের জন্য সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক আর নাস ব্যবহার করা যেতে পারে। নবী করীম ﷺ ঝাড় ফুক করেছেন। সাহাবারা করেছেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাবিজ লিখেন নাই। তাবিজের অনুমতি দেন নাই। নবী করীম ﷺ এর লক্ষ্যধিক সাহাবীর একজন সাহাবীও জীবনে তাবিজ লিখেন নাই। অথচ আমরা কুরআনকে তাবিজ বানিয়েছি। এই তাবিজ থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। এই ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হতে হবে। কুরআন পড়তে ও শিখতে হবে এবং বুঝতে হবে। কুরআন বুঝা নিজের জন্য ফরয বানিয়ে নিতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয। এই ফরয কুরআন শিক্ষা বাদ দেয়ার কারণেই আজ পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে যারা গোলাম তারা মাথায় চড়ে বসেছে। কুরআন শুধু মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য আসেনি। আবার তিলাওয়াতের অর্থও আমরা ঠিক মতো জানি না। তিলাওয়াত আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি বা recitation নয়। আরবি ডিকশনারী অনুযায়ী তিলাওয়াত অর্থ to follow বা অনুসরণ করা। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের combination হচ্ছে তিলাওয়াত।

১. যা পড়া হবে তা শুদ্ধ করে পড়া

২. যা পড়া হবে তা বুঝা এবং

৩. যা বুঝা হবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। আবু বকর رضي الله عنه ছিলে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেছেন, সূরা বাকারা পড়তে তার আড়াই বছর সময় লেগেছে। অথচ তার ভাষা আরবি। শুধু সূরা বাকারা পড়তে তার এতো সময় লাগলো কেন তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তিনি এটা পড়েছেন, বুঝেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

অথচ আমরা এই কিতাব না বুঝে শুধু খতমের পর খতম দেই। বিশেষ করে রমদান মাসেতো খতমের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কত খতম দিল! আবার দেখা যায় সবার ঘরেই কুরআন আছে কিন্তু অনেকেই তা মকমলের কাপড় দিয়ে পেচিয়ে ঘরের ওপরের তাকে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন যেন তা সহজে কেউ স্পর্শ করতে না পারে। দিনের পর দিন এভাবে থেকে তার ওপর ধুলা পরে যায়। আর এই কিতাব কখন নামানো হয়? কখন কাপড়ের গিলাপ থেকে বের করা হয় যখন কেউ মারা যায়। তখন মৃত্যের কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন বসে যান তিলাওয়াত করার জন্য, লাশকে সূরা ইয়াসিন পড়ে শুনানো হয়। এছাড়া মসজিদ-মাদরাসা থেকে হজুর ভাড়া করে আনা হয়

কুরআন খতম করার জন্য। কী আশ্চর্যের বিষয় কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো হচ্ছে মৃত লাশকে, ডেড বডিকে। অথচ আল-কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আয়াতও নেই যা মৃত মানুষের জন্য।

কুরআন মানব জাতির সঠিক হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে অহী যোগে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব রাসূলের ওপরই দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের রচয়িতা এবং রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যাদাতা। মানব জাতির পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এ কিতাবের শিক্ষার ওপরই নির্ভরশীল। তাই এ কিতাব সব মানুষের পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব। অবশ্যই সবাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য না-ও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন- “এটা মানুষের জন্য এক বিবৃতি এবং মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।” (সূরা আলে ইমরান : ১৩৮)

কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য কুরআনকে বুঝতে পারাই হলো প্রথম শর্ত। বুঝবার সাথে সাথে তাকওয়ার শর্তও থাকতে হবে। কুরআন যা মানতে বলে তা মানতে রাজী হওয়া এবং যা ছাড়তে বলে তা ছাড়তে প্রস্তুত থাকাই হলো তাকওয়া। কিন্তু যে কুরআন বুঝে না সে কী করে তাকওয়ার পথে চলবে? তাই সবাইকেই প্রথমে কুরআন বুঝতে হবে।

অবশ্য কুরআন বুঝবার মান সবার এক হতে পারে না। যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী মান ভিন্ন ভিন্ন হবেই। আল্লাহ তা'আলা কারো কাছ থেকেই তার যোগ্যতার অতিরিক্ত দাবি করেন না। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেককেই যে সব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। যারা পড়তে জানে না তারা কুরআনের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যারা পার্থিব জীবনের সামান্য ৫০/৬০ বছরের মধ্যে ২০/৩০ বছর শুধু রুজি রোজগারের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষায় খরচ করে, তারা যদি কুরআনকে ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা না করে তাহলে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে? দুনিয়াতে এত বিদ্যা শিখেও কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্যিই চরম লজ্জার বিষয়। যারা কিছু লেখাপড়া জানে তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব এবং একটু মনোযোগ দিলে এটা সহজও বটে। আরবি ভাষা যারা মোটামুটি বুঝে তারা কুরআন বুঝতে যে বেশি তৃপ্তি বোধ করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআন বুঝবার জন্য আরবি জানা শর্ত নয়। আরবি না জানলেও কুরআনের বক্তব্য বুঝা সম্ভব।

## ১১৪ সূরার নাম, নামের অর্থ, রুকু ও আয়াত সংখ্যা

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
১.	আল ফাতিহা	গুরু (প্রারম্ভ)	১	৭
২.	আল বাকারাহ	গাভী	৪০	২৮৬
৩.	আলে ইমরান	ইমরানের পরিচয়	২০	২০০
৪.	আন নিসা	নারীগণ	২৪	১৭৬
৫.	আল মায়িদা	খাদ্যপূর্ণ পাত্র	১৬	১২০
৬.	আল আন'য়াম	গৃহপালিত জন্তু	২০	১৬৫
৭.	আল আ'রাফ	আ'রাফ	২৪	২০৬
৮.	আল আনফাল	যুদ্ধলব্ধ মাল	১০	৭৫
৯.	আত তাওবা/বারাআত	পাপের জন্য পরিতাপ	১৬	১২৯
১০.	ইউনুস	ইউনুস (নবী)	১১	১০৯
১১.	হূদ	হূদ (নবী)	১০	১২৩
১২.	ইউসুফ	ইউসুফ (নবী)	১২	১১১
১৩.	আর রা'আদ	মেঘের গর্জন	৬	৪৩
১৪.	ইবরাহীম	ইবরাহীম (নবী)	৭	৫২
১৫.	আল হিজর	শিলাময় অঞ্চল	৬	৯৯
১৬.	আন নাহল	মৌমাছি	১৬	১২৮
১৭.	বনি ইসরাঈল	বনী ইসরাঈল/রাত্রি ভ্রমণ	১২	১১১
১৮.	আল কাহফ	গুহা	১২	১১০
১৯.	মারইয়াম	মারিয়াম	৬	৯৮
২০.	ত্ব-হা	ত্ব-হা	৮	১৩৫
২১.	আল আশিয়া	নবীগণ	৭	১১২
২২.	আল হাজ্জ	হাজ্জ	১০	৭৮
২৩.	আল মু'মিনূন	মু'মিনগণ	৬	১১৮
২৪.	আন নূর	আলো	৯	৬৪
২৫.	আল ফুরকান	সত্য-মিথ্যার মাফকাঠি	৬	৭৭
২৬.	আশ শুআরা	কবিগণ	১১	২২৭
২৭.	আন নামল	পিঁপড়া	৭	৯৩

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
২৮.	আল কাসাস	ঘটনা ও কাহিনী	৯	৮৮
২৯.	আল আনকাবুত	মাকড়সা	৭	৬৯
৩০.	আর রুম	রোমকগণ	৬	৬০
৩১.	লুকমান	লুকমান	৪	৩৪
৩২.	আস সাজদাহ	সিজদা	৩	৩০
৩৩.	আল আহযাব	আক্রমণকারী বাহিনী	৯	৭৩
৩৪.	সাবা	সাবা (সাম্রাজ্য)	৬	৫৪
৩৫.	আল ফাতির	যিনি স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা	৫	৪৫
৩৬.	ইয়া-সীন	ইয়া-সীন	৫	৮৩
৩৭.	আস সাফফাত	সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান (হয় যারা)	৫	১৮২
৩৮.	সা-দ	সা-দ (আরবি একটি অক্ষর)	৫	৮৮
৩৯.	আয যুমার	দলে দলে	৮	৭৫
৪০.	আল মুমিন (গাফির)	বিশ্বাসী (ঈমানদার)	৯	৮৫
৪১.	হা-মীম আস সাজদাহ/ফুসসিলাত	ব্যাখ্যাকৃত	৬	৫৪
৪২.	আশ শূরা	পরামর্শ	৫	৫৩
৪৩.	আয যুখরুফ	সোনার অলংকার	৭	৭৯
৪৪.	আদ দুখান	ধূয়া	৩	৫৯
৪৫.	আল জাসিয়া	নতজানু অবস্থায়	৪	৩৭
৪৬.	আল আহকাফ	উপত্যকা	৪	৩৫
৪৭.	মুহাম্মাদ	মুহাম্মাদ (নবী)	৪	৩৮
৪৮.	আল ফাত্হ	বিজয়	৪	২৯
৪৯.	আল হুজুরাত	কামরা	২	১৮
৫০.	কাফ	কাফ	৩	৪৫
৫১.	আয যারিয়াত	বিক্ষিপ্তকারী (বাতাস)	৩	৬০
৫২.	আত তুর	তুর (পাহাড়)	২	৪৯
৫৩.	আন নাজম	তারকা	৩	৬২
৫৪.	আল কামার	চাঁদ	৩	৫৫
৫৫.	আর রাহমান	অশেষ দয়ালু	৩	৭৮
৫৬.	আল ওয়াকি'আ	ঘটনাটি (কিয়ামত)	৩	৯৬
৫৭.	আল হাদীদ	লোহা	৪	২৯

ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৫৮.	আল মুজাদালা	অনুযোগকারী মহিলা	৩	২২
৫৯.	আল হাশর	একত্র করা	৩	২৪
৬০.	আল মুমতাহিনা	সেই মহিলা যার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে	২	১৩
৬১.	আস সফ	কাতার/সারি	২	১৪
৬২.	আল জুমু'আ	জুমু'আ	২	১১
৬৩.	আল মুনাফিকুন	মুনাফিকগণ	২	১১
৬৪.	আত তাগাবুন	হার-জিত	২	১৮
৬৫.	আত তালাক	তালাক	২	১২
৬৬.	আত তাহরীম	হারাম করা	২	১২
৬৭.	আল মূলক	কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব	২	৩০
৬৮.	আল কলম	কলম	২	৫২
৬৯.	আল হাক্কাহ	সুনিশ্চিত ঘটনা	২	৫২
৭০.	আল মা'আরিজ	ওপরে উঠার সিঁড়িগুলি	২	৪৪
৭১.	নূহ	নূহ (নবী)	২	২৮
৭২.	আল জিন	জিন	২	২৮
৭৩.	আল মুযাম্মিল	বস্ত্রাবৃত	২	২০
৭৪.	আল মুদ্দাসসির	চাদরাবৃত	২	৫৬
৭৫.	আল কিয়ামাহ	কিয়ামত	২	৪০
৭৬.	আল দাহর/ইনসান	সময়/মানুষ	২	৩১
৭৭.	আল মুরসালাত	প্রেরিত বায়ু	২	৫০
৭৮.	আন নাবা	কিয়ামত বা পরকালের খবর	২	৪০
৭৯.	আন নাযিআত	সজ্ঞারে (প্রাণ) নির্গতকারী (ফিরিশতাগণ)	২	৪৬
৮০.	আবাসা	বেজার মুখ	১	৪২
৮১.	আত তাকভীর	গুটানো (গুটিয়ে ফেলা)	১	২৯
৮২.	আল ইনফিতার	দীর্ঘ হওয়া/ ফেলে যাওয়া	১	১৯
৮৩.	আল মুতাফফিফীন	প্রতারকগণ	১	৩৬
৮৪.	আল ইনশিকাক	দীর্ঘ হওয়া (ফেটে যাওয়া)	১	২৫
৮৫.	আল বুরূজ	তারকাপুঞ্জ	১	২২



ক্রমিক নং	সূরার নাম	সূরার অর্থ	রুকু সংখ্যা	আয়াত সংখ্যা
৮৬.	আত তারিক	নক্ষত্র	১	১৭
৮৭.	আল আ'লা	সুমহান, শ্রেষ্ঠ	১	১৯
৮৮.	আল গাশিয়াহ	আচ্ছন্নকারী (কিয়ামতের) ঘটনা	১	২৬
৮৯.	আল ফজর	ফজর	১	৩০
৯০.	আল বালাদ	শহর	১	২০
৯১.	আশ শামস	সূর্য	১	১৫
৯২.	আল লাইল	রাত	১	২১
৯৩.	আদ দুহা	উজ্জ্বল দিন	১	১১
৯৪.	আল ইনশিরাহ	প্রশস্ত বক্ষ	১	৮
৯৫.	আত তীন	ডুমুর ফল	১	৮
৯৬.	আল 'আলাক	জমাট রক্তপিণ্ড	১	১৯
৯৭.	আল কদর	কদর (ক্ষমতা/ভাগ্য)	১	৫
৯৮.	আল বাইয়েনাহ	স্পষ্ট দলিল	১	৮
৯৯.	আল যিলযাল	ভূমিকম্প	১	৮
১০০.	আল আদিয়াত	ধাবমান (ঘোড়াগুলো)	১	১১
১০১.	আল কারিআহ	ভয়াবহ দুর্ঘটনা	১	১১
১০২.	আত তাকাসুর	অধিক প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা	১	৮
১০৩.	আল আসর	সময়/কাল	১	৩
১০৪.	আল হুমাযাহ	পশ্চাতে নিন্দাকারী	১	৯
১০৫.	আল ফীল	হাতী	১	৫
১০৬.	আল কুরাইশ	কুরাইশ	১	৪
১০৭.	আল মাউন	সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস	১	৭
১০৮.	আল কাউসার	ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ	১	৩
১০৯.	আল কাফিরুন	কাফিরগণ	১	৬
১১০.	আল নাসর	সাহায্য	১	৩
১১১.	আল লাহাব	আগুনের শিখা	১	৫
১১২.	আল ইখলাস	আন্তরিকতা	১	৪
১১৩.	আল ফালাক	সকালবেলা (ঋষা)	১	৫
১১৪.	আন নাস	মানুষ	১	৬

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী, রাসূল ও মুমিনদের দু'আসমূহ

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
অপরাধীদের দু'আ বিচার দিনে	পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য	৩২-সাজদা : ১২
আদম ও হাওয়া আ. - এর দু'আ, জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর	অপরাধ ক্ষমা করার জন্য	৭- আরাফ : ২৩
আসহাবে কাহফের দু'আ	রহমত লাভের জন্য	১৮-কাহফ : ১০
আসহাবে কাহফের দু'আ	আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না ডাকার	১৮-কাহফ : ১৪
আইয়ুব আ. এর দু'আ	কষ্ট দূর করার জন্য	২১-আশিয়া : ৮৩
আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ	তওবাকারী / অনুতপ্তদেরকে ক্ষমার, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য	৪০-মু'মিন : ৭-৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তার জন্য এবং মু'মিন মক্কাবাসীদের রিযিকের জন্য	২-বাকারা : ১২৬
ইবরাহীম ও ইসমাইল আ. এর দু'আ	মক্কার ভিত্তি ও নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য	২-বাকারা : ১২৭-১২৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মৃতকে জীবিত করে দেখানোর জন্য	২-বাকারা : ২৬০
ইমরান আ.-এর দু'আ	গর্ভের সন্তানকে কবুল করার জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৩৫
ইউসুফ আ.-এর দু'আ	আযীযের স্ত্রী যখন জেলে পাঠানোর হুমকি দেয়	১২-ইউসুফ : ৩৩
ইউসুফ আ.-এর দু'আ	ইউসুফ আ. এর দু'আ-মুসলিম হিসেবে মৃত্যু পাওয়ার জন্য	১২-ইউসুফ : ১০০
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	মক্কার নিরাপত্তা, হেদায়েত ও স্বীয় বংশের রিযিকের জন্য	১৪-ইবরাহীম : ৩৫-৩৭
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	আল্লাহর অসীম জ্ঞানের প্রশংসামূলক ও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ	১৪-ইবরাহীম : ৩৮-৪০

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	নিজের মাতা-পিতা ও মুমিনদের জন্য	১৪-ইবরাহীম : ৪১
ইউনুস/জুলুন আ.-এর দু'আ	মাছের পেট থেকে রক্ষার জন্য	২১-আম্বিয়া : ৮৭
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	জ্ঞান দান, সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত ও পিতাকে ক্ষমা করার জন্য	২৬-শু'আরা : ৮৩-৮৯
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩৭-সফফাত : ১০০
ইবরাহীম আ.-এর দু'আ	পিতাকে ক্ষমা করা ও কাফেরদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করার জন্য	৬০-মুমতাহিনা : ৪-৫
ঈসা আ.-এর অনুসারী-হাওয়ারীদের দু'আ	সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য	৩-আলে ইমরান : ৫৩
ঈসা আ.-এর দু'আ	খাবার টেবিলের জন্য	৫-আল মায়দা : ১১৪
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	সুসন্তানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৩৮
জাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শনের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ৪১
জান্নাতীদের দু'আ	জালিমদের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	৭-আল-আরাফ : ৪৭
জাহান্নামীদের দু'আ	দলপতিদের শাস্তি ঘিষণ করার জন্য	২৮-সাদ : ৬১
জ্ঞানীদের দু'আ	হেদায়াতের পর অন্তর বাঁকা না করা জন্য এবং রহমত দানের জন্য	৩-আলে ইমরান : ৮-১৩
তালুত বাহিনীর দু'আ	ধৈর্য, দৃঢ়তা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য	২-বাকারা : ২৫০
নবীদের দু'আ	পাপ ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা করা, দৃঢ়তা ও সাহায্যের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৪৭
নূহ আ.-এর দু'আ	সন্তানকে প্রাবন থেকে বাঁচানোর জন্য	১১-হূদ : ৪৫
নূহ আ.-এর দু'আ	ক্ষমা প্রার্থনা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা বিষয়ে	১১-হূদ : ৪৭
নূহ আ.-এর দু'আ	সাহায্যের জন্য	২৩-মু'মিন : ২৬
নূহ আ.-এর দু'আ	কল্যাণকরভাবে অবতরণ করানোর জন্য	২৩-মু'মিন : ২৯
নূহ আ.-এর দু'আ	মীমাংসা ও উদ্ধারের জন্য নিজে কে ও মুমিনদেরকে	২৬-শু'আরা : ১১৭-১১৮

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায় থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য	৫৪-কামার : ১০
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধির জন্য	৭১-নূহ : ২১-২৪
নূহ আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করে	৭১-নূহ : ২৬-২৭
নূহ আ.-এর দু'আ	নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য ও সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য	৭১-নূহ : ২৮
ফিরআউনের দু'আ	নদীতে ডুবে যাওয়ার সময়	১০-ইউনুস : ৯০
ফিরআউনের স্ত্রীর দু'আ (আসিয়ার দু'আ)	জান্নাতে আল্লাহর পাশে ঘর নির্মাণের ও ফিরআউন থেকে মুক্তির জন্য	৬৬-তাহরীম : ১১
বাগান মালিকদের দু'আ	ইনশাআল্লাহ না বলার ভুল স্বীকার প্রসঙ্গে	৬৮-কালাম : ২৯
বিপদগ্রস্ত মানুষের দু'আ	বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য	১০-ইউনুস : ২২
বুদ্ধিমান মুমিনদের দু'আ	শান্তি থেকে রক্ষা, অপরাধ ক্ষমা ও সৎলোকদের সাথে মৃত্যু দানের জন্য	৩-আলে-ইমরান : ১৯১-১৯৪
মানুষের নিষ্ফল দু'আ	যারা শুধু দুনিয়ার কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০০
মানুষের সফল দু'আ	যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ চায়	২-বাকারা : ২০১
মু'মিনের দু'আ	আল্লাহর সাহায্য লাভ ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য	১-ফাতিহা : ১-৭
মুক্তাকী বান্দাদের দু'আ	পাপ ক্ষমা করা ও আওনের শান্তি থেকে মুক্তির জন্য	৩-আল ইমরান : ১৬
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহকে সকল রাজত্ব ও সম্মানের অধিকারী ঘোষণা করার জন্য	৩-আ-ইমরান : ২৬-২৭
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	সালাত, ইবাদত ও জীবন-মৃত্যু আল্লাহর জন্য নিবেদন করার জন্য	৬-আনআম : ১৬১-১৬৩
মূসা আ.-এর দু'আ	আল্লাহর জ্যোতি দেখে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার	৭-আল আরাফ : ১৪৩
মূসা আ.-এর দু'আ	নিজের ও ভাইয়ের জন্য	৭-আল আরাফ : ১৫১
মূসা আ.-এর দু'আ	সম্প্রদায়ের জন্য	৭-আল আরাফ : ১৫৫
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	আল্লাহর ওপর নির্ভর করার দু'আ	৯-আত তাওবা : ১২৯

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
মূসা আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	ফিরআউন সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেতে	১০-ইউনুস : ৮৪-৮৫
মূসা আ.-এর দু'আ	ফিরআউনের সম্পদ ধ্বংস ও অন্তর কঠোর করা প্রসঙ্গ	১০-ইউনুস : ৮৮
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ভালোভাবে মদিনায় প্রবেশ করানো ও মক্কা থেকে বহির্গমনের জন্য	১৭-বনী ইসরাঈল : ৮০
মু'মিন আহলে কিতাবের দু'আ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ	১৭-বনী ইসরাঈল : ১০৮
মূসা আ.-এর দু'আ	বক্ষ প্রশস্ত করা, মুখের জড়তা দূর করা ইত্যাদির জন্য	২০-ত্বহা : ২৫-৩৫
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	সত্য বিচারের জন্য	২২-হাজ্জ : ১২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৩-৯৪
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	শয়তানের প্ররোচনা ও উপস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য	২৩-মুমিনুন : ৯৭-৯৮
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১০৮
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	ক্ষমা ও দয়ার জন্য	২৩-মুমিনুন : ১১৮
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	জাহান্নামের শান্তি ফিরানোর জন্য	২৫-ফুরকান : ৬৫-৬৬
মু'মিন বান্দাদের দু'আ	চক্ষু শীতলকারী স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের জন্য	২৫-ফুরকান : ৭৪
মূসা আ.-এর দু'আ	ফিরআউন কর্তৃক হত্যার আশংকা	২৬-শুআরা : ১২-১৪
মূসা আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করার জন্য	২৮-কাসাস : ১৬-১৭
মূসা আ.-এর দু'আ	মানুষ হত্যার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কায় সাহায্য প্রার্থনা	২৮-কাসাস : ৩৩-৩৪
মু'মিনদের দু'আ	আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা এবং রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষণের জন্য	৩৭-সাকফাত : ১৮০-১৮২
মুহাম্মদ সা.-এর দু'আ	বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মিমাংসার জন্য	৩৯-যুমার : ৪৬
মু'মিনদের দু'আ বাহনের উঠার	আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনার জন্য	৪৩-যুখরুফ : ১৩-১৪
মু'মিনদের দু'আ	শান্তি প্রত্যাহারের জন্য	৪৪-দুখান

যাদের দু'আ	দু'আর বিষয়	সূরা নং, নাম ও আয়াত নং
মু'মিনদের দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায়, সৎকর্ম সম্পাদন ও সন্তানের সংশোধনের জন্য	৪৬- আহকাফ : ১৫
মু'মিনদের দু'আ	ক্ষমা করার জন্য এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য	৫৯-হাশর : ১০
মু'মিনের দু'আ মৃত্যুর সময়	দান করার অবকাশ দেয়ার জন্য	৬৩-মুনাফিকুন : ১০
মু'মিনের দু'আ	অন্ধকার, যাদুকারিণী ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৩-ফালাক : ১-৫
মু'মিনের দু'আ	কুমন্ত্রণাকারী, জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের জন্য	১১৪-নাস : ১-৬
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	ওলি সন্তানের জন্য	১৯-মারইয়াম : ৪-৬
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে	১৯-মারইয়াম : ৮
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	নিদর্শন প্রেরণের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১০
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	আশ্রয়ের জন্য	১৯-মারইয়াম : ১৯
যাকারিয়া আ.-এর দু'আ	একা না রাখার জন্য উত্তরাধিকারীর জন্য	২১-আমিয়া : ৮৯
রানি বিলকিসের দু'আ	নিজের ভুল স্বীকার করে সুলায়মানের সাথে আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা	২৭-নামল : ৪৪
লূত আ.-এর দু'আ	নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষার জন্য	২৬-শুআরা : ১৬৯
লূত আ.-এর দু'আ	সাহায্য করার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলায়	২৯-আনকাবুত : ৩০
শু'আইব আ.-এর অনুসারীদের দু'আ	মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে ন্যায় বিচারের জন্য	৭-আল-আরাফ : ৮৯
সব মু'মিন ও রাসূলদের দু'আ	ভুল ভ্রান্তি, অন্যায় ক্ষমার জন্য, সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয়ার জন্য	২-বাকারা : ২৮৫- ২৮৬
সন্তানের দু'আ	মাতা পিতার জন্য	১৭-বনী ইসরাইল : ২৪
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎকর্ম সম্পাদনের এবং সৎকর্মশীলদের অশুভূক্ত করার জন্য	২৭-নামল : ১৯
সুলায়মান আ.-এর দু'আ	ভুল ক্ষমা করে সাম্রাজ্য দানের জন্য	৩৮-সাদ : ৩৫

## হাদীস সম্পর্কে কিছু কথা

১. হাদীসের শ্রেণি : হাদীসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় ।

যেমন-

ক. কাওলী, খ. ফেলী, গ. তাকরিরী ।

ক. কাওলী হাদীস- কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোনো কথা বিধৃত হয়েছে, তাকে 'কাওলী হাদীস' বলে ।

খ. ফেলী হাদীস : প্রিয় নবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুট হয়েছে । অতএব যে হাদীসে তার কোনো কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফেলী হাদীস বলে ।

গ. তাকরিরী হাদীস : সাহাবাগণের যে সব কথা ও কাজ প্রিয় নবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে । অতএব এ ধরনের কোনো ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরিরী হাদীস' বলে ।

\* উসূলে হাদীস : যে শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন দিক ও তার খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু এবং বর্ণিত হাদীসের অবস্থা আলোচনা করা হয়, তাকে উসূলে হাদীস' বলে ।

## হাদীসের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

১. সাহাবা বা সাহাবী : যিনি ঈমানের সঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনের একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে 'সাহাবা বা সাহাবী' বলা হয় ।

২. তাবেয়ী : যিনি সাহাবার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে 'তাবেয়ী' বলে ।

৩. মুহাদ্দিস : যিনি হাদীস চর্চা করেন, বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে ।

৪. **রিজাল** : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবন আলোচনা করা হয়, তাকে 'আসমা-উর রিজাল' বলে।
৫. **রিওয়াত ও রাবী** : হাদীস বর্ণনা করাকে, 'রিওয়াত' বলে। আর যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাঁকে 'রাবী' বলা হয়।
৬. **সনদ** : হাদীসের যে কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় সংকলনকারী অথবা বর্ণনাকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক বিন্যাসিত থাকে।
৭. **মতন** : হাদীসের মূলকথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে 'মতন' বলে।
৮. **ছিকাহ** : যে রাবীর মধ্যে সততা ও স্মৃতি শক্তির গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাঁকে 'ছিকাহ' বলে।
৯. **হাদীসে কুদসী** : যে সমস্ত হাদীসের ভাব সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত কিন্তু তিনি (রাসূল ﷺ) তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনায় সময় 'মহান আল্লাহ তায়ালার বলেন' বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।
১০. **মারফু** : যে হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ এর কোনো কথা, কাজ অথবা অনুমোদনের আলোচনা হয় এবং যার সনদের ধারাবাহিকতা প্রিয় নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে, তাকে 'মারফু' হাদীস বলে।
১১. **মাওকুফ** : যে হাদীসে সাহাবাদের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা হয়, তাকে 'মাওকুফ হাদীস' বলে। মাওকুফ হাদীসকে আছারও বলা হয়।
১২. **মাকতু** : যে হাদীসে কোনো তাবেয়ী কথা, কাজ ও অনুমোদনের উল্লেখ থাকে, তাকে 'মাকতু' বলে।
১৩. **মুত্তাসিল** : যে হাদীসের মধ্যে সনদের ধারাবাহিকতার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোনো স্তবেই কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মুত্তাসিল হাদীস' বলে।
১৪. **মুরসাল হাদীস** : যে হাদীসে সাহাবীদের নাম বাদ দিয়ে তাবেয়ী সরাসরি রাসূল ﷺ -এর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে মুরসাল বলে।



১৫. **সহীহ** : যে হাদীসের সনদে প্রত্যেক রাবীই নির্ভরযোগ্য। শিয়ন নবী ﷺ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত হাদীসকে সহীহ' হাদীস বলা হয়।
১৬. **যায়ীফ** : যে হাদীসের রাবী গুণগত মানের নিচে, তাকে 'যায়ীফ' হাদীস বলে।
১৭. **হাসান** : যে হাদীসের কোনো রাবীর গুণে অপরিপূর্ণতা রয়েছে, তাকে 'হাদীসে হাসান' বলা হয়।
১৮. **মাওযু** : যে হাদীসের রাবীর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এমন হাদীসকে 'মাওযু হাদীস' বলে।
১৯. **মুতাওয়াতির** : যে হাদীস প্রত্যেক যুগে এত সংখ্য লোক বর্ণনা করেছেন, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এইসব হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়।
২০. **সুনান** : যে গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবাদাত, আহকাম ও মুয়ামেলাত সংক্রান্ত হাদীসের বিপুল সমাবেশ এবং বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিন্যাস করা হয়, তাকে 'সুনান' বলে।
২১. **মুসনাদ** : যে সব গ্রন্থে সাহাবা থেকে বর্ণিত হাদীসমূহ তাঁদের নামের অক্ষর অনুযায়ী সজ্জিত থাকে, তাকে 'মুসনাদ' বলে।
২২. **সুনানে আরবাবা** : তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাকে একত্রে 'সুনানে আরবাবা' বলা হয়।
২৩. **সিহাহ সিন্তা** : বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাকে একত্রে 'সিহাহ সিন্তা' বলে।

## বিখ্যাত ৬ জন হাদীস সংলকদের জীবনকাল

নং	নাম	জন্ম (শহর)	হিজরী/খ্রীঃ	মৃত্যু (শহর)	হিজরী/খ্রীঃ
১	বুখারী	বুখারা (উজবেকিস্তান)	১৯৪/৮১০	খারতাত্ক (সমরকান্দ, ইরান)	২৫৬/৮৭০
২	মুসলিম	নিশাপুর (খোরাসান, ইরান)	২০৪/৮২০	নিশাপুর (ইরান)	২৬১/৮৭৫
৩	আবু দাউদ	শিস্তান (ইরান)	২০২/৮১৭	বসরা (ইরাক)	২৭৫/৮৮৮
৪	নাসাঈ	নাসা (খোরাসান, ইরান)	২১৫/৮৩০	মাক্কা (সৌদি আরব)	৩০৩/৯১৫
৫	তিরমিযী	তিরমিয (ইরান)	২০৯/৮২৮	তিরমিয (ইরান)	২৭৯/৮৯৬
৬	ইবনে মাজাহ	কাজভিন (ইরান)	২০৯/৮২৮	কাজভিন (ইরান)	২৭৩/৮৯০

## মোট সংগৃহীত হাদীস এবং সেখান থেকে পরিত্যাগ ও গ্রহণ

নং	নাম	মোট সংগৃহীত হাদীস	পরিত্যাগ	গ্রহণ
১	বুখারী	৬০০,০০০	৯৯.০০	৭,৭৬২
২	মুসলিম	৩০০,০০০	৯৮.৫৫	৪,৩৪৮
৩	আবু দাউদ	৩০০,০০০	৯৮.৯৬	৩,১১৫
৪	নাসাঈ	৫০০,০০০	৯৯.০৪	৪,৮০০
৫	তিরমিযী	৪০০,০০০	৯৯.০০	৪,০০০
৬	ইবনে মাজাহ	২০০,০০০	৯৭.৮৩	৪,৩২১
মোট		২,৩০০,০০০	৯৮.৭৫%	২৮,৩৪৬ (১.২৫%)

## চার খলিফার খিলাফত কাল

খলিফা	নাম	খিলাফতের কাল (খ্রীঃ)	মৃত্যু (হিজরী/খ্রীঃ)
১ম	আবু বকর আস-সিদ্দিক <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৬৩২ - ৬৩৪	১৩/৬৩৪
২য়	ওমর ইবন আল-খাত্তাব <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৬৩৪ - ৬৪৪	২৩/৬৪৪
৩য়	ওসমান ইবন আফ্ফান <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৬৪৪ - ৬৫৬	৩৫/৬৫৬
৪র্থ	আলি ইবন আবু তালিব <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৬৫৬ - ৬৬১	৪০/৬৬১

সাহাবীদের রুবিয়ায়ত  
কালিমা  
আনহু বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা

সাহাবা <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা
আবু হুরায়রা <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৫,৩৭৪
আয়েশা সিদ্দিকা <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহা</small>	২,২১০
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	১,৬৬০
আব্দুল্লাহ ইবন ওমর <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	১,৬৩০
যাবির ইবন আব্দুল্লাহ <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	১,৫৪০
আনাস ইবন মালিক <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	১,২৮৬
আবু সাইয়েদ খুদরী <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	১,১৭০
আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৮৪৮
আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস <small>রুবিয়ায়ত কালিমা আনহু</small>	৭০০
মোট =	১৬,৪১৮



# পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ - মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলুগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাইদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুজাফাকুকুন আলাইহি	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো : রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজীরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াত্তীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও ভালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘট্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল বাহি আল ঝাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াত্তীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াত্তীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইমলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁদের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত -মো: মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	আয়াতুল কুরসীর তাফসীর -ফজলে ইলাহী	১২০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, বীর-ফুক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হসাইন আল-আওয়ালিশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাও: আ: ছালাম মিয়া	২৫০

